জান্নাত
জাহান্নাম
আবদুল হামীদ ফাই

আব্দুল হামীদ মাদানী

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

মহান আল্লাহ জ্বিন ও ইনসানকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সেই ইবাদতের অসীলায় তাদের জন্য পুরস্কার রেখেছেন জান্নাত। তিনি মানুষের আত্মাকে আহবান ক'রে বলেছেন,

{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (٢٨) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَادْخُلِي جَنَّتِي } (٣٠) سورة الفجر

অর্থাৎ, হে উদ্বেগশূন্য চিত্ত! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। সুতরাং তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। *(ফাজর ঃ ২৭-৩০)*

তিনি তাঁর প্রস্তুতকৃত জান্নাতের প্রতি অধিক অধিক আগ্রহান্বিত হতে মানুষকে আহবান করেছেন। তিনি তা পাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি, ছুটাছুটি ও প্রতিযোগিতা করতে আদেশ করেছেন,

{وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ } (١٣٣) سورة آل عمران

অর্থাৎ, তোমরা প্রতিযোগিতা (ত্বরা) কর, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমা এবং বেহেশ্তের জন্য, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান, যা ধর্মভীরুদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। *(আলে ইমরান ঃ ১৩৩)*

পক্ষান্তরে মানুষকে ভয় দেখিয়েছেন তাঁর প্রস্তুতকৃত জাহান্নামের। তিনি বলেছেন,

{وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ } (١٣١) سورة آل عمران

অর্থাৎ, তোমরা সেই আগুনকে ভয় কর, যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। *(ঐ ঃ ১৩১)*

তিনি যেমন মানুষকে আদেশ করেছেন, সে যেন নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে, তেমনি আদেশ করেছেন, সে যেন তার পরিবারকেও রক্ষা করে। তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } (٦)

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম-হৃদয়, কঠোর-স্বভাব ফিরিশ্তাগণ, যারা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয়, তাই করে। *(তাহরীমঃ ৬)*

মু'মিন বান্দার সেই প্রয়াস নিরন্তর। জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ ক'রে জান্নাতে স্থানলাভ করাই সবচেয়ে বড় সফলতা। আর সেই সফলতা লাভ হবে মহান সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি লাভ করার মধ্য দিয়ে। তাই মুসলিম কালেমা পড়ে, সকল ফরয আদায় করে, সকল হারাম বর্জন করে। অধিক মর্যাদা লাভের জন্য অতিরিক্ত নফল ইবাদতও করে।

অনুরূপ একটি মাহাত্ম্যপূর্ণ ইবাদত মানুষকে জান্নাতের দিকে আহবান করা এবং জাহান্নাম থেকে সতর্ক করা। আমরা এই ইবাদতের মাধ্যমেও চাই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মহা পুরস্কার জান্নাত।

আল্লাহ যেন আমাদেরকে, আমাদের পিতা-মাতা ও ওস্তাদগণকে তাঁর চিরসুখময় জান্নাতে স্থান দান করেন। আমীন।

পুস্তিকাটি রচনা করতে যে সকল লেখকের পুস্তকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে, মহান আল্লাহ তাঁদেরকেও জান্নাত নসীব করুন। আমীন

বিনীত---

আব্দুল হামীদ মাদানী
আল-মাজমাআহ
৮/১১/২০১০

সূচীপত্র

জান্নাত

জান্নাত শব্দের অর্থ হল ঃ উদ্যান, বাগান, বাগিচা। ফারসী ভাষায় যাকে বেহেশ্‌ত বলা হয়।

মহান আল্লাহ মহাপ্রতিদান স্বরূপ যা নিজ অনুগত বান্দার মরণের পর পরকালে প্রস্তুত রেখেছেন।

জান্নাত মানে শুধু বৃক্ষবিশিষ্ট বাগানই নয়; বরং তাতে থাকবে বাসস্থান, অট্টালিকা এবং চরম সুখ-সামগ্রীর এমন সবকিছু, যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। সেখানে এমন সুখ থাকবে, যাতে কোন দুঃখের লেশমাত্র থাকবে না। এমন নির্মল শান্তি থাকবে, যাতে কোন প্রকার অশান্তির মলিনতা নেই। এত সুখসম্পদ থাকবে, যার কাল্পনিক বর্ণনা দিতেও মানুষের মন অক্ষম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য (জান্নাতে) এমন জিনিস প্রস্তুত রেখেছি, যা কোন চক্ষু দর্শন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং যার সম্পর্কে কোন মানুষের মনে ধারণাও জন্মেনি।' তোমরা চাইলে এ আয়াতটি পাঠ করতে পার---

{فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (١٧)

যার অর্থ, "কেউই জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের বিনিময় স্বরূপ নয়ন-প্রীতিকর কি পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে।" *(সাজদাহ ঃ ১৭ আয়াত, বুখারী-মুসলিম)*

পার্থিব জগতেই কত বিলাসপ্রিয় ধনকুবেররা বিলাসবহুল বাগান ও বাড়ি বানিয়ে বসবাস করে, কত রকম সুখ-সরঞ্জাম ও বিলাসসামগ্রী ব্যবহার ক'রে থাকে, কিন্তু সেসব কিছু জান্নাতের তুলনায় নেহাতই তুচ্ছ। যেহেতু জান্নাতের সুখ অনুপম, বেহেশ্‌তের শান্তি অতুল। যেহেতু "বেহেশ্‌তের একটি চাবুক পরিমাণ জায়গা পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সবকিছু অপেক্ষা উত্তম।" *(বুখারী ৩২৫০নং)*

"জান্নাতে ধনুক পরিমাণ স্থান (দুনিয়ার) যেসব বস্তুর উপর সূর্য উদিত কিম্বা অস্তমিত হচ্ছে, সেসব বস্তু চেয়েও উত্তম।" *(বুখারী-মুসলিম)*

জান্নাতের সে সুখ-সামগ্রী দেখে দুনিয়ার সবচেয়ে দুঃখী মানুষটিও সমস্ত দুঃখের কথা ভুলে যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন

জাহান্নামীদের মধ্য হতে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী ও বিলাসী ছিল। অতঃপর তাকে জাহান্নামে একবার (মাত্র) চুবানো হবে, তারপর তাকে বলা হবে, 'হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো ভাল জিনিস দেখেছ? তোমার নিকটে কি কখনো সুখ-সামগ্রী এসেছে?' সে বলবে, 'না। আল্লাহর কসম! হে প্রভু!' আর জান্নাতীদের মধ্য হতে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে দুনিয়ার সবচেয়ে দুঃখী ও অভাবী ছিল। তাকে জান্নাতে (মাত্র একবার) চুবানোর পর বলা হবে, 'হে আদম সন্তান! তুমি কি (দুনিয়াতে) কখনো কষ্ট দেখছ? তোমার উপরে কি কখনো বিপদ গেছে?' সে বলবে, 'না। আল্লাহর কসম! আমার উপর কোনদিন কষ্ট আসেনি এবং আমি কখনো কোন বিপদও দেখিনি।" *(মুসলিম)*

আর সে কারণেই বেহেশ্‌তে স্থান লাভ করা এমন সৌভাগ্যের ব্যাপার, যার পর কোন সৌভাগ্য নেই। মহান আল্লাহর ভাষায় সেটাই মহা সফলতা। তিনি বলেন,

{كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ} (١٨٥)

অর্থাৎ, জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর কিয়ামতের দিনই তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় প্রদান করা হবে। সুতরাং যাকে আগুন (দোযখ) থেকে দূরে রাখা হবে এবং (যে) বেহেশ্তে প্রবেশলাভ করবে, সেই হবে সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। *(আলে ইমরান ঃ ১৮৫)*

{وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}

অর্থাৎ, আল্লাহ বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদেরকে এমন উদ্যানসমূহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন, যেগুলোর নিম্নদেশে বইতে থাকবে নদীমালা, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আরও (প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন) চিরস্থায়ী উদ্যানসমূহে (জান্নাতে আদনে) পবিত্র বাসস্থানসমূহের। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় (নিয়ামত)। এটাই হচ্ছে মহা সফলতা। *(তাওবাহ ঃ ৭২)*

{وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (١٣) سورة النساء

অর্থাৎ, যে আল্লাহ ও রসূলের অনুগত হয়ে চলবে, আল্লাহ তাকে বেহেশ্তে স্থান দান করবেন; যার নীচে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল

থাকবে এবং এ মহা সাফল্য। *(নিসা ঃ ১৩)*

জান্নাত ও জাহান্নাম পূর্ব হতেই সৃষ্ট

আহলে সুন্নাহ অল-জামাআতের আক্বীদা এই যে, মহান সৃষ্টিকর্তা জান্নাত-জাহান্নাম আগেই সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার বাসিন্দা সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ, জান্নাত-জাহান্নাম বর্তমানে প্রস্তুত রয়েছে।

মহান আল্লাহ জান্নাত সম্বন্ধে বলেছেন,

{وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِـدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} (١٣٣) سورة آل عمران

অর্থাৎ, তোমরা প্রতিযোগিতা (ত্বরা) কর, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমা এবং বেহেশ্তের জন্য, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান, যা ধর্মভীরুদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। *(আলে ইমরান ঃ ১৩৩)*

{سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ}

অর্থাৎ, তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার মত, যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণে বিশ্বাসীদের জন্য। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। *(হাদীদ ঃ ২১)*

আর জাহান্নাম সম্বন্ধে বলেছেন,

{فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} (٢٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, যদি তোমরা (সূরা আনয়ন) না কর, এবং কখনই তা করতে পারবে না, তাহলে সেই আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, অবিশ্বাসীদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে। *(বাক্বারাহ ঃ ২৪)*

{وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} (١٣١) سورة آل عمران

অর্থাৎ, তোমরা সেই আগুনকে ভয় কর, যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। *(আলে ইমরান ঃ ১৩১)*

{إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (٢١) لِلطَّاغِينَ مَآبًا} (٢٢) سورة النبأ

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই জাহান্নাম ওঁৎ পেতে রয়েছে---সীমালংঘনকারীদের প্রত্যাবর্তনস্থল রূপে। *(নাবা' ঃ ২১-২২)*

মহানবী ﷺ মি'রাজের রাতে জান্নাত দর্শন করেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (١٣) عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (١٤) عِندَهَا جَنَّةُ الْمَـأْوَى (١٥) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (١٦) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَـى (١٧) لَقَـدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى} (١٨)

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল। সিদরাতুল মুনতাহার নিকট। যার নিকট অবস্থিত (জান্নাতুল মা'ওয়া) বাসোদ্যান। যখন (বদরী) বৃক্ষটিকে, যা আচ্ছাদিত করার ছিল তা আচ্ছাদিত করল, তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। নিঃসন্দেহে সে তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল। *(নাজ্‌ম ঃ ১৩- ১৮)*

বরং মহানবী ﷺ সে রাত্রে জান্নাতে প্রবেশ করেছেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ যখন মারা যায়, তখন সকাল-সন্ধ্যায় তার অবস্থানক্ষেত্র তাকে প্রদর্শন করা হয়। জান্নাতী হলে জান্নাতের এবং জাহান্নামী হলে জাহান্নামের। তাকে বলা হয়, 'এই হল তোমার থাকার জায়গা; যে পর্যন্ত না তোমাকে কিয়ামতে আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন।" *(বুখারী ১৩৭৯, মুসলিম ২৮৬৬নং)*

কবরের হিসাব ও প্রশ্ন সংক্রান্ত দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, '.....তখন আসমানের দিক হতে এক শব্দকারী শব্দ করেন, "আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তার জন্য বেহেশ্তের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে বেহেশ্তের একটি লেবাস পরিয়ে দাও। এ ছাড়া তার জন্য বেহেশ্তের দিকে একটি দরজা খুলে দাও!" তখন তার প্রতি বেহেশ্তের সুখ-শান্তি ও বেহেশ্তের খোশবু আসতে থাকে এবং তার জন্য তার কবর দৃষ্টিসীমা বরাবর প্রশস্ত ক'রে দেওয়া হয়। *(আহমাদ ৪/২৮৭-২৮৮, আবুদাউদ ৪৭৫৩নং)*

একদা সূর্যগ্রহণের নামায পড়তে পড়তে মহানবী ﷺ জান্নাত দর্শন ক'রে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং জাহান্নাম দর্শন ক'রে পিছু হটেছিলেন। *(মুসলিম ৯০১নং)*

তিনি বলেছেন, "আমি জান্নাতের দুয়ারে দাঁড়ালাম। অতঃপর দেখলাম, যারা জান্নাতে প্রবেশ করেছে, তাদের অধিকাংশ গরীব-মিসকীন মানুষ। আর ধনবানদেরকে (তখনও হিসাবের জন্য) আটকে রাখা হয়েছে। পক্ষান্তরে (অন্যান্য) জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ

দেওয়া হয়েছে। আর আমি জাহান্নামের দুয়ারে দাঁড়িয়ে দেখলাম যে, যারা তাতে প্রবেশ করেছে, তাদের বেশীরভাগই নারীর দল।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সাহাবীদের কোন কথা পৌঁছল। অতঃপর তিনি ভাষণ দিয়ে বললেন, “আমার নিকট জান্নাত ও জাহান্নাম পেশ করা হল। ফলে আমি আজকের মত ভাল ও মন্দ (একত্রে) কোন দিনই দেখিনি। যদি তোমরা তা জানতে, যা আমি জানি, তাহলে কম হাসতে আর বেশি কাঁদতে।” সুতরাং সাহাবীদের জন্য সেদিনকার মত কঠিনতম দিন আর ছিল না। তাঁরা তাঁদের মাথা আবৃত করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

তিনি বলেছেন, “মু’মিনদের রূহ জান্নাতের গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। পরিশেষে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দেহে ফিরিয়ে দেবেন।” *(মালেক, নাসাঈ, বাইহাক্বী, সিঃ সহীহাহ ৯৯৫নং)*

উক্ত হাদীস থেকে এ কথাও প্রমাণ হয় যে, কিয়ামত আসার পূর্বেও মু’মিনদের রূহ জান্নাতে অবস্থান করে।

মহানবী ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ যখন জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি করলেন, তখন জিব্রাঈলকে জান্নাতের দিকে পাঠিয়ে বললেন, ‘যাও, জান্নাত এবং তার অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রী দর্শন কর।’ সুতরাং তিনি গেলেন এবং দর্শন ক’রে ফিরে এসে বললেন, ‘আপনার সম্মানের কসম! যে কেউ এর কথা শুনবে, সে এতে প্রবেশ করতে চাইবে।’ অতঃপর আল্লাহ জান্নাতকে কষ্টসাধ্য কর্মসমূহ দিয়ে ঘিরে দিতে আদেশ করলেন। তারপর আবার তাঁকে বললেন, ‘যাও, জান্নাত এবং তার অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রী দর্শন কর।’ সুতরাং তিনি গেলেন এবং দর্শন ক’রে ফিরে এসে বললেন, ‘আপনার সম্মানের কসম! আমার আশঙ্কা হয় যে, কেউ তাতে প্রবেশ করতে পারবে না।’

অতঃপর আল্লাহ তাঁকে জাহান্নামের দিকে পাঠিয়ে বললেন, ‘যাও, জাহান্নাম এবং তার অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রী দর্শন কর।’ সুতরাং তিনি গেলেন এবং দেখলেন, তার আগুনের এক অংশ অপর অংশের উপর চেপে রয়েছে। অতঃপর তিনি ফিরে এসে বললেন, ‘আপনার সম্মানের কসম! যে কেউ এর কথা শুনবে, সে এতে প্রবেশ করতে চাইবে না।’ তারপর জাহান্নামকে মনোলোভা জিনিসসমূহ দিয়ে ঘিরে দিতে আদেশ করলেন এবং পুনরায় তাঁকে বললেন, ‘যাও, জাহান্নাম এবং তার অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রী দর্শন কর।’ সুতরাং তিনি গেলেন এবং দর্শন ক’রে ফিরে এসে বললেন, ‘আপনার সম্মানের কসম!

আমার আশঙ্কা হয় যে, কেউ পরিত্রাণ পাবে না, সবাই তাতে প্রবেশ করবে।’ *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সঃ তারগীব ৩৬৬৯নং)*

হাদীসগ্রন্থগুলিতে এই শ্রেণীর আরো হাদীস রয়েছে, যাতে প্রমাণ হয় যে, জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি ক’রে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

সূর ফুঁকার পরেও জান্নাত-জাহান্নাম অবশিষ্ট থাকবে, যেমন কিয়ামতে সূর্য থাকবে। অতএব এই সন্দেহে তা এখন সৃষ্ট নয় বলা যাবে না। বরং তা সৃষ্ট প্রস্তুত আছে। অবশ্য তার মধ্যে এমনও কিছু সাজ-সামগ্রী আছে, যা মহান আল্লাহ পরে সৃষ্টি করবেন।

জান্নাতে প্রবেশ-সুখ

বিচার দিনে মু’মিনরা মাত্র যোহর থেকে আসরের সময়কাল অবধি অপেক্ষা করবে। অতঃপর তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে। সে কি আনন্দের দিন! যেদিন ফিরিশ্তাগণ তাদেরকে সম্মানের সাথে চির সুখময় বেহেশ্তের দিকে দলে দলে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। কত কষ্ট ভোগা ও দেখার পর যখন জান্নাতের দরজায় পৌঁছবে, তখন ফিরিশ্তাগণ তাদেরকে সালাম ও স্বাগত জানাবেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ} (٧٣) سورة الزمر

অর্থাৎ, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হবে এবং জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হবে এবং তার রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, ‘তোমাদের প্রতি সালাম (শান্তি), তোমরা সুখী হও এবং স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর।’ *(যুমারঃ ৭৩)*

এই জান্নাত হল সেই মু’মিনদের পুরস্কার, যাদের বিশ্বাস, কথা ও কর্ম শুদ্ধ ছিল। যাদের অন্তর ছিল নির্মল, কথা ছিল উত্তম এবং কর্ম ছিল সৎ।

তবে বেহেশ্তে পৌঁছনোর আগে কিছু কষ্ট স্বীকার অবশ্যই করতে হবে। জান্নাতে যাওয়ার আগে জাহান্নামের ওপর স্থাপিত পুল আছে। সেই পুল পার হয়ে যেতে হবে জান্নাতে। পুল পার হওয়ার আগে মু’মিনদের আপোসের দেনা-পাওনার প্রতিশোধ দেওয়া-নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। জান্নাত প্রবেশের জন্য আমাদের শেষ নবী আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "বর্কতময় মহান আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) সকল মানুষকে একত্রিত করবেন। অতঃপর মু'মিনগণ উঠে দাঁড়াবে; এমনকি জান্নাতও তাদের নিকটবর্তী ক'রে দেওয়া হবে। (যার কারণে তাদের জান্নাত যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়ে যাবে)। সুতরাং তারা আদম (সালাওয়াতুল্লাহি আলাইহি)র নিকট আসবে। অতঃপর বলবে, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য (আল্লাহর কাছে) জান্নাত খুলে দেওয়ার আবেদন করুন।' তিনি বলবেন, '(তোমরা কি জান না যে,) একমাত্র তোমাদের পিতার ভুলই তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করেছে? সুতরাং আমি এর যোগ্য নই। তোমরা আমার ছেলে ইব্রাহীম খলীলুল্লাহর নিকট যাও।" নবী ﷺ বলেন, "অতঃপর তারা ইব্রাহীমের নিকট যাবে।" ইব্রাহীম বলবেন, 'আমি এর উপযুক্ত নই। আমি আল্লাহর খলীল (বন্ধু) ছিলাম বটে, কিন্তু আমি এত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী নই। (অতএব) তোমরা মূসার নিকট যাও, যার সঙ্গে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেছেন।' ফলে তারা মূসার নিকট যাবে। কিন্তু তিনি বলবেন, 'আমি এর যোগ্য নই। তোমরা আল্লাহর কালেমা ও তাঁর রূহ ঈসার নিকট যাও।' কিন্তু ঈসাও বলবেন, 'আমি এর উপযুক্ত নই।' অতঃপর তারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট আসবে। সুতরাং তিনি দাঁড়াবেন। অতঃপর তাঁকে (দরজা খোলার) অনুমতি দেওয়া হবে। আর আমানত ও আত্মীয়তার বন্ধনকে ছেড়ে দেওয়া হবে। সুতরাং উভয়ে পুল সিরাত্বের দু'দিকে ডানে ও বামে দাঁড়িয়ে যাবে। অতঃপর তোমাদের প্রথম দল বিদ্যুতের মত গতিতে (অতি দ্রুতবেগে) পুল পার হয়ে যাবে। আমি (আবূ হুরাইরা) বললাম, 'আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! বিদ্যুতের মত গতিতে পার হওয়ার অর্থ কি?' তিনি বললেন, "তুমি কি দেখনি যে, বিদ্যুত কিভাবে চোখের পলকে যায় ও আসে?" অতঃপর (দ্বিতীয় দল) বাতাসের মত গতিতে (পার হবে)। তারপর (পরবর্তী দল) পাখী উড়ার মত এবং মানুষের দৌড়ের মত গতিতে। তাদেরকে তাদের নিজ নিজ আমল (সিরাত্ব) পার করাবে। আর তোমাদের নবী পুল-সিরাতের উপর দাঁড়িয়ে থাকবেন। তিনি বলবেন, "হে প্রভু! বাঁচাও, বাঁচাও!" শেষ পর্যন্ত বান্দাদের আমলসমূহ অক্ষম হয়ে পড়বে। এমনকি কোন কোন ব্যক্তি পাছা ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে (পুল-সিরাত্ব) পার হবে। আর সিরাত্বের দুই পাশে আঁকড়া ঝুলে থাকবে। যাকে ধরার জন্য সে আদিষ্ট তাকে ধরে নেবে। অতঃপর (কিছু লোক) জখম হলেও বেঁচে যাবে। আর কিছু লোককে মুখ থুবড়ে জাহান্নামে ফেলা হবে। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আবূ হুরাইরার প্রাণ আছে! নিশ্চয়

জাহান্নামের গভীরতা সত্তর বছরের (দূরত্বের পথ)। *(মুসলিম ১৯৫নং)*

জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশকারী ব্যক্তি

জান্নাতে সর্বপ্রথম যিনি প্রবেশাধিকার লাভ করবেন, তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ। আর উম্মতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে তাঁরই উম্মত। এ হল মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ সম্মান।

মহানবী ﷺ বলেন, "আমি সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজায় করাঘাত করব। .....আমিই জান্নাতে প্রথম সুপারিশকারী হব।" *(মুসলিম ১৯৭নং)*

তিনি আরো বলেন, "আমি জান্নাতের নিকট এসে তার দরজা খুলতে বলব। দারোয়ান ফিরিশ্তা বলবেন, 'কে আপনি?' আমি বলব, 'মুহাম্মাদ।' দারোয়ান বলবেন, 'আমি আদিষ্ট হয়েছি, যেন আপনার পূর্বে অন্য কারো জন্য দরজা না খুলি।" *(ঐ)*

তিনি আরো বলেন, "আমরা (দুনিয়ায়) সর্বশেষে এসেছি, (আখেরাতে) সর্বপ্রথম কিয়ামতে উপস্থিত হব এবং আমরাই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করব।" *(বুখারী ২৩৮, মুসলিম ৮৫৫নং)*

এ উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে, তা হল মুহাজিরীনের। *(সিঃ সহীহাহ ৮৫৩নং)*

বিনা হিসাবে জান্নাত প্রবেশকারী দল

সর্বপ্রথম একটি দল জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল। যে দলের ঈমান হবে সর্বোচ্চ শিখরে, তাক্বওয়া ও পরহেযগারী হবে সবার শীর্ষে এবং আমল হবে সবচেয়ে উত্তম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জান্নাতের প্রথম প্রবেশকারী দলটির আকৃতি পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত হবে। অতঃপর তাদের পরবর্তী দলটি আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় জ্যোতির্ময় হবে। তারা (জান্নাতে) পেশাব করবে না, পায়খানা করবে না, থুথু ফেলবে না, নাক ঝাড়বে না। তাদের চিরুনী হবে স্বর্ণের। তাদের ঘাম হবে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধময়। তাদের ধুনুচিতে থাকবে সুগন্ধ কাঠ। তাদের স্ত্রী হবে আয়তলোচনা হুরগণ। তারা সকলেই একটি মানব কাঠামো, আদি পিতা আদমের আকৃতিতে হবে (যাদের উচ্চতা হবে) ষাট হাত পর্যন্ত।" *(বুখারী-মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, "(জান্নাতে) তাদের পাত্র হবে স্বর্ণের, তাদের গায়ের ঘাম হবে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধময়। তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন

দু’জন স্ত্রী থাকবে, যাদের সৌন্দর্যের দরুন মাংস ভেদ করে পায়ের নলার হাড়ের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকবে না। পারস্পরিক বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সকলের অন্তর একটি অন্তরের মত হবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠে রত থাকবে।” *(ঐ)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “আমার কাছে সকল উম্মত পেশ করা হল। আমি দেখলাম, কোন নবীর সাথে কতিপয় (৩ থেকে ৭ জন অনুসারী) লোক রয়েছে। কোন নবীর সাথে এক অথবা দুইজন লোক রয়েছে। কোন নবীকে দেখলাম তাঁর সাথে কেউ নেই। ইতিমধ্যে বিরাট একটি জামাআত আমার সামনে পেশ করা হল। আমি মনে করলাম, এটিই আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে বলা হল যে, এটি হল মূসা ও তাঁর উম্মতের জামাআত। কিন্তু আপনি অন্য দিগন্তে তাকান। অতঃপর তাকাতেই আরও একটি বিরাট জামাআত দেখতে পেলাম। আমাকে বলা হল যে, এটি হল আপনার উম্মত। আর তাদের সঙ্গে রয়েছে এমন ৭০ হাজার লোক, যারা বিনা হিসাব ও আযাবে বেহেশ্ত প্রবেশ করবে।”

এ কথা বলে তিনি উঠে নিজ বাসায় প্রবেশ করলেন। এদিকে লোকেরা ঐ বেহেশ্তী লোকদের ব্যাপারে বিভিন্ন আলোচনা শুরু করে দিল, যারা বিনা হিসাব ও আযাবে বেহেশ্ত প্রবেশ করবে। কেউ কেউ বলল, ‘সম্ভবতঃ ঐ লোকেরা হল তারা, যারা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাহাবা।’ কিছু লোক বলল, ‘বরং সম্ভবতঃ ওরা হল তারা, যারা ইসলামে জন্মগ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি।’ আরো অনেকে অনেক কিছু বলল। কিছু পরে আল্লাহর রসূল ﷺ তাদের নিকট বের হয়ে এসে বললেন, “তোমরা কি ব্যাপারে আলোচনা করছ?” তারা ব্যাপার খুলে বললে তিনি বললেন, “ওরা হল তারা, যারা ঝাড়ফুঁক করে না, ঝাড়ফুঁক করায় না এবং কোন জিনিসকে অশুভ লক্ষণ মনে করে না, বরং তারা কেবল আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখে।”

এ কথা শুনে উক্কাশাহ ইবনে মিহসান উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন যে, ‘(হে আল্লাহর রসূল!) আপনি আমার জন্য দুআ করুন, যেন আল্লাহ আমাকে তাদের দলভুক্ত ক’রে দেন!’ তিনি বললেন, “তুমি তাদের মধ্যে একজন।” অতঃপর আর এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘আপনি আমার জন্যও দুআ করুন, যেন আল্লাহ আমাকেও তাদের দলভুক্ত ক’রে দেন।’ তিনি বললেন, “উক্কাশাহ (এ ব্যাপারে) তোমার অগ্রগমন করেছে।” *(বুখারী-মুসলিম)*

শুধু সত্তর হাজারই নয়, বরং ঐ সত্তর হাজারের প্রত্যেক হাজারের সাথে

আরো সত্তর হাজার ক’রে (অর্থাৎ, ৪৯ লক্ষ) মুসলিম জান্নাত প্রবেশের সুযোগ লাভ করবে। *(সঃ জামে’ ৬৯৮৮নং)*

অন্য এক বর্ণনা মতে ঐ সত্তর হাজারের প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে আরো সত্তর হাজার ক’রে মুসলিম জান্নাতে প্রবেশ করবে। *(আহমাদ, সিঃ সহীহাহ ১৪৮৪নং)* অর্থাৎ, উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার ৪৯০ কোটি মানুষ বিনা হিসাব ও আযাবে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে।

বরং প্রথমোক্ত বর্ণনা অনুসারে মহান আল্লাহর তিন অঞ্জলি অতিরিক্ত মুসলিমকে বিনা হিসাব ও আযাবে জান্নাত প্রবেশের অধিকার দেওয়া হবে। আর তার সংখ্যা কেবল তিনিই জানেন।

সম্ভবতঃ এই অগ্রগামীদের কথাই মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেছেন,

{وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (١٠) أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (١١) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (١٢) ثُلَّةٌ مِنْ الأَوَّلِينَ (١٣) وَقَلِيلٌ مِنْ الآخرِينَ} (١٤)

অর্থাৎ, আর অগ্রবর্তিগণ তো অগ্রবর্তী। তারাই হবে নৈকট্যপ্রাপ্ত। তারা থাকবে সুখময় জান্নাতসমূহে। বহুসংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে। *(ওয়াক্বিআহ ঃ ১০-১৪)*

ধনীদের তুলনায় গরীবরা আগে জান্নাতে যাবে

যেহেতু গরীবদের হিসাব কম; তাদের যাকাত নেই, হজ্জ নেই, মালের কোন হিসাব-নিকাশ নেই, তাই তারা নির্ঝঞ্ঝটে ধনীদের আগে আগেই জান্নাতে চলে যাবে। কিন্তু কতদিন আগে?

এক বর্ণনানুসারে ৪০ বছর আগে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “মুহাজিরদের দরিদ্রশ্রেণীর লোকেরা ধনশালীদের চেয়ে চল্লিশ বছর পূর্বে কিয়ামতের দিন জান্নাতে প্রবেশ করবে।” *(মুসলিম ২৯৭৯ নং)*

অন্য এক বর্ণনা মতে ৫০০ বছর আগে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, গরীব মু’মিনরা ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। *(তিরমিযী ২৩৫১নং)*

আসলে ধনী ও গরীবদের অবস্থা ভেদে সময়ের এই পার্থক্য হবে। সুতরাং যে গরীব সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যে ধনী সবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের উভয়ের সময়ের ব্যবধান হবে ৫০০ বছর। আর যে গরীব

সবশেষে জান্নাত প্রবেশ করবে এবং যে ধনী সর্বপ্রথম জান্নাত প্রবেশ করবে, তাদের উভয়ের সময়ের ব্যবধান হবে ৪০ বছর। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

গোনাহগার মু'মিনদের জান্নাত-প্রবেশ

যে গোনাহগার মু'মিনরা তওবা না ক'রেই মারা যাবে এবং আল্লাহর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হবে, আল্লাহর ইচ্ছায় তারা জাহান্নামে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত নির্দিষ্ট শাস্তি ভোগ করবে। তাদেরকে সরাসরি জাহান্নামে দেওয়া হবে অথবা পুলসিরাত পার হওয়ার সময় পুল থেকে পিছল কেটে জাহান্নামে পতিত হবে। কেউ সুপারিশের ফলে, কেউ মহান আল্লাহর দয়ায়, আবার কেউ শাস্তির মেয়াদ শেষ হলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে তওহীদের ফযীলতে জান্নাতে স্থান লাভ করবে। কিন্তু তাদের মধ্যে জাহান্নামের ছাপ থেকে যাবে এবং জান্নাতে তারা 'জাহান্নামী' বলে পরিচিত থাকবে। *(বুখারী)*

জান্নাতে প্রবেশকারী সর্বশেষ ব্যক্তি

জান্নাতে প্রবেশকারী সর্বশেষ ব্যক্তি অথবা সর্বনিম্ন মানের জান্নাতীও কিন্তু ছোট জান্নাতের বা কম সুখের অধিকারী হবে না। এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেছেন, "সর্বশেষে যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তার সম্পর্কে অবশ্যই আমার জানা আছে। এক ব্যক্তি হামাগুড়ি দিয়ে (বা বুকে ভর দিয়ে) চলে জাহান্নাম থেকে বের হবে। তখন আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ বলবেন, 'যাও জান্নাতে প্রবেশ কর।' সুতরাং সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ফলে সে ফিরে এসে বলবে, 'হে প্রভু! জান্নাত তো পরিপূর্ণ দেখলাম।' আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ বলবেন, 'যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর।' তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত তো ভরে গেছে। তাই সে আবার ফিরে এসে বলবে, 'হে প্রভু! জান্নাত তো ভরতি দেখলাম।' তখন আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ বলবেন, 'যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমার জন্য থাকল পৃথিবীর সমতুল্য এবং তার দশগুণ (পরিমাণ বিশাল জান্নাত)! অথবা তোমার জন্য পৃথিবীর দশগুণ (পরিমাণ বিশাল জান্নাত রইল)!' তখন সে বলবে, 'হে প্রভু! তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছ? অথবা আমার সাথে হাসি-মজাক করছ অথচ তুমি বাদশাহ (হাসি-ঠাট্টা তোমাকে শোভা দেয় না)।" বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমনভাবে হাসতে দেখলাম যে, তাঁর চোয়ালের দাঁতগুলি প্রকাশিত হয়ে গেল। তিনি বললেন, "এ হল সর্বনিম্ন মানের জান্নাতী।" *(বুখারী-মুসলিম)*

এ জান্নাতী যখন জান্নাতের বাসস্থানে প্রবেশ করবে, তখন তার দু'টি হূরী স্ত্রী তার নিকট এসে বলবে, 'সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি তোমাকে আমাদের জন্য এবং আমাদেরকে তোমার জন্য বাঁচিয়ে রেখেছেন।' তখন সে বলবে, 'আমাকে যা দেওয়া হয়েছে, তা অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি।' *(মুসলিম)*

কিয়ামতের পূর্বে যাঁরা জান্নাতে প্রবেশ করেছেন

মানুষের ইতিহাসের প্রথম পর্যায়ে আদি পিতা আদম عليه السلام ও মাতা হাওয়াকে জান্নাতেই রাখা হয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ} (٣٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, আমি বললাম, 'হে আদম তুমি তোমার স্ত্রীসহ বেহেশ্তে বসবাস কর এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না; হলে তোমরা অনাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' *(বাক্বারাহঃ ৩৫)*

{وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ} (١٩) سورة الأعراف

অর্থাৎ, আর বললাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস কর এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর। কিন্তু এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না, হলে তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' *(আ'রাফঃ ১৯)*

কিন্তু শয়তানের প্রলোভন ও চক্রান্তে পড়ে আদম ও হাওয়া আল্লাহর অবাধ্য হয়ে গেলেন। ফলে তার শাস্তি স্বরূপ উভয়কে সেই সুখময় জান্নাত থেকে দুঃখময় এই মাটির ধরাধামে নামিয়ে দেওয়া হল।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (١١٥) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى (١١٦) فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (١١٧) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (١١٨) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى (١١٩) فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى (١٢٠) فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ

رَبَّهُ فَغَوَى (١٢١) ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (١٢٢) قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى } (١٢٣) سورة طه

অর্থাৎ, আমি তো ইতিপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম। কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল; আমি তাকে দৃঢ়সংকল্প পাইনি। (স্মরণ কর,) যখন আমি ফিরিশ্তাগণকে বললাম, 'তোমরা আদমকে সিজদাহ কর', তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদাহ করল; সে অমান্য করল। অতঃপর আমি বললাম, 'হে আদম! এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত হতে বের করে না দেয়, দিলে তোমরা কষ্ট পাবে। তোমার জন্য এটাই থাকল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হবে না এবং নগ্নও হবে না। সেখানে পিপাসার্ত হবে না এবং রৌদ্র-ক্লিষ্টও হবে না।' অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল। সে বলল, 'হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষ ও অক্ষয় রাজ্যের কথা?' অতঃপর তারা তা হতে ভক্ষণ করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা উদ্যানের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল। আদম তার প্রতিপালকের অবাধ্য হল; ফলে সে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল। এরপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন। সুতরাং তিনি তার তওবা কবুল করলেন ও তাকে পথ নির্দেশ করলেন। তিনি বললেন, 'তোমরা একে অপরের শত্রুরূপে একই সঙ্গে জান্নাত হতে নেমে যাও। পরে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ এলে, যে আমার পথনির্দেশ অনুসরণ করবে, সে বিপথগামী হবে না এবং দুঃখ-কষ্টও পাবে না। *(ত্বাহাঃ ১১৫-১২৩)*

আমাদের নবী ﷺ মি'রাজের রাত্রে জান্নাত দর্শন করেছেন। এ ছাড়া শহীদগণ কিয়ামত হওয়ার পূর্বেই জান্নাতে বসবাস করেন।

মাসরূক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ (বিন মাসঊদ ﷺ)কে

{وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ }

(অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনই মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।) *(আলে ইমরান ঃ ১৬৯)* এই আয়াত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, 'শোন! আমরাও এ বিষয়ে (নবী ﷺ-কে) জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "তাদের (শহীদদের) আত্মাসমূহ সবুজ পক্ষীকুলের

দেহ মধ্যে অবস্থান করবে। ঐ পক্ষীকুলের অবস্থানক্ষেত্র হল (আল্লাহর) আরশে ঝুলন্ত দীপাবলী। তারা বেহেশ্তে যেখানে ইচ্ছা বিচরণ ক'রে বেড়াবে। অতঃপর পুনরায় ঐ দীপাবলীতে ফিরে এসে আশ্রয় নেবে। একদা তাদের প্রতিপালক তাদের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, 'তোমরা কি (আরো) কিছু কামনা কর?' তারা বলল, 'আমরা আর কী কামনা করব? আমরা তো বেহেশ্তে যেখানে খুশী সেখানে বিচরণ করে বেড়াচ্ছি!' (আল্লাহ) অনুরূপভাবে তাদেরকে তিনবার প্রশ্ন করলেন। অতঃপর যখন তারা দেখল যে, কিছু না চাইলে তাদেরকে ছাড়াই হবে না, তখন তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা কামনা এই করি যে, আপনি আমাদের আত্মাসমূহকে আমাদের নিজ নিজ দেহে ফিরিয়ে দিন, যাতে আমরা আপনার রাহে দ্বিতীয়বার নিহত হয়ে আসতে পারি।'

অতঃপর আল্লাহ যখন দেখবেন যে, তাদের আর কোন প্রয়োজন (কামনা বা সাধ) নেই, তখন তাদেরকে স্ব-অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হবে।" *(মুসলিম ১৮৮৭)*

জান্নাত চিরস্থায়ী জান্নাতীরাও চিরঞ্জীব

দুনিয়া ধ্বংস হয়ে পরকালের জীবন শুরু হলে, সে জীবন হবে অনন্ত কালের। অন্তহীন হবে জান্নাত, অন্তহীন হবে জান্নাতীরা। না জান্নাত ধ্বংস হবে, আর না জান্নাতীরা বৃদ্ধ ও মরণাপন্ন হবে। বরং তারা চিরতরের জন্য ইচ্ছাসুখে সেখানে বসবাস করবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ }

অর্থাৎ, (ইহকালে) প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। আর তিনি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। *(দুখান ঃ ৫৬)*

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (١٠٧) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا } (١٠٨) سورة الكهف

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্য আছে ফিরদাউসের উদ্যান। সেথায় তারা স্থায়ী হবে; এর পরিবর্তে তারা অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হওয়া কামনা করবে না। *(কাহফ ঃ ১০৭-১০৮)*

{إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ } (٥٤) سورة ص

অর্থাৎ, নিশ্চয় এটি আমার (দেওয়া) রুযী; যার কোন শেষ নেই। *(স্বাদ ঃ ৫৪)*

{مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وِظِلُّهَـــا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ } (٣٥) سورة الرعد

অর্থাৎ, সাবধানীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার বিবরণ এইরূপ ঃ ওর পাদদেশে নদী প্রবাহিত, ওর ফলমূলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ী; যারা সাবধানী এটা তাদের পরিণাম। আর অবিশ্বাসীদের পরিণাম হল জাহান্নাম। *(রা'দঃ ৩৫)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে চিরসুখে থাকবে, সে কোন কষ্ট পাবে না, তার পরিচ্ছদ পুরাতন হবে না এবং তার যৌবনও শেষ হবে না।" *(মুসলিম ২৮৩৬নং)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে যে, তোমাদের জন্য এখন অনন্ত জীবন; তোমরা আর কখনো মরবে না। তোমাদের জন্য এখন চির সুস্বাস্থ্য; তোমরা আর কখনো অসুস্থ হবে না। তোমাদের জন্য এখন চির যৌবন; তোমরা আর কখনো বৃদ্ধ হবে না। তোমাদের জন্য এখন চির সুখ ও পরমানন্দ; তোমরা আর কখনো দুঃখ-কষ্ট পাবে না। *(মুসলিম)*

এ ছাড়া হাদীসে এসেছে যে, মৃত্যুকে দুম্বার আকারে নিয়ে এসে যবেহ করা হবে এবং বলা হবে, 'হে জান্নাতীগণ! তোমরা চিরকাল বাস কর, আর কোন মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামীগণ! তোমরা চিরকাল বাস কর, আর কোন মৃত্যু নেই।' *(বুখারী-মুসলিম)*

প্রকাশ থাকে যে,

{فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (١٠٦) خَالِدِينَ فِيهَا مَـــا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيـــدُ (١٠٧) وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ عَطَاء غَيْرَ مَجْذُوذٍ } (١٠٨) سورة هود

অর্থাৎ, অতএব যারা দুর্ভাগ্যবান, তারা তো হবে দোযখে; তাতে তাদের চীৎকারও আর্তনাদ হতে থাকবে। তারা অনন্তকাল সেখানে থাকবে, যতকাল আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে; যদি না তোমার প্রতিপালকের অন্য ইচ্ছা হয়। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন, তা সম্পাদনে সুনিপুণ। পক্ষান্তরে যারা সৌভাগ্যবান, তারা থাকবে বেহেশ্তে। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে, যতকাল আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে; যদি না তোমার প্রতিপালকের অন্য ইচ্ছা হয়। এ হবে

অফুরন্ত অনুদান। *(হূদঃ ১০৬-১০৮)*

এই আয়াতসমূহ দ্বারা কিছু মানুষ এই বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে যে, জাহান্নামের আযাব কাফেরদের জন্যও চিরস্থায়ী নয়; বরং সাময়িক। অর্থাৎ, ততদিন থাকবে, যতদিন আকাশ ও পৃথিবী থাকবে। (তারপর শেষ হয়ে যাবে।) কিন্তু এই কথা ঠিক নয়। কারণ এখানে ﴿مَـــا دَامَـــتِ الــسَّمَوَاتُ وَالأرضُ﴾ কথাটি আরববাসীদের দৈনন্দিন কথাবার্তা ও পরিভাষা অনুযায়ী অবতীর্ণ হয়েছে। আরববাসীদের অভ্যাস ছিল যে, যখন তারা কোন বস্তুর চিরস্থায়িত্ব প্রমাণ করার উদ্দেশ্য হত, তখন তারা বলত, (هـــذا دائـــمٌ دوام الـــسموات والأرض) "এই বস্তু আকাশ ও পৃথিবীর মত চিরস্থায়ী।" সেই পরিভাষাকে ক্বুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ কাফের ও মুশরিকরা চিরকালব্যাপী জাহান্নামে থাকবে, যা ক্বুরআন বিভিন্ন স্থানে, ﴿خَالِدِينَ فِيهَـــا أَبَـــداً﴾ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছে। তার দ্বিতীয় এক অর্থ এও করা হয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবী থেকে উদ্দেশ্য হল 'জিন্‌স' (শ্রেণী)। অর্থাৎ, ইহলৌকিক আকাশ ও পৃথিবী; যা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু এ ছাড়া পারলৌকিক আকাশ ও পৃথিবী পৃথক হবে। যেমন ক্বুরআনে তার পরিষ্কার বর্ণনা এসেছে। ﴿يَـــومَ تُبَدَّلُ الأرضُ غَيرَ الأرضِ وَالسَّمَوات﴾ অর্থাৎ, যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমন্ডলীও।" *(ইব্রাহীম ৪৮)* আর পারলৌকিক উক্ত আকাশ ও পৃথিবী, জান্নাত ও জাহান্নামের মত চিরস্থায়ী হবে। এই আয়াতে সেই পারলৌকিক আকাশ-পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে, ইহলৌকিক আকাশ-পৃথিবীর কথা নয়, যা ধ্বংস হয়ে যাবে। (ইবনে কাসীর) এই উভয় অর্থের যে কোন অর্থ নেওয়া হলে আয়াতের উদ্দেশ্য পরিষ্ফুটিত হয়ে যাবে এবং উপস্থাপিত সমস্যা দূর হয়ে যাবে। ইমাম শওকানী (রঃ) এর আরো কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন, যা জ্ঞানীরা দেখতে পারেন। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

আয়াতে উল্লিখিত ব্যতিক্রমের কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। তার মধ্যে সব থেকে সঠিক অর্থ এই যে উক্ত ব্যতিক্রম তওহীদবাদী মু'মিন পাপীদের জন্য। এই অর্থ অনুযায়ী এর পূর্ব আয়াতে شـــقي (দুর্ভাগ্যবান) শব্দটি ব্যাপক ধরতে হবে। অর্থাৎ কাফের ও পাপী মু'মিন উভয়কে বুঝাবে। আর ﴿إلا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ দ্বারা পাপী মু'মিনরা ব্যতিক্রম হয়ে যাবে। আর ما شاء তে مَا হরফটি مَن এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

দ্বিতীয় ব্যতিক্রমটিও পাপী মু'মিনদের জন্য। অর্থাৎ, অন্য মু'মিনদের মত

এই গোনাহগার মু'মিনরা প্রথম থেকে শেষ অবধি জান্নাতে থাকবে না। বরং শুরুতে কিছু দিন তাদেরকে জাহান্নামে থাকতে হবে, পরে আল্লাহর ইচ্ছায় আম্বিয়া ও মু'মিনদের সুপারিশে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের ক'রে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, যেমন সহীহ হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত।

غير مجذوذ এর অর্থ হল غير مقطــوع অর্থাৎ, এমন অফুরন্ত অনুদান যা শেষ হওয়ার নয়। এই বাক্য দ্বারা এই কথা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, যে সকল পাপী মু'মিনদেরকে জাহান্নাম থেকে বে'র করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তারা ক্ষণস্থায়ী নয়, বরং চিরস্থায়ী হবে এবং সকল জান্নাতীগণ আল্লাহ প্রদত্ত অনুদান ও তাঁর নিয়ামত দ্বারা উপকৃত হতে থাকবে, তা কোন কালে কখনও শেষ হবে না। *(তফসীর আহসানুল বায়ান)*

জান্নাতের বিবরণ

জান্নাত এক অতুলনীয় শান্তিনিকেতন। জান্নাত মু'মিনদের সুখের বাসা। ইচ্ছাসুখের নীড়। চক্ষুশীতলকারী আনন্দালয়। চির স্বাচ্ছন্দ্যের প্রমোদোদ্যান। নয়ন-জুড়ানো তার মাটি। মন মাতানো তার সৌরভ। হৃদয়-ভলানো তার সৌন্দর্য।

জান্নাতের বিলাস-সামগ্রী বর্ণনাতীত, কল্পনাতীত। দুনিয়ার কোন সামগ্রী তার উদাহরণ ও উপমা হতে পারে না। মানুষ যত উচ্চ মানেরই সুখ-সামগ্রী আবিষ্কার করুক না কেন, জান্নাতের সুখ-সামগ্রীর সাথে কোন তুলনাই হবে না। জান্নাতের আলো, সুগন্ধি, অট্টালিকা, নদী-নহর, বৃক্ষ-ফল, খাদ্য-পানীয়, সুন্দরী স্ত্রী, লেবাস-পোশাক ইত্যাদি সবকিছুই নজীর-বিহীন।

জান্নাতের বিবরণ দিতে গিয়ে মহানবী ﷺ বলেছেন, "(তার অট্টালিকার) একটি ইট সোনার, একটি ইট চাঁদির, তার মাঝে সংযোজক হল তীব্র সুগন্ধময় কস্তুরী। তার পাথর-কাঁকর হল মণি-মুক্তা। তার মাটি হল জাফরান। যে তাতে প্রবেশ করবে, সে সুখী হবে এবং কোন কষ্ট পাবে না। চিরস্থায়ী হবে, মৃত্যুবরণ করবে না। তার লেবাস-পোশাক পুরাতন হবে না। তার যৌবন নষ্ট হবে না।" *(আহমাদ, তিরমিযী, দারেমী)*

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا } (٢٠) سورة الإنسان

অর্থাৎ, তুমি দেখলে সেখানে দেখতে পাবে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য। *(দাহর ঃ ২০)*

এ ছাড়া মহান আল্লাহ যা গুপ্ত রেখেছেন, তা মানুষের কল্পনার বাইরে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন জিনিস প্রস্তুত রেখেছি, যা কোন চক্ষু দর্শন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং যার সম্পর্কে কোন মানুষের মনে ধারণাও জন্মেনি।' তোমরা চাইলে এ আয়াতটি পাঠ করতে পার; যার অর্থ, "কেউই জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের বিনিময় স্বরূপ নয়ন-প্রীতিকর কি পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে।" *(সাজদাহ ঃ ১৭, বুখারী-মুসলিম)*

জান্নাতের দরজাসমূহ

জান্নাতে বিভিন্ন দরজা আছে। যে দরজা দিয়ে মু'মিনগণ প্রবেশ করবে এবং প্রবেশ করবে ফিরিশ্তাগণও। মহান আল্লাহ বলেন,

{جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ } (٥٠) سورة ص

অর্থাৎ, চিরস্থায়ী জান্নাত, যার দ্বার উন্মুক্ত থাকবে তাদের জন্য। *(স্বাদ ঃ ৫০)*

{جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ (٢٣) سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ }

অর্থাৎ, চিরস্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতিপত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও। আর ফিরিশ্তাগণ তাদের কাছে প্রবেশ করবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। (তারা বলবে,) 'তোমরা ধৈর্যধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি! কতই না ভাল এই পরিণাম।' *(রা'দ ঃ ২৩-২৪)*

মু'মিনগণ যখন জান্নাতের কাছে পৌঁছবে, তখন সেই দরজাসমূহ খোলা হবে। ফিরিশ্তাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ } (٧٣) سورة الزمر

অর্থাৎ, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হবে এবং জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হবে এবং তার রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের প্রতি সালাম (শান্তি), তোমরা সুখী হও এবং স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর।' *(যুমার ঃ ৭৩)*

মহানবী ﷺ জানিয়েছেন যে, জান্নাতের দরজাসমূহ প্রত্যেক বছর রমযান মাসে খুলে দেওয়া হয়।

নবী ﷺ বলেছেন, মাহে রমযানের আগমন ঘটলে জান্নাতের দরজাসমূহ

খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদেরকে শৃঙ্খলিত করা হয়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

জান্নাতের দরজা আটটি

মহানবী ﷺ বলেছেন, পরিপূর্ণরূপে ওযূ করে যে ব্যক্তি এই দুআ বলবে, 'আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ।' তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা তাতে প্রবেশ করবে। *(মুসলিম)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জান্নাতের (আটটি দরজার) মধ্যে এমন একটি দরজা আছে, যার নাম হল 'রাইয়ান'; সেখান দিয়ে কেবল রোযাদারগণই কিয়ামতের দিনে প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া আর কেউ সেদিক দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা করা হবে রোযাদাররা কোথায়? তখন তারা দন্ডায়মান হবে। (ঐ দরজা দিয়ে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে) তারপর যখন তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি প্রবেশ করবে, তখন দরজাটি বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে। আর সেখান দিয়ে অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জোড়া বস্তু ব্যয় করে, তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে, 'হে আল্লাহর বান্দা! এ দরজাটি উত্তম (এদিকে এস)।' সুতরাং যে নামাযীদের দলভুক্ত হবে, তাকে নামাযের দরজা থেকে ডাক দেওয়া হবে। আর যে মুজাহিদদের দলভুক্ত হবে। তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে রোযাদারদের দলভুক্ত হবে, তাকে 'রাইয়ান' নামক দরজা থেকে আহবান করা হবে। আর দাতাকে দানের দরজা থেকে ডাকা হবে।" এ সব শুনে আবূ বাকর ؓ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক, যাকে ডাকা হবে তার ঐ সকল দরজার তো কোন প্রয়োজন নেই। (কেননা মুখ্য উদ্দেশ্য হল, কোনভাবে জান্নাতে প্রবেশ করা।) কিন্তু এমন কেউ হবে কি, যাকে উক্ত সকল দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ। আর আশা করি, তুমি তাদের দলভুক্ত হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

বিনা হিসাবের খাস লোকেরা জান্নাতের ডান দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। জান্নাতের দরজার প্রস্থও অনেক। হাদীসে এসেছে, কিয়ামতে সুপারিশের সময় মহান আল্লাহ বলবেন, "হে মুহাম্মাদ! তোমার উম্মতের মধ্যে

যাদের কোন হিসাব-নিকাশ হবে না, তাদেরকে ডান দিকের দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাও। এই দরজা ছাড়া তারা অন্য সব দরজাতেও সকল মানুষের শরীক।"

অতঃপর নবী ﷺ বলেন, "যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, তাঁর কসম! জান্নাতের একটি দরজার প্রশস্ততা হচ্ছে মক্কা ও (বাহরাইনের) হাজারের মধ্যবর্তী দূরত্ব অথবা মক্কা ও (সিরিয়ার) বুসরার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। *(বুখারী-মুসলিম)*

এক বর্ণনায় দরজার দুই বাজুর মধ্যে ব্যবধানের দূরত্ব বলা হয়েছে চল্লিশ বছরের পথ। জান্নাত প্রবেশকালে তা ভিড়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। (মুসলিম, আহমাদ) আর আল্লাহই ভাল জানেন।

আটটি জান্নাতের নাম

কেউ কেউ আটটি জান্নাতের নাম উল্লেখ করলেও আসলে সে নামগুলি সকল জান্নাতেরই গুণবাচক নাম। অবশ্য কোন কোন জান্নাতের নাম স্পষ্টতঃ উল্লেখ হয়েছে। যার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ-

ফিরদাউস ঃ

এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (١٠٧)
خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا} (١٠٨) سورة الكهف

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্য আছে ফিরদাউসের উদ্যান। সেথায় তারা স্থায়ী হবে; এর পরিবর্তে তারা অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হওয়া কামনা করবে না। *(কাহফ ঃ ১০৭-১০৮)*

{الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (١١) سورة المؤمنون

অর্থাৎ, অবশ্যই বিশ্বাসিগণ সফলকাম হয়েছে। যারা...... তারাই হবে উত্তরাধিকারী। উত্তরাধিকারী হবে ফিরদাউসের; যাতে তারা চিরস্থায়ী হবে। *(মু'মিনূন ঃ ১-১১)*

আনাস ؓ বলেন, উম্মে রুবাইয়ে' বিন্তে বারা' যিনি হারেষাহ ইবনে সুরাকাহর মা, তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে হারেষাহ সম্পর্কে কিছু বলবেন না? সে বদরের দিনে খুন হয়েছিল। যদি সে জান্নাতী হয়, তাহলে ধৈর্য ধারণ করব, অন্যথা তার জন্য মন ভরে অত্যাধিক কান্না করব।' তিনি বললেন, "হে হারেষার মা! জান্নাতের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের জান্নাত আছে। আর তোমার ছেলে সর্বোচ্চ

ফিরদাউস (জান্নাতে) পৌঁছে গেছে।” *(বুখারী)*

মহানবী ﷺ বলেন, “অবশ্যই জান্নাতে একশ’টি দর্জা (মর্যাদা) রয়েছে, যা আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন; দুটি দর্জার মধ্যবর্তী ব্যবধান আসমান ও জমিনের মত। সুতরাং তোমরা (জান্নাত) চাইলে ‘ফিরদাউস’ চেয়ো। কারণ তা হল জান্নাতের মধ্যভাগ ও জান্নাতের উপরিভাগ, আর তার উপরে রয়েছে রহমানের আরশ।” *(বুখারী ২৭৯০ নং)*

আদ্‌ন ঃ

‘আদ্‌ন’ মানে চিরস্থায়ী। এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

{جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآؤُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللّهُ الْمُتَّقِينَ} (٣١) سورة النحل

অর্থাৎ, ওটা স্থায়ী জান্নাত যাতে তারা প্রবেশ করবে; ওর নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত; তারা যা কিছু কামনা করবে তাতে তাদের জন্য তাই থাকবে; এভাবেই আল্লাহ সাবধানীদেরকে পুরস্কৃত করেন। *(নাহল ঃ ৩১)*

{أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا} (٣١) سورة الكهف

অর্থাৎ, তাদেরই জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত; যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেথায় তাদেরকে স্বর্ণ-কঙ্কণে অলঙ্কৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও স্থূল রেশমের সবুজ বস্ত্র ও সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে; কত সুন্দর সে পুরস্কার ও কত উত্তম সে আশ্রয়স্থল। *(কাহফ ঃ ৩১)*

{جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} (٣٣) سورة فاطر

অর্থাৎ, তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জান্নাতে, যেখানে তাদের স্বর্ণ-নির্মিত কঙ্কণ ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং যেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের। *(ফাত্বির ঃ ৩৩)*

{جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا}

অর্থাৎ, সেই স্থায়ী জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি পরম দয়াময় নিজ দাসদেরকে অদৃশ্যভাবে দিয়েছেন; নিশ্চয় তাঁর প্রতিশ্রুত বিষয় অবশ্যম্ভাবী। *(মারয়্যাম ঃ ৬১)*

এ ছাড়া আরো বহু আয়াতে এ জান্নাতের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

মহানবী ﷺ স্বপ্নে আদ্‌ন জান্নাত দর্শন করেছেন। *(বুখারী)*

তিনি বলেছেন, “দু’টি জান্নাত চাঁদির, তার পাত্র ও সবকিছু চাঁদির। দু’টি জান্নাত সোনার, তার পাত্র ও সবকিছু সোনার। আদ্‌ন জান্নাতে (জান্নাতী) লোকেদের দীদার ও তাদের প্রতিপালকের মাঝে কেবল তাঁর চেহারার উপর গৌরবের চাদর থাকবে।” *(বুখারী-মুসলিম)*

খুল্‌দ ঃ

‘খুল্‌দ’ মানেও চিরস্থায়ী। এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

{قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاء وَمَصِيرًا}

অর্থাৎ, ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, ‘এটিই শ্রেয়, না স্থায়ী বেহেশ্ত; যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সাবধানীদেরকে?’ এটিই তো তাদের প্রতিদান ও প্রত্যাবর্তনস্থল। *(ফুরক্বান ঃ ১৫)*

সাহাবী ইবনে মাসউদ দুআয় বলেছিলেন,

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَاناً لاَّ يَرْتَدُّ وَنَعِيْماً لاَّ يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অটল ঈমান চাই, অফুরন্ত নেয়ামত চাই এবং আদ্‌ন জান্নাতের সবার উপরে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সঙ্গ চাই। *(সিঃ সহীহাহ ২৩০১নং)*

নাঈম ঃ

‘নাঈম’ মানে সম্পদশালী, সুখময়। এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ} (٩) سورة يونس

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করেছে এবং ভাল কাজ করেছে তাদের প্রতিপালক তাদের বিশ্বাসের কারণে তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন, শান্তির উদ্যানসমূহে তাদের (বাসস্থানের) তলদেশ দিয়ে নদীমালা প্রবাহিত থাকবে। *(ইউনুস ঃ ৯)*

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ} (٨) سورة لقمان

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য আছে সুখের উদ্যানরাজি। *(লুক্বমান ঃ ৮)*

{إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ} (٣٤) سورة القلم

অর্থাৎ, আল্লাহভীরুদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই

ভোগ-বিলাসপূর্ণ জান্নাত রয়েছে। *(ক্বালাম ঃ ৩৪)*

ইব্রাহীম ﷺ এই জান্নাত চেয়ে দুআ ক'রে বলেছিলেন,

{وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ} (٨٥) سورة الشعراء

অর্থাৎ, আমাকে সুখকর (নাঈম) জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। *(শুআরা ঃ ৮৫)*

মা'ওয়া ঃ

'মা'ওয়া' মানে ঠিকানা। এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

{أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (١٩) سورة السجدة

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস ক'রে সৎকাজ করে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাদের আপ্যায়নের জন্য জান্নাত হবে তাদের বাসস্থান। *(সাজদাহ ঃ ১৯)*

{وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (١٣) عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (١٤) عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى}

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল। সিদরাতুল মুনতাহার নিকট। যার নিকট অবস্থিত (জান্নাতুল মা'ওয়া) বাসোদ্যান। *(নাজম ঃ ১৩-১৫)*

দারুস সালাম ঃ

'দারুস সালাম' মানে শান্তিনিকেতন। এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

{لَهُمْ دَارُ السَّلاَمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (١٢٧)

অর্থাৎ, তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য রয়েছে শান্তির আলয় এবং তারা যা করত, তার কারণে তিনি হবেন তাদের অভিভাবক। *(আনআম ঃ ১২৭)*

{وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}

অর্থাৎ, আল্লাহ (মানুষ)কে শান্তির আবাসের দিকে আহবান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন। *(ইউনুস ঃ ২৫)*

দারুল মুক্বামাহ ঃ

'দারুল মুক্বামাহ' মানে স্থায়ী। এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

{الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ} (٣٥) سورة فاطر

অর্থাৎ, যিনি নিজ অনুগ্রহে, আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দান করেছেন; যেখানে আমাদেরকে কোন প্রকার ক্লেশ স্পর্শ করে না এবং স্পর্শ করে না কোন প্রকার ক্লান্তি।' *(ফাত্বির ঃ ৩৫)*

রাইয়ান ঃ

'রাইয়ান' মানে তৃষ্ণাহীন। তৃষ্ণা ও পিপাসায় যারা কষ্ট পেয়েছে, তাদেরকে এই জান্নাত দেওয়া হবে। এ জান্নাত সম্বন্ধে নবী ﷺ বলেন, জান্নাতের এক প্রবেশদ্বার রয়েছে, যার নাম 'রাইয়ান।' কিয়ামতের দিন ঐ দ্বার দিয়ে রোযাদারগণ প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া আর কেউই ঐ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে না। রোযাদারগণ প্রবিষ্ট হয়ে গেলে দ্বার রুদ্ধ করা হবে। ফলে সে দ্বার দিয়ে আর কেউই প্রবেশ করবে না।" *(বুখারী ১৮৯৬ নং, মুসলিম ১১৫২ নং, নাসাঈ, তিরমিযী)*

আদ্-দারুল আ-খিরাহ ঃ

'আদ্-দারুল আ-খিরাহ' মানে পরকালের আবাস। এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ} (٣٢) سورة الأنعام

অর্থাৎ, আর পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক বই আর কিছুই নয় এবং যারা সাবধানতা অবলম্বন করে, তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়, তোমরা কি (তা) অনুধাবন কর না? *(আনআম ঃ ৩২)*

{تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} (٨٣) سورة القصص

অর্থাৎ,এ পরলোকের আবাস; যা আমি নির্ধারিত করি তাদেরই জন্য যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। সাবধানীদের জন্য শুভ পরিণাম। *(ক্বাস্বাস ঃ ৮৩)*

দারুল হায়াওয়ান ঃ

'দারুল হায়াওয়ান' মানে চিরজীবনের ঘর। এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} (٦٤) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, এ পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। আর পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন; যদি ওরা জানত। *(আনকাবূত ঃ ৬৪)*

দারুল ক্বারার ঃ

'দারুল ক্বারার' মানে স্থায়ী-গৃহ। এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ}

অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়! এ পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু। আর নিশ্চয় পরকাল হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস। *(মু'মিনঃ ৩৯)*

আল-মাক্বামুল আমীন

'আল-মাক্বামুল আমীন' মানে নিরাপদ স্থান। এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ} (٥١) سورة الدخان

অর্থাৎ, নিশ্চয় সাবধানীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে। *(দুখানঃ ৫১)*

মাক্বআদু স্বিদক্বঃ

'মাক্বআদু স্বিদক্ব' মানে যথাযোগ্য আসন। এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (٥٤) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ}

অর্থাৎ, সাবধানীরা থাকবে জান্নাতে ও নহরে। যথাযোগ্য আসনে, সার্বভৌমক্ষমতার অধিকারী সম্রাটের সান্নিধ্যে। *(ক্বামারঃ ৫৫)*

তূবাঃ

মহানবী ﷺ বলেছেন, "ঐ বান্দার জন্য 'তূবা' যে আল্লাহর পথে নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রস্তুত আছে। যার মাথার কেশ আলুথালু, যার পদযুগল ধূলিমলিন। তাকে পাহারার কাজে নিযুক্ত করলে, পাহারার কাজে নিযুক্ত থাকে। আর তাকে সৈন্যদলের পশ্চাতে (দেখাশোনার কাজে) নিয়োজিত করলে, সৈন্যদলের পশ্চাতে থাকে। যদি সে কারো সাক্ষাতের অনুমতি চায়, তাহলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না এবং কারো জন্য সুপারিশ করলে, তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না।" *(বুখারী ২৮৮৭, মিশকাত ৫১৬১নং)*

জ্ঞাতব্য যে, 'তূবা' জান্নাতের একটি গাছের নামও বলা হয়েছে। অথবা তার অর্থ হল, আনন্দ, বা কল্যাণময় জীবন। *(দ্রঃ মিরআতুল মাফাতীহ ইত্যাদি)*

জান্নাতের বিভিন্ন স্তর বা শ্রেণী-বিভাগ

জান্নাতের মাঝে বিভিন্ন স্তর আছে, বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগ আছে। সমস্ত জান্নাত সমান নয়, সকল জান্নাতীও সমশ্রেণীর নয়। জান্নাতীরা নিজ নিজ তাক্বওয়া ও আমল অনুযায়ী মান ও শ্রেণী লাভ করবে। বিভিন্ন জান্নাতীর

দর্জাও ভিন্নতর হবে। উচ্চ মানের মু'মিনরা উচ্চ শ্রেণীর দর্জা পাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى}

অর্থাৎ, আর যারা তাঁর নিকট বিশ্বাসী হয়ে ও সৎকর্ম করে উপস্থিত হবে, তাদের জন্য আছে সমুচ্চ মর্যাদাসমূহ। *(ত্বাহাঃ ৭৫)*

ইহকালে যেমন সকল মু'মিনগণ একই স্তরের নয়, পরকালেও সবাই এক স্তরের হবে না। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً (١٨) وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً (١٩) كُلاًّ نُمِدُّ هَؤُلاء وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً (٢٠) انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً} (٢١) سورة الإسراء

অর্থাৎ, কেউ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে থাকি, পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি; সেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায়। যারা বিশ্বাসী হয়ে পরলোক কামনা করে এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে, তাদেরই চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে। তোমার প্রতিপালক তাঁর দান দ্বারা এদের ও ওদের (পরলোককামী ও ইহলোককামী উভয়কে) সাহায্য করেন এবং তোমার প্রতিপালকের দান অবারিত। লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। আর নিশ্চয়ই পরকাল মর্যাদায় বৃহত্তর ও মাহাত্ম্যেও শ্রেষ্ঠতর। *(বানী ইস্রাঈলঃ ১৮-২১)*

অবশ্যই নবী, সাহাবী, শহীদ, ওলী, পরহেযগার ও গোনাহগার সকলেই সমান নয়। যেমন নবীগণও মর্যাদায় সকলে এক সমান নন। আল্লাহ বলেন,

{تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ} (٢٥٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, এ রসূলগণ, তাদের মধ্যে কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। *(বাক্বারাহঃ ২৫৩)*

{وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً} (٥٥) سورة الإسراء

অর্থাৎ, যারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে আছে, তাদেরকে তোমার

প্রতিপালক ভালভাবে জানেন। আমি তো নবীদের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছি। আর দাঊদকে আমি যাবূর দিয়েছি। *(বানী ইস্রাঈল ঃ ৫৫)*

মু'মিন হলেও সকলেই এক পর্যায়ের নয়, সে কথা হাদীসেও এসেছে। মহানবী ﷺ বলেন, "দুর্বল মুমিন অপেক্ষা সবল মুমিনই আল্লাহর নিকট অধিক উত্তম এবং প্রিয়। আর প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ আছে।...." *(মুসলিম)*

দর্জায় পার্থক্য ও ভিন্নতার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (١٠) سورة الحديد

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর পথে কেন ব্যয় করবে না? অথচ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহরই। তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে (তারা এবং পরবর্তীরা) সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের অপেক্ষা, যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে। তবে আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। *(হাদীদ ঃ ১০)*

{لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا} (٩٥) سورة النساء

অর্থাৎ, বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে তারা এবং যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে, তারা সমান নয়। যারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে, যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন; আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর, যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ মহা পুরস্কার দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। *(নিসা ঃ ৯৫)*

{أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ}

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সিজদাবনত হয়ে এবং দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, পরকালকে ভয় করে এবং তাঁর প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে,

(সে কি তার সমান, যে তা করে না?) বল, 'যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান? বুদ্ধিমান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।' *(যুমার ঃ ৯)*

{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (١١) سورة المجادلة

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। *(মুজাদিলাহ ১১)*

মহানবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই জান্নাতে একশ'টি দর্জা (মর্যাদা) রয়েছে, যা আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন; দুটি দর্জার মধ্যবর্তী ব্যবধান আসমান ও জমিনের মত। সুতরাং তোমরা (জান্নাত) চাইলে ফিরদাউস চেয়ো। কারণ তা হল জান্নাতের মধ্যভাগ ও জান্নাতের উপরিভাগ, আর তার উপরে রয়েছে রহমানের আরশ।" *(বুখারী ২৭৯০ নং)*

নবী ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই জান্নাতীগণ তাদের উপরের বালাখানার অধিবাসীদের এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা আকাশের পূর্ব অথবা পশ্চিম দিগন্তে উজ্জ্বল অস্তগামী তারকা গভীর দৃষ্টিতে দেখতে পাও। এটি হবে তাদের মর্যাদার ব্যবধানের জন্য।" (সাহাবীগণ) বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! এ তো নবীগণের স্থান; তাঁরা ছাড়া অন্যরা সেখানে পৌঁছতে পারবে না।' তিনি বললেন, "অবশ্যই, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! সেই লোকরাও (পৌঁছতে পারবে), যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে রসূলগণকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

হয়তো বা মহান আল্লাহ এক একটি গ্রহ-নক্ষত্রের মত জান্নাতসমূহকে বিন্যস্ত করেছেন। হতে পারে একটি গ্রহই হবে একজন জান্নাতীর একটি জান্নাত। অল্লাহু আ'লাম।

জান্নাত যে কত বিশাল, তা কল্পনার বাইরে। মহান আল্লাহ জান্নাতের বিশালতা সম্পর্কে বলেছেন,

{وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} (١٣٣) سورة آل عمران

অর্থাৎ, তোমরা প্রতিযোগিতা (ত্বরা) কর, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমা এবং বেহেশ্তের জন্য, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান, যা ধর্মভীরুদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। *(আলে ইমরান ঃ ১৩৩)*

{سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ

لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ }

অর্থাৎ, তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার মত, যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণে বিশ্বাসীদের জন্য। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। *(হাদীদঃ ২১)*

মহাশূন্যে কত বিশাল জায়গা। সেই শূন্যগর্ভে রয়েছে লক্ষ-কোটি গ্রহ-নক্ষত্র। মানুষকে একটি ক'রে দিয়েও কি তা পূর্ণ হবে?

কোন কোন জান্নাতীর জন্য থাকবে দু'টি জান্নাত। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ } (٤٦) سورة الرحمن

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি (জান্নাতের) বাগান। *(রাহমানঃ ৪৬)*

উক্ত জান্নাতের কথা বর্ণনার পর মহান আল্লাহ আরো দু'টি জান্নাতের কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

{وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ } (٦٢) سورة الرحمن

অর্থাৎ, এই জান্নাত দু'টি ছাড়া আরো দু'টি জান্নাত রয়েছে। *(ঐঃ ৬২)*

মহান আল্লাহ দুই শ্রেণীর জান্নাতের গুণ ও সুখ-সামগ্রী বর্ণনায় পার্থক্যও রেখেছেন। প্রথম শ্রেণীর জান্নাত হবে নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের জন্য এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জান্নাত হবে ডান হাত-ওয়ালাদের জন্য (যাদেরকে ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে।) *(তাযকিরাহ, কুরতুবী ৪৪০পৃঃ)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "দু'টি জান্নাত আছে, তার পাত্রসমূহ এবং সবকিছুই রৌপ্য-নির্মিত। আর দু'টি জান্নাত আছে, তার পাত্রসমূহ এবং সবকিছুই স্বর্ণ-নির্মিত।...." *(বুখারী-মুসলিম)*

যেমন জান্নাতে বিভিন্ন ঝরনা আছে। এক একটি ঝরনা এক এক শ্রেণীর জান্নাতীর জন্য খাস হবে।

সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শ্রেণীর জান্নাতী

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মূসা ﷺ স্বীয় প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'জান্নাতীদের মধ্যে সবচেয়ে নিম্নমানের জান্নাতী কে হবে?' আল্লাহ তাআলা উত্তর দিলেন, 'সে হবে এমন একটি লোক, যে সমস্ত জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর (সর্বশেষে) আসবে। তখন তাকে বলা হবে, তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলবে, হে প্রভু! আমি কিভাবে (কোথায়) প্রবেশ করব?

অথচ সমস্ত লোক নিজ নিজ জায়গা দখল করেছে এবং নিজ নিজ অংশ নিয়ে ফেলেছে। তখন তাকে বলা হবে, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট যে, পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে কোন রাজার মত তোমার রাজত্ব হবে? সে বলবে, প্রভু! আমি এতেই সন্তুষ্ট। তারপর আল্লাহ বলবেন, তোমার জন্য তাই দেওয়া হল। আর ওর সমতুল্য, ওর সমতুল্য, ওর সমতুল্য, ওর সমতুল্য (অর্থাৎ, ওর চার গুণ রাজত্ব দেওয়া হল)। সে পঞ্চমবারে বলবে, হে আমার প্রভু! আমি (ওতেই) সন্তুষ্ট। তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার জন্য এটা এবং এর দশগুণ (রাজত্ব তোমাকে দেওয়া হল)। এ ছাড়াও তোমার জন্য রইল সে সব বস্তু, যা তোমার অন্তর কামনা করবে এবং তোমার চক্ষু তৃপ্তি উপভোগ করবে। তখন সে বলবে, আমি ওতেই সন্তুষ্ট, হে প্রভু!'

(মূসা ﷺ) বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আর সর্বোচ্চ স্তরের জান্নাতী কারা হবে?' আল্লাহ তাআলা বললেন, 'তারা হবে সেই সব বান্দা, যাদেরকে আমি চাই। আমি স্বহস্তে যাদের জন্য সম্মান-বৃক্ষ রোপণ করেছি এবং তার উপর সীল-মোহর অংকিত করে দিয়েছি (যাতে তারা ব্যতিরেকে অন্য কেউ তা দেখতে না পায়)। সুতরাং কোন চক্ষু তা দর্শন করেনি, কোন কর্ণ তা শ্রবণ করেনি এবং কোন মানুষের মনে তা কল্পিতও হয়নি।" *(মুসলিম)*

জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান 'অসীলাহ'

জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানের নাম অসীলাহ। যে স্থান সর্বোচ্চ মানুষের প্রাপ্য। আর তিনি হলেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ।

তিনি বলেন, "মুআয্যিনকে আযান দিতে শুনলে তোমরাও ওর মতই বল। অতঃপর আমার উপর দরূদ পাঠ কর; কেন না, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ এর বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। অতঃপর তোমরা আমার জন্য আল্লাহর নিকট 'অসীলাহ' প্রার্থনা কর; কারণ, 'অসীলাহ' হল জান্নাতের এমন এক সুউচ্চ স্থান, যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একটি বান্দার জন্য উপযুক্ত। আর আমি আশা রাখি যে, সেই বান্দা আমিই। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য ঐ 'অসীলাহ' প্রার্থনা করবে, তার জন্য আমার শাফাআত (সুপারিশ) অবধার্য হয়ে যাবে।" *(আহমাদ, মুসলিম ৩৮৪নং প্রমুখ, মিশকাত ৬৫৭নং)*

উচ্চ স্থানসমূহ কাদের জন্য?

জান্নাতের উচ্চ স্থানসমূহ শহীদদের জন্য। সেই শহীদদের জন্য, যাঁরা

প্রথম কাতারে থেকে যুদ্ধ করেন। যাঁরা শহীদ হওয়া পর্যন্ত পিছন ফিরে তাকান না। এঁদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে হাসেন। এঁরাই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ। এঁদের কোন হিসাব নেই। এঁদের জন্যই রয়েছে জান্নাতের উচ্চ উচ্চ স্থান। *(আহমাদ, সঃ জামে' ১১১৮নং)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, রাতে দু'জন লোক আমার কাছে এসে আমাকে গাছের উপর চড়ালো এবং আমাকে একটি সুন্দর ও উত্তম ঘরে প্রবেশ করালো, ওর চাইতে সুন্দর (ঘর) আমি কখনো দেখিনি। তারা (দু'জনে) বলল, --- এই ঘরটি হচ্ছে শহীদদের ঘর। *(বুখারী)*

এমন কিছু কাজ আছে, যা করলে নবী ﷺ-এর কাছাকাছি দর্জা পাওয়া যাবে। যেমন ঃ-

মহানবী ﷺ বলেন "আমি এবং নিজের অথবা অপরের অনাথ (এতীমের) তত্ত্বাবধায়ক জান্নাতে (পাশাপাশি) থাকব। আর বিধবা ও দুঃস্থ মানুষকে দেখাশুনাকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব, সহীহুল জামে' ১৪৭৬নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আমি ও অনাথ (এতীমের) তত্ত্বাবধায়ক জান্নাতে এরূপ (পাশাপাশি) বাস করব।" এর সাথে তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করলেন এবং দুটির মাঝে একটু ফাঁক করলেন।" *(বুখারী ৫৩০৪ নং)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খাদেম ও আহলে সুফ্‌ফার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব রাবীআহ ইবনে কা'ব আসলামী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রাত কাটাতাম। আমি তাঁর কাছে ওযূর পানি এবং প্রয়োজনীয় বস্তু এনে দিতাম। (একদিন তিনি খুশী হয়ে) বললেন, "তুমি আমার কাছে কিছু চাও।" আমি বললাম, 'আমি আপনার কাছে জান্নাতে আপনার সাহচর্য চাই।' তিনি বললেন, "এ ছাড়া আর কিছু?" আমি বললাম, 'বাস ওটাই।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি, অধিকাধিক সিজদা করে (অর্থাৎ প্রচুর নফল নামায পড়ে) তোমার (এ আশা পূরণের) জন্য আমাকে সাহায্য কর।" *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি দুটি অথবা তিনটি কন্যা, কিংবা দুটি অথবা তিনটি বোন তাদের মৃত্যু অথবা বিবাহ, অথবা সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত, কিংবা ঐ ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত যথার্থ প্রতিপালন করে, সে ব্যক্তি আর আমি (পরকালে) তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়ের মত পাশাপাশি অবস্থান করব।" *(আহমাদ ৩/ ১৪৭- ১৪৮, ইবনে হিব্বান ২০৪৫ নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৯৬ নং)*

যাঁরা শহীদদের দর্জা পান, তাঁরাও তাঁদের কাছাকাছি উচ্চ স্থান পাবেন

জান্নাতে। যেমন ঃ-

১। বিধবা ও মিসকীনদের অভাব দূরকরণে চেষ্টারত ব্যক্তি।

নবী ﷺ বলেছেন, "বিধবা ও মিসকীনদের অভাব দূর করার চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য।" (হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন) আমি ধারণা করছি যে, তিনি এ কথাও বললেন, "সে ঐ নফল নামায আদায়কারীর মত যে ক্লান্ত হয় না এবং ঐ রোযা পালনকারীর মত যে রোযা ছাড়ে না।" *(বুখারী)*

২। আরো কতিপয় লোক।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "(পারলৌকিক পুরস্কারে পুরস্কৃত হওয়ার দিক দিয়ে) শহীদ পাঁচ ধরনের; (১) প্লেগরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত, (২) পেটের রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত, (৩) পানিতে ডুবে মৃত, (৪) মাটি চাপা পড়ে মৃত এবং (৫) আল্লাহর পথে থাকা অবস্থায় মৃত।" *(বুখারী-মুসলিম)*

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা তোমাদের মাঝে কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে শহীদ বলে গণ্য কর?" সকলেই সমস্বরে বলে উঠল, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর পথে যে নিহত হয়, সেই শহীদ।' তিনি বললেন, "তাহলে তো আমার উম্মতের মধ্যে শহীদ বড় অল্প।" লোকেরা বলল, 'তাহলে তাঁরা কে কে হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "যে আল্লাহর পথে নিহত হয় সে শহীদ, যে আল্লাহর পথে মারা যায় সে শহীদ, যে প্লেগ রোগে মারা যায় সে শহীদ, যে পেটের রোগে প্রাণ হারায়, সে শহীদ এবং যে পানিতে ডুবে মারা যায় সেও শহীদ।" *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার মাল-ধন রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারায় সে শহীদ। যে ব্যক্তি নিজ রক্ত (প্রাণ) রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ। যে তার দ্বীন রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায় সে শহীদ এবং যে তার পরিবার রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারায় সেও শহীদ।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)*

কম দর্জার জান্নাতীর নেক সন্তানের দুআতে জান্নাতে তার দর্জা উঁচু হতে থাকে। মহানবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ জান্নাতে নেক বান্দার দর্জা উঁচু করেন। সে তখন বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! এ উন্নতি কীভাবে?' আল্লাহ বলেন, 'তোমার জন্য তোমার ছেলের ক্ষমা প্রার্থনার ফলে।" *(আহমাদ)*

আর তিনি বলেছেন, "আদম সন্তান মারা গেলে তার সমস্ত আমল

বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অবশ্য তিনটি আমল বিচ্ছিন্ন হয় না; সাদকাহ জা-রিয়াহ (ইষ্টাপূর্ত কর্ম), লাভদায়ক ইল্ম, অথবা নেক সন্তান যে তার জন্য দুআ করে থাকে।” *(মুসলিম ১৬৩১নং প্রমুখ)*

জান্নাতের মাটি

জান্নাতের মাটি বিভিন্ন ধরনের হবে। কোথাও কস্তুরীর মত সুগন্ধময়। *(বুখারী-মুসলিম)*

আবার কোথাও জাফরানের মত। *(আহমাদ, তিরমিযী, দারেমী)*

আবার কোথাও হবে সাদা ধবধবে মিহি আটার মত। *(মুসলিম, আহমাদ)*

জান্নাতের নদীমালা

জান্নাত মানে বাগান। আর বাগানে অবশ্যই নদী প্রবাহিত থাকবে। প্রথমতঃ তার পানি পান করা যাবে। আর দ্বিতীয়তঃ তাতে বাগানের শোভা-সৌন্দর্য চিত্তাকর্ষী হবে। মহান আল্লাহ জান্নাতের সেই বিবরণ দিয়েই বান্দার মনকে আকৃষ্যমান করেছেন। সুতরাং যেখানেই তিনি জান্নাতের কথা বলেছেন, প্রায় সেখানেই নদীমালার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমনঃ-

{وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ } (٢٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের শুভ সংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত; যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। *(বাক্বারাহঃ ২৫)*

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ } (٩) سورة يونس

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করেছে এবং ভাল কাজ করেছে তাদের প্রতিপালক তাদের বিশ্বাসের কারণে তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন, শান্তির উদ্যানসমূহে তাদের (বাসস্থানের) তলদেশ দিয়ে নদীমালা প্রবাহিত থাকবে। *(ইউনুসঃ ৯)*

{أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ } (٣١) سورة الكهف

অর্থাৎ, তাদেরই জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত; যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। *(কাহফ ৩১)*

মহানবী ﷺ মি’রাজে গিয়ে জান্নাতের চারটি নদী দর্শন করেছিলেন। দু’টি বাহ্যিক ও দু’টি আভ্যন্তরিক। বাহ্যিক নদী দু’টি দুনিয়ায় প্রবহমান, নীল ও

ফুরাত। *(মুসলিম ১৬৪নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “(শামের) সাইহান ও জাইহান, (ইরাকের) ফুরাত এবং (মিসরের) নীল প্রত্যেক নদীই জান্নাতের নদ-নদীসমূহের অন্যতম। *(মুসলিম ২৮৩৯নং)*

উক্ত নদীগুলি জান্নাতের মানে হল, সেগুলির মূল জান্নাতের; যেমন মানুষের মূল হল জান্নাত। অথবা উক্ত নদীগুলির বিশেষ বর্কতের জন্য জান্নাতের নদী বলা হয়েছে। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

জান্নাতের নদীমালার মধ্যে একটির নাম কাউষার; যা শেষ নবী ﷺ-কে হওযরূপে দান করা হয়েছে। *(সূরা কাউষার)* এ নদীর মাটি-কাদাও কস্তুরী। *(বুখারী)* যেখান হতে মহানবী ﷺ তাঁর উম্মতকে কিয়ামতে পানি পান করাবেন।

সুবৃহৎ হওয ও কাউসার নহর (অমৃত নদী) থাকবে জান্নাতী শারাবে পরিপূর্ণ। যে পবিত্র শারাব বা পানীয় দুগ্ধ হতেও সাদা, বরফ হতেও শীতল, মধু হতেও মিষ্ট এবং মিস্ক চেয়েও সুগন্ধময়। যে একবার সে পানি পান করবে তাকে আর কোনদিন পিপাসা স্পর্শ করবে না। *(বুখারী ৬৫৭৯নং)*

জান্নাতের নিম্নদেশে চারটি নহর প্রবাহিত। নির্মল পানির নহর, দুগ্ধের নহর; যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, সুস্বাদু সুধার নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। মহান আল্লাহ বলেন,

{مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ } (١٥) سورة محمد

অর্থাৎ, সাবধানীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হল ঃ ওতে আছে নির্মল পানির নদীমালা, আছে দুধের নদীমালা যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নদীমালা, আছে পরিশোধিত মধুর নদীমালা। আর সেখানে তাদের জন্য আছে বিবিধ ফল-মূল ও তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা। সাবধানীরা কি তাদের মত, যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং যাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি; যা তাদের নাড়ীভুঁড়ি ছিন্ন-ভিন্ন ক’রে দেবে? *(মুহাম্মাদঃ ১৫)*

এই চার শ্রেণীর নদীর কথা হাদীসেও রয়েছে। (আহমাদ, তিরমিযী) তবে হাদীসের শব্দে ‘বাহ্‌র’ বলা হয়েছে, যার অর্থ হয় সমুদ্র। অবশ্য ‘বাহ্‌র’ মানে বড় নদও করা হয়। আর সমুদ্র হলে সেটাই হবে নদীর উৎস, যেমন হাদীসে সে কথার উল্লেখ এসেছে।

জান্নাতের পানি, দুধ, শারাব, মধু প্রভৃতি দুনিয়ার মত নয়। এসব কিছুরই স্বাদ ভিন্ন এবং অপরিবর্তনীয়, বিনষ্ট হয় না, শারাবে জ্ঞান শূন্য হয় না, কোন শিরঃপীড়ায় ধরে না। *(ওয়াক্বিআহ ১৯)*

জান্নাতের একটি নদীর নাম 'বা-রিক্ব'। এটি জান্নাতের দ্বারপ্রান্তে অবস্থিত। এরই নিকটে শহীদগণের আত্মা অবস্থান করবে। *(আহমাদ, হাকেম, ইবনে হিব্বান)*

জান্নাতের ঝরনাসমূহ

জান্নাতের আছে বিভিন্ন পানীয় ও স্বাদের ঝরনা। বাগানে ঝরনাও সৃষ্টি করে আকর্ষণীয় দৃশ্য।

মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ} (٤٥) سورة الحجر والذاريات ١٥

অর্থাৎ, নিশ্চয় সাবধানীরা বাস করবে উদ্যান ও প্রস্রবণসমূহে। *(হিজ্র ঃ ৪৫, যারিয়াত ঃ ১৫)*

{إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ} (٤١) سورة المرسلات

অর্থাৎ, আল্লাহ-ভীরুরা থাকবে ছায়া ও ঝরনাসমূহে। *(মুরসালাত ঃ ৪১)*

{فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ} (٥٠) سورة الرحمن

অর্থাৎ, উভয় (বাগানে) রয়েছে প্রবহমান দুই প্রস্রবণ। *(রাহমান ঃ ৫০)*

{فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ} (٦٦) سورة الرحمن

অর্থাৎ, উভয় বাগানে আছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ। *(ঐ ঃ ৬৬)*

জান্নাতের একটি ঝরনার পানি কর্পূর-মিশ্রিত। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (٥) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا} (٦) سورة الإنسان

অর্থাৎ, নিশ্চয় সৎকর্মশীলরা পান করবে এমন পানীয় যার মিশ্রণ হবে কর্পূর। এমন একটি ঝরনা; যা হতে আল্লাহর দাসরা পান করবে, তারা এ (ঝরনা ইচ্ছামত) প্রবাহিত করবে। *(দাহর ঃ ৬)*

অন্য একটি ঝরনা কস্তুরী-মিশ্রিত; যা 'তাসনীম' নামে প্রসিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (٢٢) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ (٢٣) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (٢٤) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (٢٥) خِتَامُهُ مِسْكٌ

وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسْ الْمُتَنَافِسُونَ (٢٦) وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (٢٧) عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ} (٢٨) سورة المطففين

অর্থাৎ, পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে। তারা সুসজ্জিত আসনে বসে দেখতে থাকবে। তুমি তাদের মুখমন্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবে। তাদেরকে মোহর আঁটা বিশুদ্ধ মদিরা হতে পান করানো হবে। এর মোহর হচ্ছে কস্তুরীর। আর তা লাভের জন্যই প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক। এর মিশ্রণ হবে তাসনীমের (পানির)। এটা একটি প্রস্রবণ, যা হতে নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পান করবে। *(মুত্বাফফিফীন ঃ ২২-২৮)*

আরো একটি ঝরনা 'সালসাবীল' নামে প্রসিদ্ধ। যার পানি আদার সুগন্ধ-মিশ্রিত। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْساً كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلاً (١٧) عَيْناً فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً} (١٨) سورة الإنسان

অর্থাৎ, সেখানে তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে শুঁঠ-মিশ্রিত পানীয়। জান্নাতের এমন এক ঝরনার, যার নাম 'সালসাবীল'। *(দাহর ঃ ১৭-১৮)*

জান্নাতের অট্টালিকা ও তাঁবুর বিবরণ

জান্নাতীরা জান্নাতে বড় বড় অট্টালিকায় বসবাস করবে। তা হবে একাধিক কক্ষবিশিষ্ট ও বহুতল। তা হবে সুখের বাসা ও সৌন্দর্যময়।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}

অর্থাৎ, আল্লাহ বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদেরকে এমন উদ্যানসমূহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন, যেগুলোর নিম্নদেশে বইতে থাকবে নদীমালা, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আরও (প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন) চিরস্থায়ী উদ্যানসমূহে (জান্নাতে আদ্নে) পবিত্র বাসস্থানসমূহের। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় (নিয়ামত)। এটাই হচ্ছে অতি বড় সফলতা। *(তাওবাহ ঃ ৭২)*

{وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاء الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ}

অর্থাৎ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আমার নৈকট্য লাভের সহায়ক হবে না। তবে (নৈকট্য লাভ করবে) তারাই যারা বিশ্বাস করে ও

সৎকাজ করে এবং তারা তাদের কাজের জন্য পাবে বহুগুণ পুরস্কার। আর তারা কক্ষসমূহে নিরাপদে বসবাস করবে। *(সাবা' ঃ ৩৭)*

{أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا }

অর্থাৎ, তাদেরকে ধৈর্যাবলম্বনের প্রতিদান স্বরূপ (বেহেশ্তের) কক্ষ দেওয়া হবে এবং তাদেরকে সেখানে অভিবাদন ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা জানানো হবে। *(ফুরক্বান ঃ ৭৫)*

{لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ } (٢٠) سورة الزمر

অর্থাৎ, তবে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য বহুতলবিশিষ্ট নির্মিত প্রাসাদ রয়েছে; যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত। (এটি) আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। *(যুমার ঃ ২০)*

জান্নাতে এমন কক্ষ থাকবে, যা স্বচ্ছ স্ফটিক-নির্মিত।

মহানবী ﷺ বলেন, "জান্নাতের মধ্যে এমন কক্ষ আছে, যার বাহিরের অংশ ভিতর থেকে এবং ভিতরের অংশ বাহির থেকে দেখা যাবে।" তা শুনে আবু মালেক আশআরী ﷺ বললেন, 'সে কক্ষ কার জন্য হবে, হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি উত্তম কথা বলে, অন্নদান করে ও লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন নামাযে রত হয়; তার জন্য।" *(ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহ তারগীব ৬১১নং)*

জান্নাতে রয়েছে বড় বড় তাঁবু। জান্নাতীরা সস্ত্রীক সেই তাঁবুতে বাস করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ } (٧٢) سورة الرحمن

অর্থাৎ, তারা তাঁবুতে সুরক্ষিত হুর। *(রাহমান ঃ ৭২)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় জান্নাতে মু'মিনদের জন্য একটি শূন্যগর্ভ মোতির তাঁবু থাকবে, যার দৈর্ঘ্য হবে ষাট মাইল। এর মধ্যে মু'মিনদের জন্য একাধিক স্ত্রী থাকবে। যাদের সকলের সাথে মু'মিন সহবাস করবে। কিন্তু তাদের কেউ কাউকে দেখতে পাবে না। *(বুখারী-মুসলিম)*

এই তাঁবু হবে একটি মোতির। সে মোতি কত বিশাল যে, তার ভিতরের জায়গা হবে ষাট মাইল!

জান্নাতে বিশেষ কিছু লোকের জন্য বিশেষ ধরনের অট্টালিকা থাকবে। যেমন মা খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র জন্য থাকবে বংশ-নির্মিত প্রাসাদ। অবশ্য সে বংশ বা বাঁশ হবে মনি-মুক্তার। আল্লাহর রসূল ﷺ জিবরীলের পক্ষ থেকে খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে জান্নাতে (তার জন্য মুক্তার বাঁশ

বা) ফাঁপা মুক্তা নির্মিত একটি অট্টালিকার সুসংবাদ দান করেছেন; যেখানে কোন হট্টগোল ও ক্লান্তি থাকবে না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

জান্নাতে উমার ﷺ-এর প্রাসাদ মহানবী ﷺ দর্শন করেছেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

জান্নাতে অতিরিক্ত ঘর নির্মাণ করার জন্য কিছু অতিরিক্ত কাজ করতে হয়। যেমন ঃ-

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে কোন মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর (সন্তুষ্টি অর্জনের) জন্য প্রত্যহ ফরয নামায ছাড়া বারো রাকআত সুন্নত নামায পড়ে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি গৃহ নির্মাণ করেন অথবা তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করা হয়।" *(মুসলিম)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি (কাতারের মাঝে) কোন ফাঁক বন্ধ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তাকে একটি মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং তার জন্য জান্নাতে এক গৃহ নির্মাণ করেন।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব, সহীহ তারগীব ৫০২নং)*

নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি 'কুল হুঅল্লা-হু আহাদ' শেষ পর্যন্ত ১০ বার পাঠ করবে, আল্লাহ সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতে একটি মহল নির্মাণ করবেন।" *(আহমাদ, প্রমুখ, সিসিলাহ সহীহাহ ৫৮৯নং)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায়, তখন মহান আল্লাহ স্বীয় ফিরিশ্তাদেরকে বলেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানের জীবন হনন করেছ কি? তাঁরা বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, তোমরা তার হৃদয়ের ফলকে হনন করেছ কি? তাঁরা বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, সে সময় আমার বান্দা কি বলেছে? তারা বলে, সে আপনার হাম্দ (প্রশংসা) করেছে ও 'ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রা-জিঊন' (অর্থাৎ, আমরা তোমার এবং তোমার কাছেই অবশ্যই ফিরে যাব) পাঠ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, আমার (সন্তানহারা) বান্দার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি গৃহ নির্মাণ কর, আর তার নাম রাখ, 'বায়তুল হাম্দ' (প্রশংসাভবন)।" *(তিরমিযী হাসান)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "অন্যায়ের সপক্ষে থেকে যে ব্যক্তি তর্ক পরিহার করে তার জন্য জান্নাতের পার্শ্বদেশে এক গৃহ নির্মাণ করা হয়। ন্যায়ের সপক্ষে থেকেও যে ব্যক্তি তর্ক পরিহার করে তার জন্য জান্নাতের মধ্যস্থলে এক গৃহ নির্মাণ করা হয়। আর যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সুন্দর করে তার জন্য জান্নাতের উপরিভাগে এক গৃহ নির্মাণ করা হয়।" *(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ১৩৩নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে (নিম্নের দুআ) বলে, আল্লাহ তার জন্য দশ লক্ষ নেকী লিপিবদ্ধ করেন, দশ লক্ষ

গোনাহ মোচন করে দেন, তাকে দশ লক্ষ মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং বেহেশ্তে তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করে দেন।”

‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু, য়্যুহয়ী অয়ুমীতু, অহুয়া হাইয়্যুল লা য়্যামূতু, বিয়্যাদিহিল খাইরু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।’ *(সহীহ তিরমিযী ২৭২৬ নং, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৮১৭ নং)*

নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করে দেয়, আল্লাহ তার জন্য বেহেশ্তে একটি ঘর বানিয়ে দেন।” *(বুখারী, মুসলিম, মিঃ ৬৯৭নং)*

জান্নাতের জ্যোতি

জান্নাতে থাকবে নিরবচ্ছিন্ন আলো। সেখানে চন্দ্র-সূর্য নেই, রাত-দিন নেই। সূর্যের তাপ নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى} (١١٩) سورة طـه

অর্থাৎ, সেখানে তুমি পিপাসার্ত হবে না এবং রোদ্র-ক্লিষ্টও হবে না। *(ত্বাহা ঃ ১১৯)*

{مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا}

অর্থাৎ, সেখানে তারা সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে, তারা সেখানে রৌদ্রতাপ অথবা অতিশয় শীত বোধ করবে না। *(দাহর ঃ ১৩)*

প্রয়োজনে হয়তো দরজা বা পর্দা লাগিয়ে অন্ধকার করা যাবে। অবশ্য বিশেষ জ্যোতি দ্বারা সকাল-সন্ধ্যা চেনার অন্য ব্যবস্থা থাকবে। *(দ্রঃ ইবনে কাষীর ৪/৪৭১, মাজমূউ ফাতাওয়া ৪/৩১২)*

জান্নাতের সুগন্ধি

জান্নাত সুগন্ধময় জায়গা। তার সুগন্ধ কেবল ভিতরেই নয়, বরং তার বাইরে বহু দূরবর্তী স্থান থেকে পাওয়া যাবে। কত দূরবর্তী জায়গা থেকে পাওয়া যাবে, তার উল্লেখ কতিপয় হাদীসে এসেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুই প্রকার জাহান্নামী আমি (এখন পর্যন্ত) প্রত্যক্ষ করিনি (অর্থাৎ, পরে তাদের আবির্ভাব ঘটবে) ঃ (১) এক সম্প্রদায় যাদের কাছে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে, যা দিয়ে তারা জনগণকে প্রহার করবে। (২) এক শ্রেণীর মহিলা, যারা (এমন নগ্ন) পোশাক পরবে যে, (বাস্তবে) উলঙ্গ থাকবে, (পর পুরুষকে) নিজেদের প্রতি আকর্ষণ করবে ও

নিজেরাও (পর পুরুষের প্রতি) আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা হবে উঁটের হিলে যাওয়া কুঁজের মত। এ ধরনের মহিলারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার সুগন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ এত এত দূরত্বের পথ থেকে পাওয়া যাবে। *(মুসলিম)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি পরের বাপকে নিজের বাপ বলে দাবী করে, সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধি ৫০০ বছরের দূরবর্তী স্থান থেকেও পাওয়া যাবে।” *(আহমাদ ২/১৭১, ইবনে মাজাহ ২৬১১, সহীহুল জামে’ ৫৯৮৮নং)*

আহমাদের এক বর্ণনায় আছে ৭০ বছরের দূরবর্তী স্থান থেকেও পাওয়া যাবে। *(সঃ তারগীব ১৯৮৮নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কোন সন্ধি অথবা চুক্তিবদ্ধ (যিম্মী) মানুষকে হত্যা করবে, সে ব্যক্তি জান্নাতের সুবাসও পাবে না। অথচ তার সুবাস ৪০ বছরে অতিক্রম্য দূরবর্তী স্থান থেকেও পাওয়া যাবে।” *(আহমাদ, বুখারী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে’ ৬৪৫৭নং)*

এক বর্ণনায় ৭০ ও ১০০ বছরে অতিক্রম্য দূরবর্তী স্থানের কথা আছে। *(সঃ তারগীব ২০৪৪নং)*

জান্নাতের বৃক্ষরাজি ও ফলমূল

জান্নাতের আছে, সারি সারি নানা রকম বৃক্ষরাজি। আছে নানা রকমের ফলমূল। কিছু বৃক্ষ ও ফলমূলের কথা উল্লেখ ক’রে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً (٣١) حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً} (٣٢) سورة النبأ

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহভীরুদের জন্যই রয়েছে সফলতা; উদ্যানসমূহ ও নানাবিধ আঙ্গুর। *(নাবা’ ঃ ৩১-৩২)*

{فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ} (٥٢) سورة الرحمن

অর্থাৎ,উভয় (বাগানে) রয়েছে প্রত্যেক ফল দুই প্রকার। *(রাহমান ঃ ৫২)*

{فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} (٦٨) سورة الرحمن

অর্থাৎ, সেখানে রয়েছে ফলমূল খেজুর ও ডালিম। *(ঐ ঃ ৬৮)*

{وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (٢٧) فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (٢٨) وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ} (٢٩)

অর্থাৎ, আর ডান হাত-ওয়ালারা, কত ভাগ্যবান ডান হাত-ওয়ালারা! (যাদেরকে ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। তারা থাকবে এক বাগানে) সেখানে আছে কাঁটাহীন কুলগাছ। কাঁদি ভরা কলাগাছ। *(ওয়াক্বিআহ ঃ ২৭-২৯)*

{وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ} (٢٠) سورة الواقعة

অর্থাৎ, তাদের পছন্দ মত ফলমূল। *(ঐ ঃ ২০)*

{مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ} (٥١) سورة ص

অর্থাৎ, সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা যত খুশী ফলমূল ও পানীয়ের জন্য আদেশ দেবে। *(স্বাদ ঃ ৫১)*

{يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ} (٥٥) سورة الدخان

অর্থাৎ, সেখানে তারা নিশ্চিন্তে বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে। *(দুখান ঃ ৫৫)*

{إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ (٤١) وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (٤٢) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٤٣) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ} (٤٤)

অর্থাৎ, আল্লাহ-ভীরুরা থাকবে ছায়া ও ঝরনাসমূহে। তাদের বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে। তোমরা তোমাদের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ তৃপ্তির সাথে পানাহার কর। এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত ক'রে থাকি। *(মুরসালাত ঃ ৪১-৪৪)*

জান্নাতের ফলসমূহের নাম দুনিয়ার ফলের মত হলেও, সে সবের স্বাদ কিন্তু এক নয়। যেহেতু জান্নাতের সবকিছুই অতুলনীয়, বেনযীর।

{وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً} (٢٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের শুভ সংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত; যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, যখনই তাদের ফলমূল খেতে দেওয়া হবে, তখনই তারা বলবে, 'আমাদেরকে (পৃথিবীতে অথবা জান্নাতে) পূর্বে জীবিকারূপে যা দেওয়া হত, এ তো তাই।' তাদেরকে পরস্পর একই সদৃশ ফল দান করা হবে। *(বাক্বারাহ ঃ ২৫)*

(সদৃশ)এর অর্থ হয়তো বা জান্নাতের সমস্ত ফলের আকার-আকৃতি এক রকম হবে অথবা তা দুনিয়ার ফলের মত দেখতে হবে। তবে এ সাদৃশ্য কেবল আকার ও নাম পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। নচেৎ জান্নাতের ফলের স্বাদের সাথে দুনিয়ার ফলের স্বাদের কোন তুলনাই নেই। জান্নাতের নিয়ামতের ব্যাপারে হাদীসে এসেছে, "(এমন নিয়ামত) যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে তার সঠিক ধারণা উদয় হয়নি।" *(বুখারী)*

জান্নাতের সমস্ত ফল-গাছই বারোমেসে। জান্নাতের ফল এমন মৌসমী

ফল হবে না যে, মৌসম শেষ হয়ে গেলেই সেই ফল আগামী মৌসম পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যাবে। জান্নাতের ফল এ ধরনের ফুল-মুকুলের ঋতুর অধীনস্থ হবে না। বরং তা সদা-সর্বদা পাওয়া যাবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (٣٢) لَامَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ (٣٣) سورة الواقعة

অর্থাৎ, প্রচুর ফলমূল; যা শেষ হবে না ও নিষিদ্ধও হবে না। *(ওয়াক্বিআহ ঃ ৩২-৩৩)*

{مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وِظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ} (٣٥) سورة الرعد

অর্থাৎ, সাবধানীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার বিবরণ এইরূপ ঃ ওর পাদদেশে নদী প্রবাহিত, ওর ফলমূলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ী; যারা সাবধানী এটা তাদের পরিণাম। আর অবিশ্বাসীদের পরিণাম হল জাহান্নাম। *(রা'দ ঃ ৩৫)*

জান্নাতের ফল গাছের ডালে ঝুলে থাকলেও তা জান্নাতীর হাতের নাগালের মধ্যে থাকবে। তা পেড়ে খেতে কোন প্রকারের কষ্টবরণ বা শ্রম-ব্যয় করতে হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ} (٢٣) سورة الحاقة

অর্থাৎ, যার ফলরাশি ঝুলে থাকবে নাগালের মধ্যে। *(হা-ক্কাহ ঃ ২৩)*

{وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا} (١٤) سورة الإنسان

অর্থাৎ, সন্নিহিত বৃক্ষছায়া তাদের উপর থাকবে এবং ওর ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করা হবে। *(দাহর ঃ ১৪)*

{مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ}

অর্থাৎ, সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায়, দুই বাগানের ফল হবে তাদের নিকটবর্তী। *(রাহমান ঃ ৫৪)*

জান্নাতের বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লবের কথাও মহান আল্লাহর আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন। এক স্থানে বলেছেন,

{ذَوَاتَا أَفْنَانٍ} (٤٨) سورة الرحمن

অর্থাৎ, উভয়ই বহু ডালপালাবিশিষ্ট (গাছে পরিপূর্ণ)। *(ঐ ঃ ৪৮)*

অন্য স্থানে বলেছেন,

{مُدْهَامَّتَانِ} (٦٤) سورة الرحمن

অর্থাৎ, ঘন সবুজ এ (জান্নাতের) বাগান দু'টি। *(ঐ ঃ ৬৪)*

আর তার জন্যই তার ছায়া হবে ঘন। ছায়ার কথা উল্লেখ ক'রে মহান

আল্লাহ বলেছেন,

{وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً} (٥٧) سورة النساء

অর্থাৎ, তাদেরকে চিরস্নিগ্ধ ঘন ছায়ায় স্থান দান করব। *(নিসা ঃ ৫৭)*

জান্নাতে সূর্য নেই। সুতরাং সেখানে সর্বদা সর্বস্থানে ছায়া আর ছায়া। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ } (٣٠) سورة الواقعة

অর্থাৎ, সম্প্রসারিত ছায়া। *(ওয়াক্বিআহ ঃ ৩০)*

{إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ } (٤١) سورة المرسلات

অর্থাৎ, আল্লাহ-ভীরুরা থাকবে ছায়া ও ঝরনাসমূহে। *(মুরসালাত ঃ ৪১)*

{هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِؤُونَ } (٥٦) سورة يـــس

অর্থাৎ, তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়ায় থাকবে এবং হেলান দিয়ে বসবে সুসজ্জিত আসনে। *(ইয়াসীন ঃ ৫৬)*

জান্নাতে আছে বিশাল বিশাল গাছ। একটি গাছের কথা উল্লেখ ক'রে নবী ﷺ বলেছেন, "জান্নাতের মধ্যে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় কোন আরোহী উৎকৃষ্ট, বিশেষভাবে প্রতিপালিত হালকা দেহের দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে একশো বছর চললেও তা অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না।" *(বুখারী-মুসলিম)*

জান্নাতে 'তূবা' নামের একটি গাছ আছে। এ গাছটি ১০০ বছরের অতিক্রম্য জায়গা জুড়ে অবস্থিত। এর মোছা থেকে জান্নাতীদের বস্ত্র নির্মিত হবে। *(আহমাদ, সিঃ সহীহাহ ১৯৮৫নং)*

জান্নাতুল মা'ওয়ার কাছে 'সিদরাতুল মুন্তাহা'র কথা কুরআনে এসেছে,

{وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (١٣) عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (١٤) عِندَهَا جَنَّةُ الْمَــأْوَى (١٥) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (١٦) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَـــى (١٧) لَقَــدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى } (١٨) سورة النجم

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল। সিদরাতুল মুনতাহার নিকট। যার নিকট অবস্থিত (জান্নাতুল মা'ওয়া) বাসোদ্যান। যখন (বদরী) বৃক্ষটিকে, যা আচ্ছাদিত করার ছিল তা আচ্ছাদিত করল, তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। নিঃসন্দেহে সে তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল। *(নাজ্ম ঃ ১৩-১৮)*

এটা হল মি'রাজের রাতে যে জিবরীল ﷺ-কে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন, তারই বর্ণনা। এই 'সিদ্‌রাতুল মুন্তাহা' হল ষষ্ঠ বা সপ্তম আসমানে অবস্থিত একটি কুল (বরই) গাছ। যার ফলগুলি কলসের মত

বড় বড় এবং পাতাগুলি হাতির কানের মত ঢোলা ঢোলা। *(বুখারী-মুসলিম)*

জান্নাতের বৃক্ষ-কান্ড

জান্নাতের প্রত্যেক গাছের কান্ড হবে সোনার। *(তিরমিযী)* সুতরাং জান্নাতের বাগান যে কত সৌন্দর্যময় হবে, তা অনুমেয়। আর সে বাগানে বসবাসকারীরা কত সৌভাগ্যবান হবে, তাও অনুমেয়।

জান্নাতে বৃক্ষ-সংখ্যা বৃদ্ধি করার উপায়

পরিবেশ রক্ষা ও সুন্দর করার জন্য গাছ লাগানো একটি উত্তম কাজ। দুনিয়ায় গাছ লাগিয়ে আমরা পরিবেশকে মনোরম করতে পারি। আমরা গাছ থেকে অক্সিজেন পাই, ছায়া পাই, খাদ্য পাই, সুগন্ধ পাই। আমরা বলে থাকি, 'গাছ লাগান, গাছ বাঁচান। একটি গাছ, একটি প্রাণ।' গাছ লাগিয়ে আমরা আমাদের বাড়ির বাগানকে সুন্দর করি। কিন্তু পরকালের বাড়িকে সুন্দর করার কথা কি ভাবি?

আমরা কি জানি যে, সেখানেও গাছ লাগানো যাবে এই দুনিয়া থেকেই, গাছ থাকলেও গাছ আরো বৃদ্ধি করা যাবে?

মহানবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহ' পড়ে, তার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি খেজুর বৃক্ষ রোপণ করা হয়।" *(তিরমিযী)*

তিনি আরো বলেছেন, "মি'রাজের রাতে ইব্রাহীম ﷺ-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! তুমি তোমার উম্মতকে আমার সালাম পেশ করবে এবং তাদেরকে বলে দেবে যে, জান্নাতের মাটি পবিত্র ও উৎকৃষ্ট, তার পানি মিষ্ট। আর তা একটি বৃক্ষহীন সমতলভূমি। আর 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদু লিল্লাহ' 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' হল তার রোপিত বৃক্ষ।" *(তিরমিযী)*

জান্নাতের খোশবু

জান্নাতে থাকবে নানান ধরনের খোশবু। কস্তুরী, জাফরান, কর্পূর ইত্যাদি। খোশবুর কথা মহান আল্লাহ বলেন,

{فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٨٨) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ } (٨٩)

অর্থাৎ, সুতরাং যদি সে নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন হয়, তাহলে (তার জন্য রয়েছে) আরাম, খোশবু ও সুখময় বেহেশ্ত। *(ওয়াক্বিআহ ঃ ৮৮-৮৯)*

মহানবী ﷺ বলেন, "জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ খোশবু হল মেহেন্দি (ফুল)।"

(ত্বাবারানী, সিঃ সহীহাহ ১৪২০নং)

জান্নাতের পশু-পক্ষী

জান্নাতে পাখী আছে। সেই পাখীর মাংস জান্নাতীদের খাদ্য হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ} (٢١) سورة الواقعة

অর্থাৎ, (তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে চির কিশোররা) তাদের পছন্দমত পাখীর মাংস নিয়ে। *(ওয়াক্বিআহ ঃ ২১)*

হাদীসে এসেছে, কাউষারের নিকট এমন পাখী আছে, যাদের গর্দান উটের মত। *(তিরমিযী)*

আবু মাসঊদ ﷺ বলেন, একটি লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে লাগামযুক্ত উটনী নিয়ে হাজির হল এবং বলল, 'এটি আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য দান করা হল)।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "কিয়ামতের দিনে তোমার জন্য এর বিনিময়ে সাতশ'টি উটনী হবে; যার প্রত্যেকটি লাগামযুক্ত হবে।" *(মুসলিম ৫০০৫নং)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "ছাগল-ভেড়ার খামারে নামায পড় এবং তার পোঁটা মুছে (যত্ন কর)। কারণ, তা জান্নাতের অন্যতম পশু।" *(বাইহাক্বী, সিঃ সহীহাহ ১১২৮নং)*

জান্নাতের হকদার কারা?

জান্নাতের হকদার সেই মু'মিনগণ, যারা কোনদিন কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক করেনি। অর্থাৎ, শির্ক করেনি। অথবা শির্ক করার পর তওবা না ক'রে শির্ক নিয়ে মারা যায়নি।

পক্ষান্তরে যারা শির্ক করে, শির্ক নিয়ে মারা যায়, কুফরী করে, ঈমানের কোন বিষয়কে অস্বীকার বা মিথ্যাজ্ঞান করে, তাদের জন্য জান্নাত হারাম।

কুরআন-কারীমে যেখানেই জান্নাতের হকদারদের কথা বলা হয়েছে, সেখানেই কারণ স্বরূপ ঈমান ও নেক আমলকে উল্লেখ করা হয়েছে। কোথাও কোথাও সেই নেক আমলের বিস্তারিত বিবরণও এসেছে। তার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

{وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (٢٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের শুভ সংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত; যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, যখনই তাদের ফলমূল খেতে দেওয়া হবে, তখনই তারা বলবে, 'আমাদেরকে (পৃথিবীতে অথবা জান্নাতে) পূর্বে জীবিকারূপে যা দেওয়া হত, এ তো তাই।' তাদেরকে পরস্পর একই সদৃশ ফল দান করা হবে এবং সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সহধর্মিনীগণ রয়েছে, অধিকন্তু তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। *(বাক্বারাহ ঃ ২৫)*

{وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً} (٥٧) النساء

অর্থাৎ, আর যারা বিশ্বাস করে ও ভাল কাজ করে, তাদেরকে বেহেশ্তে প্রবেশ করাব; যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী আছে এবং তাদেরকে চিরস্নিগ্ধ ঘন ছায়ায় স্থান দান করব। *(নিসা ঃ ৫৭)*

{وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً} (١٢٢) النساء

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদেরকে বেহেশ্তে প্রবেশাধিকার দান করব; যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর কে আছে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী? *(ঐ ঃ ১২২)*

{وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}

অর্থাৎ, পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস করেছে (মু'মিন হয়েছে) এবং সৎকাজ করেছে, তারাই হবে জান্নাতের অধিবাসী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। *(বাক্বারাহ ঃ ৮২)*

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمْ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (٢٣) سورة هود

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করেছে এবং সৎকার্যাবলী সম্পন্ন করেছে, আর নিজেদের প্রতিপালকের কাছে বিনত হয়েছে, তারাই হবে জান্নাতবাসী; তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে। *(হূদ ঃ ২৩)*

{وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }

অর্থাৎ, আল্লাহ বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদেরকে এমন উদ্যানসমূহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন, যেগুলোর নিম্নদেশে বইতে থাকবে নদীমালা, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আরও (প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন) চিরস্থায়ী উদ্যানসমূহে (জান্নাতে আদনে) পবিত্র বাসস্থানসমূহের। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় (নিয়ামত)। এটাই হচ্ছে অতি বড় সফলতা। *(তাওবাহঃ ৭২)*

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ } (٩) سورة يونس

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করেছে এবং ভাল কাজ করেছে তাদের প্রতিপালক তাদের বিশ্বাসের কারণে তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন, শান্তির উদ্যানসমূহে তাদের (বাসস্থানের) তলদেশ দিয়ে নদীমালা প্রবাহিত থাকবে। *(ইউনুসঃ ৯)*

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَانُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً (٣٠) أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ الأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَاباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً } (٣١) سورة الكهف

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস রাখে ও সৎকর্ম করে, আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করি। যে ভালো কর্ম করে, আমি তার কর্মফল নষ্ট করি না। তাদেরই জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত; যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেথায় তাদেরকে স্বর্ণ-কঙ্কণে অলঙ্কৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও স্থূল রেশমের সবুজ বস্ত্র ও সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে; কত সুন্দর সে পুরস্কার ও কত উত্তম সে আশ্রয়স্থল। *(কাহ্ফঃ ৩০-৩১)*

{وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى (٧٥) جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء مَن تَزَكَّى }(٧٦)

অর্থাৎ, আর যারা তাঁর নিকট বিশ্বাসী হয়ে ও সৎকর্ম করে উপস্থিত হবে, তাদের জন্য আছে সমুচ্চ মর্যাদাসমূহ। স্থায়ী জান্নাত যার নিচে নদীমালা প্রবাহিত; সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আর এই পুরস্কার তাদেরই যারা পবিত্র। *(ত্বাহাঃ ৭৫-৭৬)*

বলে রাখা ভাল যে, আমল নেক, কর্ম সৎ বা কাজ ভাল তখন হয়, যখন

সে কাজে আল্লাহ খুশী হন, তা বিশুদ্ধভাবে আল্লাহরই জন্য এবং মুহাম্মাদী তরীকা অনুযায়ী করা হয়। এই তিনটের মধ্যে যে কোন একটি কোন কাজে না পাওয়া গেলে সে কাজ ভাল কাজ নয়।

কখনো জান্নাত যাওয়ার কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে, তারা মুসলমান ছিল।

{يَا عِبَادِ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (٦٨) الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (٦٩) ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ } (٧٠)

অর্থাৎ, হে আমার দাসগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিলে এবং আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) ছিলে। তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিনীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। *(যুখরুফঃ ৬৮-৭০)*

কখনো এর কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে, তারা আল্লাহর ইবাদতে আন্তরিক ছিল অথবা তারা আল্লাহর খাঁটি বান্দা ছিল।

{إِلَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (٤٠) أُوْلَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ (٤١) فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ (٤٢) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ } (٤٣) سورة الصافات

অর্থাৎ, তবে যারা আল্লাহর বিশুদ্ধ-চিত্ত দাস, তারা নয়। তাদের জন্য আছে নির্ধারিত রুযী। বহু ফলমূল এবং তারা হবে সম্মানিত, সুখময় বাগানসমূহে। *(স্বা-ফ্ফাতঃ ৪০-৪৩)*

কখনো জান্নাতের হকদারদের বিভিন্ন ইবাদতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

{إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَايَسْتَكْبِرُونَ (١٥) تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (١٦) فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } (١٧) سورة السجدة

অর্থাৎ, কেবল তারাই আমার আয়াতসমূহ বিশ্বাস করে, যাদেরকে ওর দ্বারা উপদেশ দেওয়া হলে তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করে না। তারা শয্যা ত্যাগ করে আকাঙ্ক্ষা ও আশংকার সাথে তাদের প্রতিপালককে ডাকে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী প্রদান করেছি, তা হতে তারা দান করে। কেউই জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের বিনিময় স্বরূপ নয়ন-প্রীতিকর কি পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে। *(সাজদাহঃ ১৫-১৭)*

কখনো আপদে-বিপদে ও বালা-মসীবতে ধৈর্য ও আল্লাহর উপর ভরসা রাখার বিনিময়ে জান্নাত লাভের কথা বলা হয়েছে,

{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (٥٨) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} (٥٩) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদসমূহে স্থান দান করব; যার নিচে নদীমালা প্রবাহিত থাকবে, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার কত উত্তম! যারা ধৈর্য অবলম্বন করে ও তাদের প্রতিপালকের ওপরেই নির্ভর করে। *(আনকাবূত ঃ ৫৮-৫৯)*

কখনো ঈমান ও দ্বীনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ও অটল থাকার বিনিময়ে জান্নাত লাভের কথা বলা হয়েছে।

{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٣٠) نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (٣١) نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ} (٣٢) سورة فصلت

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ' তারপর তাতে অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হয় (এবং বলে), 'তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ নাও। ইহকালে আমরা তোমাদের বন্ধু এবং পরকালেও; সেখানে তোমাদের জন্য সমস্ত কিছু রয়েছে যা তোমাদের মন চায়, যা তোমরা আকাঙ্ক্ষা কর। চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে এ হবে আপ্যায়ন।' *(হা-মীম সাজদাহ ঃ ৩০-৩২)*

{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٣) أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (١٤)

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ' অতঃপর এই বিশ্বাসে অবিচলিত থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, এটাই তাদের কর্মফল। *(আহক্বাফ ঃ ১৩-১৪)*

কখনো বিনীত হওয়ার বিনিময়ে জান্নাত লাভের কথা বলা হয়েছে।

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمْ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (٢٣) سورة هود

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করেছে এবং সৎকার্যাবলী সম্পন্ন করেছে, আর নিজেদের প্রতিপালকের কাছে বিনত হয়েছে, তারাই হবে জান্নাতবাসী; তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে। *(হূদ ঃ ২৩)*

কখনো আল্লাহ-ভীতিকে জান্নাত-লাভের কারণ বলা হয়েছে।

{وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} (٤٦) سورة الرحمن

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি (জান্নাতের) বাগান। *(রাহমান ঃ ৪৬)*

অনুরূপভাবে কাফেরদের সাথে অন্তরঙ্গতা না করা এবং নিকটাত্মীয় হলেও তাদের সাথে ভালোবাসা না রাখা জান্নাত যাওয়ার একটি কারণ। *(মুজাদালাহ ঃ ২২)*

একই সঙ্গে একাধিক সৎকর্মকে জান্নাত যাওয়ার অসীলা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *(রা'দ ঃ ১৯-২৪, মু'মিনূন ঃ ১-১১, মাআরিজ ঃ ২২-৩৫)*

হাদীসেও স্পষ্টভাবে কোন কোন কাজের কাজীকে জান্নাতী বলা হয়েছে। অবশ্য প্রত্যেক কাজের সাথে ঈমান হল পূর্ব-শর্ত। উদাহরণ স্বরূপ যেমন ঃ-

"হে মানুষ! তোমরা সালাম প্রচার কর, অন্নদান কর, জ্ঞাতি-বন্ধন অক্ষুন্ন রাখ এবং লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তোমরা নামায পড়। তাহলে তোমরা নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব ৬১০নং)*

"জান্নাতী হল তিন প্রকার ব্যক্তি; ন্যায়পরায়ণ দানশীল তওফীকপ্রাপ্ত শাসক, দয়াবান এবং প্রত্যেক আত্মীয় তথা মুসলিমের প্রতি কোমল-হৃদয়। আর (অশ্লীলতা ও যাচ্ঞা) থেকে পবিত্র সন্তানবান ব্যক্তি।" *(মুসলিম)*

"আল্লাহ সুবহানাহু অতাআলা ঐ দুটি লোককে দেখে হাসেন, যাদের মধ্যে একজন অপরজনকে হত্যা করে এবং দু'জনই জান্নাতে প্রবেশ করবে। নিহত ব্যক্তিকে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা অবস্থায় (কোন কাফের কর্তৃক) হত্যা করে দেওয়া হল। পরে আল্লাহ তাআলা হত্যাকারী কাফেরকে তওবা করার তাওফীক প্রদান করেন। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যায়।" *(বুখারী-মুসলিম)*

"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তোমাদের পাঁচ ওয়াক্তের (ফরয) নামায পড়, তোমাদের রমযান মাসের রোযা রাখ, তোমাদের মালের যাকাত আদায় কর এবং তোমাদের নেতা ও শাসকগোষ্ঠীর আনুগত্য কর (যদি তাদের আদেশ শরীয়ত বিরোধী না হয়), তাহলে তোমরা তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(তিরমিযী)*

"একদা এক ব্যক্তি পথে চলছিল। তাকে খুবই পিপাসা লাগল। অতঃপর সে একটি কূপ পেল। সুতরাং সে তাতে নেমে পানি পান করল। অতঃপর বের হয়ে দেখতে পেল যে, (ওখানেই) একটি কুকুর পিপাসার জ্বালায় জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে ও কাদা চাঁটছে। লোকটি (অন্তরে) বলল, পিপাসার তাড়নায় আমি যে পর্যায়ে পৌঁছেছিলাম, কুকুরটিও সেই পর্যায়ে পৌঁছেছে। অতএব সে কূপে নামল তারপর তার চামড়ার মোজায় পানি ভর্তি করল। অতঃপর সে তা মুখে ধরে উপরে উঠল এবং কুকুরটিকে পানি পান করাল। আল্লাহ তাআলা তার এই আমলকে কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন।" সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! চতুষ্পদ জন্তুর প্রতি দয়া প্রদর্শনেও কি আমাদের সওয়াব হবে?' তিনি বললেন, "প্রত্যেক জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনে নেকী রয়েছে।"

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আল্লাহ তাআলা তার এই আমলকে কবুল করলেন অতঃপর তাকে ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।"

"আমি এক ব্যক্তিকে জান্নাতে ঘোরাফেরা করতে দেখলাম। যে (পৃথিবীতে) রাস্তার মধ্য হতে একটি গাছ কেটে সরিয়ে দিয়েছিল, যেটি মুসলিমদেরকে কষ্ট দিচ্ছিল।" *(মুসলিম)*

"যে ব্যক্তি দুই ঠান্ডা (অর্থাৎ, ফজর ও আসরের) নামায পড়বে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

"চল্লিশটি সৎকর্ম আছে তার মধ্যে উচ্চতম হল, দুধ পানের জন্য (কোন দরিদ্রকে) ছাগল সাময়িকভাবে দান করা। যে কোন আমলকারী এর মধ্য হতে যে কোন একটি সৎকর্মের উপর প্রতিদানের আশা ক'রে ও তার প্রতিশ্রুত পুরস্কারকে সত্য জেনে আমল করবে, তাকে আল্লাহ তার বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" *(বুখারী)*

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করবে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তার সাথে কোন জিনিসকে অংশীদার করবে (এবং তওবা না করে ঐ অবস্থাতেই সে মৃত্যুবরণ করবে) সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" *(মুসলিম)*

"যে ব্যক্তির শেষ কথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হবে (অর্থাৎ এই কলেমা পড়তে পড়তে যার মৃত্যু হবে), সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(আবূ দাউদ, হাকেম)*

এক ব্যক্তি নিবেদন করল, "হে আল্লাহর রসূল! আমি এই (সূরা) 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' ভালবাসি।" তিনি বললেন, "এর ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।" *(তিরমিযী, বুখারী বিচ্ছিন্ন সনদে)*

একটি লোক নবী ﷺ-কে বলল, 'আমাকে এমন একটি আমল বলুন, যা

আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।' তিনি বললেন, "আল্লাহর বন্দেগী করবে, আর তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার স্থির করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখবে।" *(বুখারী, মুসলিম)*

"যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তার দুই চোয়ালের মধ্যস্থিত অঙ্গ (জিহ্বা) ও দু'পায়ের মাঝখানের অঙ্গ (লজ্জাস্থান)এর ক্ষতি থেকে মুক্ত রাখবেন, সে জান্নাত প্রবেশ করবে।" *(তিরমিযী হাসান)*

"আমার প্রত্যেকটি উম্মত বেহেশ্তে প্রবেশ করবে, তবে সে নয় যে (বেহেশ্ত প্রবেশে) অস্বীকার করবে।" বলা হল, 'অস্বীকার আবার কে করবে হে আল্লাহর রসূল?!' তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে, সে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে। আর যে আমার নাফরমানি করবে, সেই আসলে (বেহেশ্ত প্রবেশে) অস্বীকার করবে।" *(বুখারী ৭২৮০নং)*

একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন আমল শিখিয়ে দেন; যা করলে আমি জান্নাত প্রবেশ করতে পারব।' তিনি বললেন, "তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক (অংশী) করো না; যদিও তোমাকে সে ব্যাপারে শাস্তি দেওয়া হয় এবং পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়। তোমার মাতা-পিতার আনুগত্য কর; যদিও তারা তোমাকে তোমার ধন-সম্পদ এবং সমস্ত কিছু থেকে দূর করতে চায়। আর ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগ করো না; কারণ, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগ করে তার উপর থেকে আল্লাহর দায়িত্ব উঠে যায়।" *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব, সহীহ তারগীব ৫৬৬ নং)*

"যে ব্যক্তি নিয়মনিষ্ঠভাবে দিবারাত্রে বারো রাকআত নামায পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে; যোহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে (এক সালামে) চার রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরেবের পর দুই রাকআত, এশার পর দুই রাকআত এবং ফজরের (ফরযের) পূর্বে দুই রাকআত।" *(নাসাঈ, এবং শব্দগুলি তাঁরই, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ৫৭৭নং)*

"মহিলা যখন তার পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করে, তার রমযান মাসের রোযা পালন করে, (অবৈধ যৌনাচার থেকে) তার যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে এবং তার স্বামীর কথা ও আদেশমত চলে, তখন তাকে বলা হয়, জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা তুমি সেই দরজা দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ কর।" *(ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৬৬০ নং)*

জান্নাতের পথ সহজ নয়

জান্নাত লাভের পথ নিশ্চয় সহজ নয়। বরং সে পথ বড় বন্ধুর, বড়

কষ্টের। উপরে চড়া কি সহজ হতে পারে?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জাহান্নামকে মনোলোভা জিনিসসমূহ দ্বারা ঘিরে দেওয়া হয়েছে এবং জান্নাতকে ঘিরে দেওয়া হয়েছে কষ্টসাধ্য কর্মসমূহ দ্বারা।" *(বুখারী-মুসলিম)*

সুতরাং জান্নাত পেতে হলে মনোলোভা জিনিস থেকে মনকে বিরত রাখতে হবে, লোভনীয় কামনা-বাসনা থেকে মনকে বঞ্চিত করতে হবে। খেয়াল-খুশী মতে চলা হতে বিরত থাকতে হবে। মন যা চায়, তাই করা হতে দূরে থাকতে হবে। আর তাতে কষ্ট হবে, ফলে ধৈর্য ধরতে হবে। যে কাজে মন আনন্দ পাবে, সাধারণতঃ সে কাজ হল জাহান্নামের। আর যে কাজে কষ্ট আছে, সে কাজ সাধারণতঃ জান্নাতের।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ যখন জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি করলেন, তখন জিব্রাঈলকে জান্নাতের দিকে পাঠিয়ে বললেন, 'যাও, জান্নাত এবং তার অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রী দর্শন কর।' সুতরাং তিনি গেলেন এবং দর্শন ক'রে ফিরে এসে বললেন, 'আপনার সম্মানের কসম! যে কেউ এর কথা শুনবে, সে এতে প্রবেশ করতে চাইবে।' অতঃপর আল্লাহ জান্নাতকে কষ্টসাধ্য কর্মসমূহ দিয়ে ঘিরে দিতে আদেশ করলেন। তারপর আবার তাঁকে বললেন, 'যাও, জান্নাত এবং তার অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রী দর্শন কর।' সুতরাং তিনি গেলেন এবং দর্শন ক'রে ফিরে এসে বললেন, 'আপনার সম্মানের কসম! আমার আশঙ্কা হয় যে, কেউ তাতে প্রবেশ করতে পারবে না।'

অতঃপর আল্লাহ তাঁকে জাহান্নামের দিকে পাঠিয়ে বললেন, 'যাও, জাহান্নাম এবং তার অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রী দর্শন কর।' সুতরাং তিনি গেলেন এবং দেখলেন, তার আগুনের এক অংশ অপর অংশের উপর চেপে রয়েছে। অতঃপর তিনি ফিরে এসে বললেন, 'আপনার সম্মানের কসম! যে কেউ এর কথা শুনবে, সে এতে প্রবেশ করতে চাইবে না।' তারপর জাহান্নামকে মনোলোভা জিনিসসমূহ দিয়ে ঘিরে দিতে আদেশ করলেন এবং পুনরায় তাঁকে বললেন, 'যাও, জাহান্নাম এবং তার অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রী দর্শন কর।' সুতরাং তিনি গেলেন এবং দর্শন ক'রে ফিরে এসে বললেন, 'আপনার সম্মানের কসম! আমার আশঙ্কা হয় যে, কেউ পরিত্রাণ পাবে না, সবাই তাতে প্রবেশ করবে।' *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সঃ তারগীব ৩৬৬৯নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি গভীর রাত্রিকে ভয় করে, সে যেন সন্ধ্যা রাত্রেই সফর শুরু করে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যারাত্রে চলতে লাগে, সে

গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়। সাবধান! আল্লাহর পণ্য বড় আক্রা। শোনো! আল্লাহর পণ্য হল জান্নাত।" *(তিরমিযী, হাসান)*

বলাই বাহুল্য যে, জান্নাত ও তার সুখ-সামগ্রী যেমন অমূল্য, তেমনি জান্নাতী সুন্দরী সুনয়না হুরীদের মোহরও অনেক বেশি। সুতরাং যে এমন সুখ চায় এবং এমন স্ত্রী চায়, সে কি প্রস্তুতি না নিয়ে বসে থাকতে পারে?

জান্নাতীরা জাহান্নামীদের ওয়ারেস হবে

কুরআন কারীমে বলা হয়েছে, জান্নাতীরা জান্নাতের ওয়ারেস হবে।

{أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (١٠) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } (١١)

অর্থাৎ, (অবশ্যই বিশ্বাসিগণ সফলকাম হয়েছে। যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র।).....তারাই হবে উত্তরাধিকারী। উত্তরাধিকারী হবে ফিরদাউসের; যাতে তারা চিরস্থায়ী হবে। *(মু'মিনূনঃ ১০-১১)*

{وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } (٧٢) سورة الزخرف

অর্থাৎ, এটিই জান্নাত, তোমরা তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ যার অধিকারী হয়েছ। *(যুখরুফঃ ৭২)*

{تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا } (٦٣) سورة مريم

অর্থাৎ, এ হল সেই জান্নাত যার অধিকারী করব আমি আমার দাসদের মধ্যে সংযমশীলকে। *(মারয়্যামঃ ৬৩)*

{وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ } (٧٤) سورة الزمر

অর্থাৎ, তারা (প্রবেশ ক'রে) বলবে, 'প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির অধিকারী করেছেন; আমরা জান্নাতে যথা ইচ্ছা বসবাস করব। সদাচারীদের পুরস্কার কত উত্তম!' *(যুমারঃ ৭৪)*

কিন্তু ওয়ারেস মানেই মুওয়ার্রিস আছে। আর সেই মুওয়ার্রিস হল কাফেরদল। যেহেতু তারা জান্নাতের হকদার হতে পারত, কিন্তু নিজেদের দোষে সেই হক থেকে বঞ্চিত হয়ে জাহান্নামে যাবে। আর তাদের জায়গার উত্তরাধিকারী বানানো হবে মুসলিমগণকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানকে একজন ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টানকে দিয়ে বলবেন, এই তোমার জাহান্নাম থেকে বাঁচার মুক্তিপণ।" *(মুসলিম)*

এ কথার অর্থ অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে; 'প্রত্যেকের জন্য বেহেশ্তে একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে এবং দোযখেও আছে। সুতরাং মু'মিন যখন বেহেশ্তে প্রবেশ করবে, তখন দোযখে তার স্থলাভিষিক্ত হবে কাফের।' *(ইবনে মাজাহ)*

যেহেতু সে তার কুফরীর কারণে তার উপযুক্ত। আর 'মুক্তিপণ' অর্থ এই যে, তুমি দোযখের সম্মুখীন ছিলে; কিন্তু এটি হল তোমার মুক্তির বিনিময়। যেহেতু মহান আল্লাহ দোযখ ভরতি করার জন্য একটি সংখ্যা নির্ধারিত রেখেছেন। সুতরাং তারা যখন তাদের কুফরী ও পাপের কারণে সেখানে প্রবেশ করবে, তখন তারা হবে মু'মিনদের 'মুক্তিপণ।' আর মুমিনরা হবে কাফেরদের ওয়ারেস।

জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী কারা?

জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী হবে দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীর মানুষ। মানুষের কাছে দুর্বল। মানুষ যাকে তার বিনয়ের কারণে ছোট ভাববে, গরীবির কারণে ক্ষুদ্র ভাববে, তার ভদ্রতাকে দুর্বলতা মনে করবে, তার উপর অত্যাচার করবে।

নবী ﷺ বলেছেন, "আমি বেহেশ্তের মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীই গরীবদের দল। আর দোযখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীই মহিলা।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

"আমি তোমাদেরকে জান্নাতীদের সম্পর্কে অবহিত করব না কি? (তারা হল) প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি এবং এমন ব্যক্তি যাকে দুর্বল মনে করা হয়। সে যদি আল্লাহর নামে কসম খায়, তাহলে তা তিনি নিশ্চয়ই পুরা ক'রে দেন। আমি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত করব না কি? (তারা হল) প্রত্যেক রূঢ় স্বভাব, কঠিন হৃদয় দাম্ভিক ব্যক্তি।" *(বুখারী, মুসলিম)*

"একদা জান্নাত ও জাহান্নামের বিবাদ হল। জাহান্নাম বলল, 'আমার মধ্যে উদ্ধত ও অহংকারী লোকেরা থাকবে।' আর জান্নাত বলল, 'দুর্বল ও দরিদ্র ব্যক্তিরা আমার ভিতরে বসবাস করবে।' অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে ফায়সালা করলেন যে, 'তুমি জান্নাত আমার রহমত, তোমার দ্বারা আমি যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করব। এবং তুমি জাহান্নাম আমার শাস্তি, তোমার দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেব। আর তোমাদের উভয়কেই পরিপূর্ণ করা আমার দায়িত্ব।" *(মুসলিম)*

"জান্নাতে এমন লোক প্রবেশ করবে যাদের অন্তর হবে পাখীর অন্তরের মত।" *(মুসলিম)*

জান্নাতে পুরুষের সংখ্যা বেশী হবে, না নারীর সংখ্যা?

উপরোল্লিখিত আলোচনায় বুঝা যায়, নারীরা অধিকাংশ জাহান্নামী হবে। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, জান্নাতে নারীর সংখ্যা কম হবে। আসলে জান্নাতে জান্নাতী হুরীদেরকে নিয়ে নারীর সংখ্যাই অধিক হবে। অবশ্য এ কথাও সত্য যে, দুনিয়ার মহিলাদের অধিকাংশ জাহান্নামী হবে।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "(জান্নাতে) জান্নাতীদের পাত্র হবে স্বর্ণের, তাদের গায়ের ঘাম হবে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধময়। তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন দু'জন স্ত্রী থাকবে, যাদের সৌন্দর্যের দরুন মাংস ভেদ ক'রে পায়ের নলার হাড়ের মজ্জা দেখা যাবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

সুতরাং পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা দ্বিগুণ হবে জান্নাতে। আর জাহান্নামেও পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশী হবে। তবে তারা সবাই হবে দুনিয়ার মেয়ে।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের সবচেয়ে খারাপ মেয়ে তারা, যারা বেপর্দা, অহংকারী, তারা কপট নারী, তাদের মধ্যে লাল রঙের ঠোঁট ও পা-বিশিষ্ট কাকের মত (বিরল) সংখ্যক বেহেশ্তে যাবে।" *(বাইহাক্বী)*

ভাববার বিষয় যে, দুনিয়াতে এই শ্রেণীর মহিলাই বেশী। আরো যে কারণে মহিলারা অধিকাংশ জাহান্নামে যাবে, তাও তাদের মাঝে কম নয়।

একদা নবী ﷺ (মহিলাদেরকে সম্বোধন ক'রে) বললেন, "হে মহিলা সকল! তোমরা সাদকাহ-খয়রাত করতে থাক ও অধিকমাত্রায় ইস্তিগফার কর। কারণ আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীরূপে দেখলাম।" একজন মহিলা নিবেদন করল, 'আমাদের অধিকাংশ জাহান্নামী হওয়ার কারণ কী? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তোমরা অভিশাপ বেশি কর এবং নিজ স্বামীর অকৃতজ্ঞতা কর। বুদ্ধি ও ধর্মে অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিচক্ষণ ব্যক্তির উপর তোমাদের চাইতে আর কাউকে বেশি প্রভাব খাটাতে দেখিনি।" মহিলাটি আবার নিবেদন করল, 'বুদ্ধি ও ধর্মের ক্ষেত্রে অপূর্ণতা কী?' তিনি বললেন, "দু'জন নারীর সাক্ষ্য একটি পুরুষের সাক্ষ্য সমতুল্য। (প্রসবোত্তর খুন ও মাসিক আসার) দিনগুলিতে মহিলা নামায পড়া বন্ধ রাখে।" *(মুসলিম)*

মহানবী ﷺ বলেন, "আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসিনী

হল মহিলা।” সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তা কী জন্য হে আল্লাহর রসূল?’ বললেন, “তাদের কুফরীর জন্য।” তাঁরা বললেন, ‘আল্লাহর সাথে কুফরী?’ তিনি বললেন, “(না, তারা স্বামীর কুফরী (অকৃতজ্ঞতা) ও নিমকহারামি করে। তাদের কারো প্রতি যদি সারা জীবন এহসানী কর, অতঃপর সে যদি তোমার নিকট সামান্য ত্রুটি লক্ষ্য করে, তাহলে ব’লে বসে, তোমার নিকট কোন মঙ্গল দেখলাম না আমি!” *(বুখারী, মুসলিম)*

মৃত শিশুদের জান্নাত-জাহান্নাম

এ কথা বিদিত যে, কাফের কুফরীর কারণে জাহান্নামে যাবে, আর মু’মিন ঈমানের কারণে যাবে জান্নাতে। কিন্তু তাদের অবস্থা কী হবে, যাদের কুফরী শু ঈমান নেই। শিশু, পাগল ও এমন মানুষ, যার কাছে ইসলামের দাওয়াত আদৌ পৌঁছেনি, তার অবস্থা পরকালে কী হবে?

মু’মিনদের শিশু জান্নাতী পিতা-মাতার সাথে জান্নাতে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَـاهُم مِّـنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} (٢١) سورة الطور

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করে আর তাদের সন্তান-সন্ততি বিশ্বাসে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ। *(তূর ঃ ২১)*

ঐ শিশুরা শুধু জান্নাতে যাবে তাই নয়, বরং পিতা-মাতা দোযখ যাওয়ার হকদার হলে, মহান আল্লাহর কাছে সুপারিশ ক’রে তাদেরকে বেহেশ্তে আনার চেষ্টা করবে।

নবী ﷺ বলেন, “সেই সত্তার শপথ; যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! গর্ভচ্যুত (মৃত) শিশু তার নাভির নাড়ী ধরে নিজের মাতাকে বেহেশ্তের দিকে টেনে নিয়ে যাবে---যদি ঐ মা (তার গর্ভপাত হওয়ার সময়) ঐ সওয়াবের আশা রাখে তবে।” *(সহীহ ইবনে মাজাহ ১৩০৫নং)*

অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী, সে তার পিতা-মাতার কাপড় ধরে জান্নাতে নিয়ে যাবে। *(সিঃ সহীহাহ ৪৩২নং)*

তিনি আরো বলেছেন, “যে মহিলার তিনটি শিশু মারা যাবে, সেই মহিলার জন্য ঐ শিশুরা জাহান্নাম থেকে পর্দা স্বরূপ হবে।” এক মহিলা বলল, ‘ আর দুটি মারা গেলে?’ তিনি বললেন, “দুটি মারা গেলেও। (তারা

তার মায়ের জন্য জাহান্নাম থেকে পর্দা হবে।)” *(বুখারী ১০১ নং, মুসলিম ২৬৩৩ নং)*

বলাই বাহুল্য যে, যে অপরের জন্য জাহান্নামের পর্দা হবে, সে কি জাহান্নামে যাবে? বরং উভয়েই জান্নাতে যাবে। আর এ কথা স্পষ্টভাবে একাধিক হাদীসেও এসেছে যে, মু’মিনদের শিশু-সন্তানরাও জান্নাতে যাবে। *(দ্রঃ ফাতহুল বারী ৩/২৪৫)*

এই শিশুরা পিতামাতার জন্য জান্নাতে পূর্ব-প্রেরিত ব্যবস্থাপকের মত হবে। তারা ইব্রাহীম নবী ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে মধ্যজগতে বাস করবে।

তবে নির্দিষ্টভাবে কোন শিশুকে জান্নাতী বলে আখ্যায়ন করা যাবে না। যেমন জান্নাতের কাজ করলেও নির্দিষ্ট ক’রে কোন মুসলিমকে ‘জান্নাতী’ বলে বিশ্বাস করা যাবে না। *(মাজমূউ ফাতাওয়া ৪/২৮১)*

পক্ষান্তরে কাফেরদের শিশু-সন্তান, অনুরূপ যারা প্রকৃতই ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানেনি, শুনেনি তাদের কাছে এবং পাগলদের কাছে কিয়ামতে আল্লাহর আনুগত্যের উপর এক পরীক্ষা নেওয়া হবে। তাতে যারা উত্তীর্ণ হবে, তারা জান্নাতবাসী এবং অবশিষ্ট দোযখবাসী হবে। *(তাফসীর ইবনে কাষীর ৩/২৯-৩২)*

জাহান্নামীর তুলনায় জান্নাতীর সংখ্যা

জাহান্নামীদের তুলনায় জান্নাতীদের সংখ্যা নেহাতই কম। দুনিয়ার মানুষের প্রতি লক্ষ্য করলেই সে সংখ্যা নগণ্য হওয়ারই কথা। কাফেরদের মাঝে মুসলিমদের সংখ্যা কত? আবার মুসলিমদের মাঝে প্রকৃত মুসলিমদের সংখ্যা কত?

(কিয়ামতে ফিরিশ্তাদেরকে হুকুম করা হবে যে,) ‘তোমরা ওদেরকে থামাও। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।’ তারপর বলা হবে, ‘ওদের মধ্য থেকে জাহান্নামে প্রেরিতব্য দল বের করে নাও।’ জিজ্ঞাসা করা হবে, ‘কত থেকে কত?’ বলা হবে, ‘প্রতি হাজারে নয়শ’ নিরানব্বই জন।’ বস্তুতঃ এ দিনটি এত ভয়ংকর হবে যে, শিশুকে বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে এবং এ দিনেই (মহান আল্লাহ নিজ) পায়ের গোছা অনাবৃত করবেন। *(মুসলিম)*

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, আমরা প্রায় চল্লিশ জন মানুষ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে একটি তাঁবুতে ছিলাম। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কি পছন্দ কর যে, তোমরা জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ হবে? আমরা বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমরা কি জান্নাতবাসীদের এক তৃতীয়াংশ হতে পছন্দ কর? আমরা বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাঁর শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আছে, আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশী যে,

জান্নাতবাসীদের অর্ধেক তোমরাই হবে। এটা এ জন্য যে, শুধুমাত্র মুসলিম প্রাণ ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর মুশরিকদের তুলনায় তোমরা এরূপ, যেরূপ কালো বলদের গায়ে (একটি) সাদা লোম অথবা লাল বলদের গায়ে (একটি) কালো লোম। *(বুখারী ও মুসলিম)*

এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, জান্নাতীদের ১২০ কাতার হবে, তার মধ্যে ৮০ কাতার মুহাম্মাদী উম্মাতের এবং বাকী ৪০ অন্যান্য উম্মতদের। *(তিরমিযী, দারেমী, বাইহাক্বী)* সুতরাং জান্নাতীদের দুই-তৃতীয়াংশ এই উম্মতের লোক হবে।

কেবল এই উম্মতের জান্নাতীর হার হবে তিয়াত্তরের একটি। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "ইয়াহুদী একাত্তর দলে এবং খ্রিষ্টান বাহাত্তর দলে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। আর এই উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। যার মধ্যে একটি ছাড়া বাকী সব ক'টি জাহান্নামে যাবে।" অতঃপর ঐ একটি দল প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "তারা হল জামাআত। যে জামাআত আমি ও আমার সাহাবা যে মতাদর্শের উপর আছি, তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" *(সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১৭১-১৭২, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০৩, ১৪৯২নং)*

জান্নাতের সর্দারগণ

জান্নাতে সবাই যুবক-যুবতী। তবুও পার্থিব জীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখে জান্নাতে বৃদ্ধদের সর্দার থাকবেন এবং যুবকদেরও সর্দার থাকবেন, যেমন সর্দার থাকবেন মহিলাদেরও।

বৃদ্ধদের সর্দার হবেন আবূ বাক্র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)। *(সিঃ সহীহাহ ৮২৪নং)*

যুবকদের সর্দার হবেন হাসান ও হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)। *(তিরমিযী, হাকেম, ত্বাবারানী, আহমাদ)*

মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জান্নাতবাসিনী হবেন খাদীজা, ফাতেমা, মারয়্যাম ও আসিয়া। *(সিঃ সহীহাহ ১৫০৮নং)*

মহানবী ﷺ মৃত্যুর পূর্বে বলেছিলেন, "হে ফাতেমা! তুমি কি এটা পছন্দ কর না যে, মু'মিন নারীদের তুমি সর্দার হবে অথবা এই উম্মতের নারীদের সর্দার হবে?" *(বুখারী, শব্দাবলী মুসলিমের)*

অবশ্য মারয়্যামই তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নারী। যেহেতু তিনি একজন নবীর মা। আর তাঁর জন্য মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء

الْعَالَمِينَ} (٤٢) سورة آل عمران

অর্থাৎ, (স্মরণ কর) যখন ফিরিশ্তাগণ বলেছিল, 'হে মারয়্যাম! আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীদের মধ্যে তোমাকে নির্বাচিত করেছেন। *(আলে ইমরান ঃ ৪২)*

জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত মানুষ

এ কথা বিদিত যে, সকল আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম) জান্নাতী। মহানবী ﷺ কর্তৃক দশজন সাহাবী একত্রে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। *(আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী প্রমুখ)* এঁদেরকে 'আশারায়ে মুবাশ্শারাহ' বলা হয়। এঁদের মধ্যে রয়েছেন চার খলীফা।

আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, একদা তিনি নিজ বাড়িতে ওযূ করে বাইরে গেলেন এবং (মনে মনে) বললেন যে, আজ আমি অবশ্যই আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাহচর্যে থাকব। সুতরাং তিনি মসজিদে গিয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সাহাবীগণ উত্তর দিলেন যে, তিনি এই দিকে গমন করেছেন। আবূ মূসা ﷺ বলেন, আমি তাঁর পশ্চাতে চলতে থাকলাম এবং তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত তিনি 'আরীস' কুয়ার (সন্নিকটবর্তী একটি বাগানে) প্রবেশ করলেন। আমি (বাগানের) প্রবেশ দ্বারের পাশে বসে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ পেশাব-পায়খানা সমাধা করে ওযূ করলেন। অতঃপর আমি উঠে তাঁর দিকে অগ্রসর হলাম। দেখলাম, তিনি 'আরীস' কুয়ার পাড়ের মাঝখানে পায়ের নলা খুলে পা দুটো তাতে ঝুলিয়ে বসে আছেন। আমি তাঁকে সালাম দিয়ে আবার ফিরে এসে প্রবেশ পথে বসে রইলাম। আর মনে মনে বললাম যে, আজ আমি অবশ্যই আল্লাহর রসূলের দ্বার রক্ষক হব। সুতরাং আবূ বাক্র ﷺ এসে দরজায় ধাক্কা দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'আবূ বাক্র।' আমি বললাম, 'একটু থামুন।' তারপর আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট গিয়ে নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহ রসূল! উনি আবূ বাক্র, প্রবেশ করার অনুমতি চাচ্ছেন।' তিনি বললেন, 'ওকে অনুমতি দাও। আর তার সাথে জান্নাতের সুসংবাদ জানিয়ে দাও।' সুতরাং আমি আবূ বাক্র ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, 'প্রবেশ করুন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ জানাচ্ছেন।' আবূ বাক্র প্রবেশ করলেন এবং কুয়ার পাড়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ডান দিকে পায়ের নলার কাপড় তুলে পা দুখানি কুয়াতে ঝুলিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর

মত বসে পড়লেন।

আমি পুনরায় দ্বার প্রান্তে ফিরে এসে বসে গেলাম। আমি মনে মনে বললাম, আমার ভাইকে ওযূ করা অবস্থায় ছেড়ে এসেছি; (ওযূর পরে) সে আমার পশ্চাতে আসবে। আল্লাহ যদি তার জন্য কল্যাণ চান, তাহলে তাকে (এখানে) আনবেন। হঠাৎ একটি লোক এসে দরজা নড়াল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে? সে বলল, উমার বিন খাত্তাব। আমি বললাম, একটু থামুন। অতঃপর আমি রসূল ﷺ-এর কাছে এসে নিবেদন করলাম যে, উনি উমার। প্রবেশ অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, ওকে অনুমতি দাও এবং ওকেও জান্নাতের সুসংবাদ জানাও। সুতরাং আমি উমারের নিকট এসে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে প্রবেশ অনুমতি দিচ্ছেন এবং জান্নাতের শুভ সংবাদও জানাচ্ছেন। সুতরাং তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং কুয়ার পাড়ে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর বাম পাশে কুয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে পড়লেন।

আমি আবার সেখানে ফিরে এসে বসে পড়লাম। আর মনে মনে বলতে থাকলাম, আল্লাহ যদি আমার ভায়ের মঙ্গল চান, তাহলে অবশ্যই তাকে নিয়ে আসবেন। (ইত্যবসরে) হঠাৎ একটি লোক দরজা নড়াল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কে?' সে বলল, 'আমি উসমান ইবনে আফফান।' আমি বললাম, 'একটু থামুন।' তারপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁর সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, 'ওকে অনুমতি দাও। আর জান্নাতের সুসংবাদ জানাও। তবে ওর জীবনে বিপর্যয় আছে।' আমি ফিরে এসে তাঁকে বললাম, 'প্রবেশ করুন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ জানাচ্ছেন। তবে আপনার বিপর্যয় আছে।' সুতরাং তিনি সেখানে প্রবেশ ক'রে দেখলেন যে, কুয়ার এক পাড় পূর্ণ হয়েছে। ফলে তিনি তাঁদের সামনের অপর পাড়ে গিয়ে বসে গেলেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

চতুর্থ খলীফা আলী বিন আবী তালেব ﷺ। আর অবশিষ্ট হলেন ঃ তালহা, যুবাইর, আব্দুর রহমান বিন আওফ, সা'দ বিন আবী অক্কাস, সাঈদ বিন যায়দ ও আবূ উবাইদাহ ﷺ।

এ ছাড়াও যাঁরা পৃথিবীতেই 'জান্নাতী' বলে ঘোষিত হয়েছেন, তাঁরা হলেন ঃ

১। শহীদগণের সর্দার হামযাহ বিন আব্দিল মুত্তালিব ﷺ। *(সঃ জামে' ৩৫৬৯নং)*

২। জা'ফর বিন আবী তালেব ﷺ। *(তিরমিযী, আবূ য়্যা'লা, হাকেম)*

৩। আব্দুল্লাহ বিন সালাম ﷺ। *(আহমাদ, ত্বাবারানী, হাকেম)*

৪। যায়দ বিন হারেষাহ ﷺ। *(সঃ জামে' ৩৩৬১নং)*

৫। যায়দ বিন আম্র বিন নুফাইল ﷺ। *(ঐ ৩৩৬২নং)*

৬। হারেষাহ বিন নু'মান ﷺ। *(তিরমিযী, হাকেম)*

৭। বিলাল বিন রাবাহ ﷺ।

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল ﷺ-কে উদ্দেশ্য ক'রে বললেন, "হে বিলাল! আমাকে সর্বাধিক আশাপ্রদ আমল বল, যা তুমি ইসলাম গ্রহণের পর বাস্তবায়িত করেছ। কেননা, আমি (মি'রাজের রাতে) জান্নাতের মধ্যে আমার সম্মুখে তোমার জুতার শব্দ শুনেছি।" বিলাল ﷺ বললেন, 'আমার দৃষ্টিতে এর চাইতে বেশী আশাপ্রদ এমন কোন আমল করিনি যে, আমি যখনই রাত-দিনের মধ্যে যে কোন সময় পবিত্রতা অর্জন (ওযূ, গোসল বা তায়াম্মুম) করেছি, তখনই ততটুকু নামায পড়ি, যতটুকু নামায পড়া আমার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ থাকে।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

৮। আবুদ দাহদাহ ﷺ। ইনি খেজুরের গোটা বাগান দান করেছিলেন। তার জন্য মহানবী ﷺ তাঁকে বলেছিলেন, "আবু দাহদার নিমিত্তে জান্নাতে কত বিশাল খেজুর গাছ (ও খেজুর) রয়েছে!" *(আহমাদ ৩/ ১৪৬, হাকেম ৩/২০)*

৯। অরাক্বাহ বিন নাওফাল ﷺ। *(হাকেম, সঃ জামে' ৭১৯৭নং)*

জান্নাত কোন আমলের মূল্য নয়

জান্নাত বিশাল অমূল্য জিনিস। জান্নাত কোন আমলের বিনিময় নয়। কোন আমল দ্বারা ক্রয় করা সম্ভব নয়। আমল হল জান্নাত লাভ করার কারণ বা অসীলা মাত্র। জান্নাত আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি তাঁর অনুগত বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে পুরস্কার স্বরূপ দান করবেন।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা (আমলে) অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করো না। তোমরা সুসংবাদ নাও ও জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে কেউই আর না আমি (আল্লাহর রহমত ছাড়া) নিজ আমলের বলে পরিত্রাণ পেতে পারব। যদি না আল্লাহ আমাকে তাঁর করুণা ও অনুগ্রহ দ্বারা আচ্ছাদিত করেন।" *(আহমাদ, মুসলিম, ইবনে মাজাহ)*

"যদি কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে তার জন্মদিন থেকে নিয়ে বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুদিন পর্যন্ত মাটির উপর উবুড় ক'রে টেনে নিয়ে বেড়ানো হয়, তবুও কিয়ামতের দিন সে তা তুচ্ছ মনে করবে!" *(আহমাদ প্রমুখ, সহীহুল জামে' ৫২৪৯নং)*

মহান আল্লাহ বলেন,

{فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (١٧)

অর্থাৎ, কেউই জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের বিনিময় স্বরূপ নয়ন-প্রীতিকর কি পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে। *(সাজদাহঃ ১৭)*

{تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} (٤٣) سورة الأعراف

অর্থাৎ, (তাদেরকে আহবান ক'রে বলা হবে যে,) 'তোমরা যা করতে তারই প্রতিদানে তোমাদেরকে এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে।' *(আ'রাফঃ ৪৩)*

এর মানে এই নয় যে, জান্নাত কৃত আমলের বিনিময়। বরং কৃত আমলের কারণে অথবা কৃত আমলের পুরস্কার স্বরূপ জান্নাতীরা জান্নাত লাভ করবে।

জান্নাতীদের আকৃতি-প্রকৃতি

মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (٢٢) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ (٢٣) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ} (٢٤) سورة المطففين

অর্থাৎ, পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে। তারা সুসজ্জিত আসনে বসে দেখতে থাকবে। তুমি তাদের মুখমন্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবে। *(মুত্বাফফিফীনঃ ২২-২৪)*

জান্নাতীগণ জান্নাতে পরিপূর্ণ নেয়ামত লাভ করবে। নিজ দেহ ও আকৃতি-প্রকৃতিতেও পরিপূর্ণ শক্তি ও সৌন্দর্য লাভ করবে। সকলেই আদি পিতা আদম ﷺ-এর মত দীর্ঘ দেহী হবে ষাট হাত। তাদের হৃদয়ও হবে একটি মানুষের হৃদয়ের মতো, পবিত্র ও নির্মল।

জান্নাতে জান্নাতীরা অসীম রূপবান ও রূপবতী হবে। তাদের অপ্রয়োজনীয় কোন লোম থাকবে না। পুরুষদের গোঁফ-দাড়িও থাকবে না। চক্ষুযুগল হবে কাজলবরণ। সকলেই হবে ৩৩ বছরের যুবক।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জান্নাতের প্রথম প্রবেশকারী দলটির আকৃতি পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত হবে। অতঃপর তাদের পরবর্তী দলটি আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় জ্যোতির্ময় হবে। তারা (জান্নাতে) পেশাব করবে না, পায়খানা করবে না, থুথু ফেলবে না, নাক ঝাড়বে না। তাদের চিরুণী হবে স্বর্ণের। তাদের ঘাম হবে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধময়। তাদের ধুনুচিতে থাকবে সুগন্ধ কাঠ। তাদের স্ত্রী হবে আয়তলোচনা হুরগণ। তারা সকলেই একটি মানব কাঠামো, আদি পিতা আদমের আকৃতিতে হবে

(যাদের উচ্চতা হবে) ষাট হাত পর্যন্ত।" *(বুখারী-মুসলিম)*

বুখারী-মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে, "(জান্নাতে) তাদের পাত্র হবে স্বর্ণের, তাদের গায়ের ঘাম হবে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধময়। তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন দু'জন স্ত্রী থাকবে, যাদের সৌন্দর্যের দরুন মাংস ভেদ করে পায়ের নলার হাড়ের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকবে না। পারস্পরিক বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সকলের অন্তর একটি অন্তরের মত হবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠে রত থাকবে।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জান্নাতবাসীরা জান্নাতের মধ্যে পানাহার করবে; কিন্তু পায়খানা করবে না, তারা নাক ঝাড়বে না, পেশাবও করবে না। বরং তাদের ঐ খাবার ঢেকুর ও কস্তুরীবৎ সুগন্ধময় ঘাম (হয়ে দেহ থেকে বের হয়ে যাবে)। তাদের মধ্যে তাসবীহ ও তাকবীর পড়ার স্বয়ংক্রিয় শক্তি প্রক্ষিপ্ত হবে, যেমন শ্বাসক্রিয়ার শক্তি স্বয়ংক্রিয় করা হয়েছে।" *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তারা লোম ও শ্মশ্রুবিহীন হবে। যেন তাদের চোখে সুর্মা লাগানো হয়েছে। তাদের বয়স হবে (ত্রিশ অথবা) তেত্রিশ।" *(আহমাদ, তিরমিযী)*

দুনিয়াতে বিশ্রাম গ্রহণকারীরা বিশ্রাম নেয়। কোন ক্লান্তি থেকে আরাম নেয় ও গভীরভাবে নিদ্রা যায়। জান্নাতে কোন ক্লান্তি নেই, নিদ্রা নেই। নিদ্রা হলে যে আরাম ও আনন্দ চলে যাবে। তাছাড়া নিদ্রা হল এক প্রকার মৃত্যু। জান্নাতে কোন প্রকার মৃত্যু নেই। *(সিঃ সহীহাহ ১০৮৭নং)*

দুনিয়ার সুখসামগ্রীর সাথে জান্নাতের সুখ-সামগ্রীর তুলনা

দুনিয়ার সুখসামগ্রীর সাথে জান্নাতের সুখসামগ্রীর কোন তুলনাই হয় না। কিন্তু বহু বান্দার ঈমান বড় দুর্বল, বিশ্বাস বড় ক্ষীণ। তারা সামনে যেটা পায়, সেটাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে, হাতে হাতে নগদ যেটা পায়, সেটাই শেষ পাওয়া ভাবে। তাদের মন বলে,

'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকীর খাতা শূন্য থাক,
দূর আওয়াজের লাভ কী শুনে, মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।'

কেউ বলে,

'সব ব্যথারই ওষুধ আছে, হয়তো বা তা নেই,
থাকে যদি হাত পেতে নাও, চেয়ো না অলীককেই।'

কেউ বলে,

'কোথায় আছে স্বর্গ-নরক, কে বলে তা বহুদূর?

মানুষের মাঝেই স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর।'

অথচ মহান সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাস সুদৃঢ় করার জন্য কত শতভাবে বয়ান দিয়েছেন। বারবার বলেছেন, পরলোকের সম্পদ ইহলোকের সম্পদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ক্ষণস্থায়ী জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে চিরস্থায়ী জীবনকে বরবাদ করতে বারণ করেছেন। যেমনঃ-

{لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلاً مِّنْ عِندِ اللّهِ وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ لِّلأَبْرَارِ} (١٩٨) سورة آل عمران

অর্থাৎ, কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত; যার পাদদেশে নদীমালা প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এ হল আল্লাহর পক্ষ হতে আতিথ্য। আর আল্লাহর নিকট যা আছে তা পুণ্যবানদের জন্য উত্তম। *(আলে ইমরানঃ ১৯৮)*

{وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى} (١٣١) سورة طه

অর্থাৎ, আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য-স্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি তুমি কখনোও তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করো না। তোমার প্রতিপালকের জীবিকাই উৎকৃষ্টতর ও স্থায়ী। *(ত্বাহাঃ ১৩১)*

{زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (١٤) قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ} (١٥) سورة آل عمران

অর্থাৎ, নারী, সন্তান-সন্ততি, জমাকৃত সোনা-রূপার ভান্ডার, পছন্দসই (চিহ্নিত) ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু ও ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় করা হয়েছে। এ সব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহর নিকটেই উত্তম আশ্রয়স্থল রয়েছে। বল, আমি কি তোমাদেরকে এ সব বস্তু হতে উৎকৃষ্ট কোন কিছুর সংবাদ দেব? যারা সাবধান (পরহেযগার) হয়ে চলে তাদের জন্য রয়েছে উদ্যানসমূহ যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ তার দাসদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত। *(আলে

ইমরানঃ ১৪-১৫)*

{فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} (٣٦) سورة الشورى

অর্থাৎ, বস্তুতঃ তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ; কিন্তু আল্লাহর নিকট যা আছে, তা উত্তম ও চিরস্থায়ী তাদের জন্য, যারা বিশ্বাস করে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে। *(শূরাঃ ৩৬)*

{بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (١٦) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى} (١٧) سورة الأعلى

অর্থাৎ, বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাক। অথচ পরকালের জীবনই উত্তম ও চিরস্থায়ী। *(আ'লাঃ ১৬-১৭)*

ভেবে দেখা যেতে পারে যে, পরকালের সম্পদ অধিক শ্রেষ্ঠ কেন?

পার্থিব সম্পদ ও ভোগবিলাস সীমিত, কিন্তু পারলৌকিক সম্পদ ও ভোগবিলাস অসীম। মহান আল্লাহ বলেন,

{قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً} (٧٧)

অর্থাৎ, বল, 'পার্থিব ভোগ অতি সামান্য এবং যে ধর্মভীরু তার জন্য পরকালই উত্তম। আর তোমাদের প্রতি খেজুরের আঁটির ফাটলে সুতো বরাবর (সামান্য পরিমাণ)ও যুলুম করা হবে না।' *(নিসাঃ ৭৭)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আখেরাতের মুকাবেলায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত ঐরূপ, যেরূপ তোমাদের কেউ সমুদ্রে আঙ্গুল ডুবায় এবং (তা বের করে) দেখে যে, আঙ্গুলটি সমুদ্রের কতটুকু পানি নিয়ে ফিরছে।" *(মুসলিম)*

যারা অসীম পরকালের উপর সসীম ইহকালকে প্রাধান্য দেয়, তাদেরকে উপদেশ দিয়ে বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ} (٣٨) سورة التوبة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের কি হলো যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে (জিহাদে) বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে মাটিতে বসে পড়। তবে কি তোমরা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন নিয়ে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের ভোগবিলাস তো পরকালের তুলনায় অতি সামান্য। *(তাওবাহঃ ৩৮)*

২। দুনিয়ার বিলাসসামগ্রী আখেরাতের বিলাসসামগ্রী অপেক্ষা নিম্নতর। বরং উভয়ের মধ্যে কোন তুলনাই হয় না। জান্নাতের খাদ্য-পানীয়, লেবাস-

পোশাক, বাসস্থান ইত্যাদি দুনিয়া থেকে সর্বৈবভাবে শ্রেষ্ঠ। বরং "জান্নাতের এক চাবুক (অথবা এক ধনুক) পরিমাণ জায়গা দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থিত সবকিছু থেকে শ্রেষ্ঠ।" *(বুখারী)*

স্ত্রীর কথাই ভেবে দেখুন। কত পার্থক্য! মহানবী ﷺ বলেছেন, "যদি জান্নাতী কোন মহিলা পৃথিবীর দিকে উঁকি মারে, তাহলে আকাশ-পৃথিবীর মধ্যবর্তী সকল স্থান উজ্জ্বল ক'রে দেবে! উভয়ের মাঝে সৌরভে পরিপূর্ণ ক'রে দেবে! আর তার মাথায় ওড়নাখানি পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তু হতে শ্রেষ্ঠ।" *(বুখারী)*

৩। জান্নাতের সুখ-সামগ্রী দুনিয়ার মলিনতা ও আবিলতা থেকে পবিত্র। দুনিয়ার খাদ্য ও পানীয় খাওয়ার পর প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন পড়ে। আর তাতে দুর্গন্ধও ছোটে। পক্ষান্তরে জান্নাতের পানাহারে তা হয় না। জান্নাতে প্রস্রাব-পায়খানাই নেই। এত এত খেয়েও হজম হয়ে কেবল সুগন্ধময় ঢেকুর অথবা ঘামের সাথে বের হয়ে যাবে।

দুনিয়ার শারাব পান করলে মানুষ জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। পক্ষান্তরে জান্নাতের শারাবে তা হবে না।

দুনিয়ার পানি খারাপ হয়, জান্নাতের পানি খারাপ হবে না।

দুনিয়ার দুধ খারাপ হয়ে যায়, জান্নাতের দুধ খারাপ হবে না।

দুনিয়ার স্ত্রী মাসিক, বীর্য, স্রাব ইত্যাদি থেকে পবিত্রা নয়। জান্নাতের স্ত্রী পবিত্রা।

দুনিয়ার প্রায় সকল মানুষের মন হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদিতে ভরা। জান্নাতীদের মন সে রকম নয়।

দুনিয়াতে কত নোংরামি, অশান্তি, হানাহানি, খুনোখুনি, গালাগালি, রাগারাগি হয়। জান্নাতে তা হবে না।

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ } (٢٣) سورة الطور

অর্থাৎ, সেখানে তারা একে অপরের নিকট হতে গ্রহণ করবে (মদ ভরা) পান-পাত্র, যা হতে পান করলে কেউ অসার কথা বলবে না এবং পাপ কর্মেও লিপ্ত হবে না। *(তূর ঃ ২৩)*

{لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا } (٣٥) سورة النبأ

অর্থাৎ, সেখানে তারা শুনবে না কোন অসার ও মিথ্যা কথা। *(নাবা' ঃ ৩৫)*

{لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا } (٦٢)

অর্থাৎ, সেখানে তারা 'শান্তি' ছাড়া কোন অসার বাক্য শুনবে না এবং

সেথায় সকাল-সন্ধ্যায় তাদের জন্য থাকবে জীবনোপকরণ। *(মারয়্যাম ঃ ৬২)*

{لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً } (١١) سورة الغاشية

অর্থাৎ, সেখানে তারা কোন অসার বাক্য শুনবে না। *(গাশিয়াহ ঃ ১১)*

{لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (٢٥) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا } (٢٦)

অর্থাৎ, তারা শুনবে না কোন অসার অথবা পাপবাক্য। সালাম-সালাম (শান্তি) বাণী ব্যতীত। *(ওয়াক্বিআহ ঃ ২৬)*

দুনিয়ার মনোমালিন্যের যে জের অবশিষ্ট থাকবে, তা পুলসিরাত পার হওয়ার আগেই প্রতিশোধ বা ক্ষমা হয়ে যাবে। পুলসিরাত পার হওয়ার পরে তাদের হৃদয়ে আর কোন আবিলতা থাকবে না।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "....তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকবে না। পারস্পরিক বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সকলের অন্তর একটি অন্তরের মত হবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠে রত থাকবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ } (٤٧)

অর্থাৎ, আমি তাদের অন্তরে যে ঈর্ষা থাকবে তা দূর ক'রে দেব; তারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে। *(হিজ্র ঃ ৪৭)*

৪। দুনিয়ার সুখ-সম্পদ ক্ষণস্থায়ী। পক্ষান্তরে জান্নাতের সুখ-সম্পদ চিরস্থায়ী।

মহান আল্লাহ বলেন,

{مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ } (٩٦) سورة النحل

অর্থাৎ, তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে তা চিরস্থায়ী থাকবে। *(নাহল ঃ ৯৬)*

{إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ } (٥٤) سورة ص

অর্থাৎ, নিশ্চয় এটি আমার (দেওয়া) রুযী; যার কোন শেষ নেই। *(স্বাদ ঃ ৫৪)*

{أُكُلُهَا دَآئِمٌ وِظِلُّهَا } (٣٥) سورة الرعد

অর্থাৎ, ওর ফলমূলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ী। *(রা'দ ঃ ৩৫)*

স্থায়ী-অস্থায়ীর উদাহরণ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

{وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا (٤٥) الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ

أَمَلًا } (٤٦) سورة الكهف

অর্থাৎ, তাদের কাছে পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনের; এটা পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যার দ্বারা ভূমির উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্‌গত হয়। অতঃপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা। আর সৎকার্য, যার ফল স্থায়ী ওটা তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং আশা প্রাপ্তির ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট। *(কাহফ ঃ ৪৫-৪৬)*

মাঠের ফসল ও বাগানের ফুল-ফল মানুষের চোখে সুশোভিত হয়ে ওঠে। তারপর ধীরে ধীরে পেকে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। মানুষের যৌবন ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যায়। সুস্থতা চলে গিয়ে অসুস্থতা আসে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দূরীভূত হয়ে অসুখ-অশান্তি আসে। ধন-সম্পদ আসে যায়। আত্মীয়-পরিজনও সঙ্গ ছেড়ে চলে যায়। আখেরাতের জগতে তা হবার নয়।

৫। পরকাল ভুলে ইহকালের আমল করলে অনুতাপ ও লাঞ্ছনা আসে। দুনিয়া আসলে ধোঁকা ও প্রবঞ্চনার জায়গা। আখেরাত তা নয়। দুনিয়ার সাফল্য মোটেই সাফল্য নয়, আখেরাতের সাফল্যই প্রকৃত সাফল্য।

মহান আল্লাহ বলেন,

{كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ } (١٨٥)

অর্থাৎ, জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর কিয়ামতের দিনই তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় প্রদান করা হবে। সুতরাং যাকে আগুন (দোযখ) থেকে দূরে রাখা হবে এবং (যে) বেহেশ্তে প্রবেশলাভ করবে, সেই হবে সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। *(আলে ইমরান ঃ ১৮৫)*

জান্নাতীদের খাদ্য

জান্নাতের সর্বপ্রথম আতিথ্য হবে তিমি মাছ ও বলদের কলিজার অতিরিক্ত অংশ দ্বারা। পৃথিবীর মাটি হবে রুটিরূপ খাদ্য। *(বুখারী ৩৩২৯, মুসলিম ৩১৫নং)*

বেহেশ্তের খাবার পর্যাপ্ত পছন্দমত ফল-মূল, ইপ্সিত পাখির মাংস। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ (٢٠) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ } (٢١) سورة الواقعة

অর্থাৎ, তাদের পছন্দ মত ফলমূল। আর তাদের পছন্দমত পাখীর মাংস নিয়ে। *(ওয়াক্বিআহ ঃ ২০-২১)*

وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (٢٢) سورة الطور

অর্থাৎ, আমি তাদেরকে ঢের দেব ফল-মূল এবং গোশ্ত, যা তারা পছন্দ করে। *(তূর ঃ ২২)*

বরং যে খাবার খেতে মনে বাসনা হবে, সেই খাবারই জান্নাতীরা জান্নাতে খেতে পাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } (٧١)

অর্থাৎ, সেখানে রয়েছে এমন সমস্ত কিছু, যা মন চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। *(যুখরুফ ঃ ৭১)*

দুনিয়াতে কষ্ট বরণ ক'রে যে আমল তারা করত, তারই অসীলায় পাবে ইচ্ছামত পান-ভোজনের ব্যবস্থা। মহান আল্লাহ তাদেরকে বলবেন,

{كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } (١٩) سورة الطور

অর্থাৎ, তোমরা যা করতে তার প্রতিফল স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার করতে থাক। *(তূর ঃ ১৯)*

সেখানে প্রত্যেক ফল দু'-প্রকার থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ } (٥٢) سورة الرحمن

অর্থাৎ,উভয় (বাগানে) রয়েছে প্রত্যেক ফল দুই প্রকার। *(রাহমান ঃ ৫২)*

রকমারি ফলের বৃক্ষে ফল ঝুলে থাকবে। যা সম্পূর্ণরূপে জান্নাতীদের আয়ত্তাধীন করা হবে। জান্নাতীগণ বসে বা শয়ন করেও ফল তুলে খেতে পারবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ } (٥٤)

অর্থাৎ, সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায়, দুই বাগানের ফল হবে তাদের নিকটবর্তী। *(ঐ ঃ ৫৪)*

{قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ } (٢٣) سورة الحاقة

অর্থাৎ, যার ফলরাশি ঝুলে থাকবে নাগালের মধ্যে। *(হা-ক্কাহ ঃ২৩)*

{وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا } (١٤) سورة الإنسان

অর্থাৎ, সন্নিহিত বৃক্ষছায়া তাদের উপর থাকবে এবং ওর ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করা হবে। *(দাহর ঃ ১৪)*

জান্নাতে আছে খেজুর, বেদানা ও আরো অজানা কত রকমের ফল।

মহান আল্লাহ বলেন,

{فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} (٦٨) سورة الرحمن

অর্থাৎ, সেখানে রয়েছে ফলমূল খেজুর ও ডালিম। *(রাহমান ঃ ৬৮)*

সেখানে থাকবে কুল (বরই), কাঁদি কাঁদি কলা। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (٢٧) فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (٢٨) وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ} (٢٩) سورة الواقعة

অর্থাৎ, আর ডান হাত-ওয়ালারা, কত ভাগ্যবান ডান হাত-ওয়ালারা! (যাদেরকে ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। তারা থাকবে এক বাগানে) সেখানে আছে কাঁটাহীন কুলগাছ। কাঁদি ভরা কলাগাছ। *(ওয়াক্বিআহ ঃ ২৭-২৯)*

জান্নাতীরা থাকবে বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে। (আল্লাহ বলবেন,) 'তোমরা তোমাদের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ তৃপ্তির সাথে পানাহার কর। এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত ক'রে থাকি।' *(মুরসালাত ঃ ৪২-৪৪)*

জান্নাতীদের পানীয়

জান্নাতে আছে পানির সমুদ্র ও নদী, শারাবের সমুদ্র ও নদী, মধুর সমুদ্র ও নদী, দুধের সমুদ্র ও নদী। তাছাড়া ঝরনাও রয়েছে সেখানে। সেখান হতে জান্নাতীরা ইচ্ছামত পান করতে পারবে। খাদেমদের মাধ্যমেও পান করানো হবে।

এক ঝরনা থেকে কর্পূর-মিশ্রিত পানি পান করবে। *(দাহর ঃ ৫-৬)*

সালসাবীল ঝরনা থেকে আদা-মিশ্রিত পানি পান করবে। *(ঐ ঃ ১৭-১৮)*

তাসনীম ঝরনা থেকেও পান করবে বেহেশ্তী পানি। *(মুত্বাফফিফীন ২৭-২৮)*

জান্নাতীরা জান্নাতে পবিত্র শারাব পান করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا} (٢١) سورة الإنسان

অর্থাৎ, তাদের দেহে হবে মিহি সবুজ এবং মোটা রেশমী কাপড়, তারা অলঙ্কৃত হবে রৌপ্য-নির্মিত কঙ্কনে, আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়। *(দাহর ঃ ২১)*

বেহেশ্তের সে শারাব কিন্তু কোনভাবেই দুনিয়ার মদের মত নয়। দুনিয়ার মদে নেশা হয়, মাথা ঘোড়ে, পেটে ব্যথা হয়, বমি হয়, রোগ সৃষ্টি হয়। তাতে মানুষ জ্ঞানশূন্য হয়, ভুল বকে, মাতলামি করে। কিন্তু জান্নাতের শারাব এ সবকিছু থেকে পবিত্র।

মহান আল্লাহ বলেন,

{يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (٤٥) بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ (٤٦) لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ} (٤٧) سورة الصافات

অর্থাৎ, তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে প্রবাহিত শারাবের পানপাত্র, যা হবে শুভ্র উজ্জ্বল, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। ওতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবে না এবং ওতে তারা নেশাগ্রস্তও হবে না। *(স্বা-ফ্ফাত ঃ ৪৫-৪৭)*

সুতরাং জান্নাতের শারাব হবে সাদা, সুস্বাদু। যা পান ক'রে মন আমেজের সাথে পরিতৃপ্ত হবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে,

{وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ} (١٥) سورة محمد

অর্থাৎ, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নদীমালা আছে। *(মুহাম্মাদ ঃ ১৫)*

সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল, তাতে নেশা হবে না, মাথা-ব্যথাও হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (١٧) بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (١٨) لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ (١٩) سورة الواقعة

অর্থাৎ, তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে চির কিশোররা---পানপাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে। সেই সুরা পানে তাদের মাথাব্যথা হবে না, তারা জ্ঞান-হারাও হবে না। *(ওয়াক্বিআহ ঃ ১৭-১৯)*

তা পান ক'রে কেউ আবোল-তাবোল বকবে না, কোন অস্বাভাবিক আচরণও করবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْساً لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ} (٢٣) سورة الطور

অর্থাৎ, সেখানে তারা একে অপরের নিকট হতে গ্রহণ করবে (মদ ভরা) পান-পাত্র, যা হতে পান করলে কেউ অসার কথা বলবে না এবং পাপ কর্মেও লিপ্ত হবে না। *(তূর ঃ ২৩)*

সে এক অন্য শ্রেণীর বিশুদ্ধ মদিরা। যাতে থাকবে কস্তুরীর মিশ্রণ। যা থাকবে সীল করা, মোহর আঁটা। মহান আল্লাহ বলেন,

{يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (٢٥) خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ} (٢٦) سورة المطففين

অর্থাৎ, তাদেরকে মোহর আঁটা বিশুদ্ধ মদিরা হতে পান করানো হবে। এর মোহর হচ্ছে কস্তুরীর। আর তা লাভের জন্যই প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক। *(মুত্বাফফিফীন ঃ ২৫-২৬)*

জান্নাতীরা ইচ্ছামত খাবে ও পান করবে; কিন্তু মলমূত্র হবে না। সব কিছু

হজমে গন্ধহীন হাওয়া হয়ে ঢেকুরের সাথে অথবা কস্তুরীর মত সুগন্ধময় ঘাম হয়ে নির্গত হয়ে যাবে। *(মুসলিম ২৮৩৫নং)*

প্রশ্ন হতে পারে, জান্নাতীরা যদি চিরসুখী, চিরবিলাসী, জান্নাতে যদি ক্ষুধা নেই, পিপাসা নেই, প্রস্রাব নেই, পায়খানা নেই, তাহলে জান্নাতীরা পানাহার করবে কেন? মহান আল্লাহ তো বলেছেন,

{إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى (١١٨) وَأَنَّكَ لَاتَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى }

অর্থাৎ, তোমার জন্য এটাই থাকল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হবে না এবং নগ্নও হবে না। সেখানে পিপাসার্ত হবে না এবং রোদ্র-ক্লিষ্টও হবে না।' *(ত্বাহা ঃ ১১৯)*

আসলে পানাহার ক্ষুধা অনুভব করার পর নয়, ক্ষুধা নিবারণের জন্যও নয়। বরং তা অতিরিক্ত সুখ ও তৃপ্তি দান করার জন্য।

জান্নাতীদের সাজ-সজ্জা

জান্নাতে তার বাসিন্দাদেরকে স্বর্ণকঙ্কন ও মুক্তা দ্বারা অলঙ্কৃত করা হবে এবং তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ } (٢٣)

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে; যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেথায় তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণ-কঙ্কণ ও মুক্তা দ্বারা এবং সেথায় তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের। *(হাজ্জ ঃ ২৩)*

{جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ } (٣٣) سورة فاطر

অর্থাৎ, তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জান্নাতে, যেখানে তাদের স্বর্ণ-নির্মিত কঙ্কণ ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং যেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের। *(ফাত্বির ঃ ৩৩)*

তাদের বসন হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থুল রেশম। তারা অলঙ্কৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কঙ্কনে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ } (٣١) سورة الكهف

অর্থাৎ, তাদেরই জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত; যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেথায় তাদেরকে স্বর্ণ-কঙ্কণে অলঙ্কৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও স্থুল রেশমের সবুজ বস্ত্র। *(কাহফ ঃ ৩১)*

{عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ } (٢١)

অর্থাৎ, তাদের দেহে হবে মিহি সবুজ এবং মোটা রেশমী কাপড়, তারা অলঙ্কৃত হবে রৌপ্য-নির্মিত কঙ্কনে। *(দাহর ঃ ২১)*

জান্নাতে জান্নাতীরা রেশমের রুমাল ব্যবহার করবে। *(বুখারী)*

শহীদ জান্নাতীর মাথায় মুকুট শোভা পাবে। যার একটি চুনির মূল্য দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তু অপেক্ষা বেশি। *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

জান্নাতে রয়েছে হেলান দিয়ে উপবেশনের জন্য রেশমের আস্তরবিশিষ্ট পুরু ফরাশ, স্বর্ণখচিত আসন।

মহান আল্লাহ বলেন,

{مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ } (٥٤) سورة الرحمن

অর্থাৎ, সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায়। *(রাহমান ঃ ৫৪)*

{مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ } (٧٦) سورة الرحمن

অর্থাৎ, তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ বালিশে ও সুন্দর গালিচার উপরে। *(ঐ ঃ ৭৬)*

{مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ } (٢٠) سورة الطور

অর্থাৎ, তারা বসবে সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে। *(ত্বূর ঃ ২০)*

{عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ (١٥) مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ } (١٦) سورة الواقعة

অর্থাৎ, স্বর্ণখচিত আসনে। তারা আসনে হেলান দিয়ে বসবে, পরস্পর মুখোমুখি হয়ে। *(ওয়াক্বিআহ ঃ ১৫- ১৬)*

আভিজাত্যসম্পন্ন বিলাসিতার জন্য জান্নাতে উন্নত মর্যাদা-সম্পন্ন শয্যা রয়েছে শয়নের জন্য এবং রয়েছে সারি সারি উপাধান, বিছানা, গালিচা। মহান আল্লাহ বলেন,

فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ (١٣) وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ (١٤) وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (١٥) وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ (١٦) سورة الغاشية

অর্থাৎ, সেখানে রয়েছে সমুচ্চ বহু খাট-পালঙ্ক এবং সদা প্রস্তুত পান পাত্রসমূহ ও সারি সারি বালিশসমূহ। এবং বিছানো গালিচাসমূহ। *(গাশিয়াহ ঃ ১৩- ১৬)*

জান্নাতের ব্যবহার্য সকল জিনিসই সোনা অথবা রূপার। সেখানে খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করা হবে সোনার থালা ও পান-পাত্রে। *(যুখরুফ ঃ ৭১)* রৌপ্য নির্মিত স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পান-পাত্র। *(দাহর ঃ ১৫)* তাদের চিরুনীও হবে স্বর্ণ-নির্মিত। *(বুখারী-মুসলিম)*

জান্নাতীদের সুগন্ধি

জান্নাতের এমন সুগন্ধ আছে, যার ঘ্রাণ বহু বছরের দূরবর্তী পথ থেকেও পাওয়া যায়। তবুও জান্নাতে জান্নাতীরা সুগন্ধি কাঠের খোশবু ব্যবহার করবে। তাদের শরীর থেকে যে ঘাম বের হবে, তাতেও হবে কস্তুরীর সুগন্ধ। *(বুখারী)*

জান্নাতীদের খাদেম

জান্নাতীদের অতিরিক্ত সুখ-সুবিধায় রাখার জন্য মহান আল্লাহ তাদের খিদমত ও সেবার ব্যবস্থা রেখেছেন। তাদের জন্য চিরকিশোর 'গিলমান' সৃষ্টি ক'রে রেখেছেন জান্নাতে। তারাই ঘুরে-ফিরে তাদের প্রয়োজনীয় খিদমত করবে।

অনেকে বলেন, সেই চিরকিশোরেরা হবে মুসলিমদের শিশুরা, যারা শিশু অবস্থায় মারা গেছে। অনেকের মতে, তারা হবে কাফেরদের শিশুরা।

সেই সেবক কিশোরেরা আকারে-পোশাকে বড় সুন্দর হবে। তাদের কথা কুরআনে বলা হয়েছে,

{وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا }

অর্থাৎ, চির কিশোরগণ (গেলমান) তাদের কাছে (সেবার জন্য) ঘুরাঘুরি করবে, তুমি তাদেরকে দেখলে তোমার মনে হবে, তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা। *(দাহর ঃ ১৯)*

{وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ } (٢٤) سورة الطور

অর্থাৎ, তাদের (সেবায়) তাদের কিশোরেরা তাদের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে; যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ। *(তূর ঃ ২৪)*

কী খিদমত করবে তারা? সে কথা মহান আল্লাহ বলেন,

{يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ (١٧) بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ }

অর্থাৎ, তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে চির কিশোররা---পানপাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে। *(ওয়াক্বিআহ ঃ ১৭-১৮)*

{يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ

الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } (٧١) سورة الزخرف

অর্থাৎ, স্বর্ণের থালা ও পান পাত্র নিয়ে ওদের মাঝে ফিরানো হবে, সেখানে রয়েছে এমন সমস্ত কিছু, যা মন চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। *(যুখরুফ ঃ ৭১)*

{وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا } (١٥)

অর্থাৎ, তাদের উপর ঘুরানো করা হবে রৌপ্যপাত্র এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পান-পাত্র। *(দাহর ঃ ১৫)*

জান্নাতের বাজার

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জান্নাতে একটি বাজার হবে, যেখানে জান্নাতীগণ প্রত্যেক শুক্রবার আসবে। তখন উত্তর দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হবে, যা তাদের চেহারায় ও কাপড়ে সুগন্ধ ছড়িয়ে দেবে। ফলে তাদের শোভা-সৌন্দর্য আরো বেড়ে যাবে। অতঃপর তারা রূপ-সৌন্দর্যের বৃদ্ধি নিয়ে তাদের স্ত্রীগণের কাছে ফিরবে। তখন তারা তাদেরকে দেখে বলবে, 'আল্লাহর কসম! আপনাদের রূপ-সৌন্দর্য বেড়ে গেছে!' তারাও বলে উঠবে, 'আল্লাহর শপথ! আমাদের যাবার পর তোমাদেরও রূপ-সৌন্দর্য বেড়ে গেছে!" *(মুসলিম)*

জান্নাতে কোন দিন, সপ্তাহ, মাস বা বছর নেই। শুক্রবার অর্থাৎ, সপ্তাহকাল সময় অতিবাহিত হলে জান্নাতীরা সেই বাজারে জমায়েত হবে। বিলাসের স্বাদ পরিবর্তনের জন্য এক প্রকার হাওয়া বদলের মত ব্যবস্থা আর কি?

জান্নাতীদের পরস্পর সাক্ষাৎ

জান্নাতীরা জান্নাতে একে অপরের সাথে পরিচিত হয়ে সাক্ষাৎ করবে, মুখোমুখি বসে দুনিয়ার কথা আলোচনা করবে। জান্নাতে প্রবেশাধিকার দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর প্রশংসা করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ } (٤٧)

অর্থাৎ, আমি তাদের অন্তরে যে ঈর্ষা থাকবে তা দূর করে দিব; তারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে। *(হিজ্র ঃ ৪৭)*

{وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ (٢٥) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٢٦) فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ (٢٧) إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ

نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ} (٢٨) سورة الطور

অর্থাৎ, তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করবে এবং বলবে, 'নিশ্চয় আমরা পূর্বে পরিবার-পরিজনের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম। অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে উত্তপ্ত ঝড়ো হাওয়ার শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। নিশ্চয় আমরা পূর্বেও আল্লাহকে আহবান করতাম। নিশ্চয় তিনি কৃপাময়, পরম দয়ালু।' *(তূর ঃ ২৫-২৮)*

{فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ (٥٠) قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ (٥١) يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ (٥٢) أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَدِينُونَ (٥٣) قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ (٥٤) فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاء الْجَحِيمِ (٥٥) قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينِ (٥٦) وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (٥٧) أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (٥٨) إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (٥٩) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٦٠) لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ} (٦١) الصافات

অর্থাৎ, তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তাদের কেউ বলবে, আমার এক সঙ্গী ছিল; সে বলত, 'তুমি কি এতে বিশ্বাসী যে, আমাদের মৃত্যু হলে এবং আমরা মাটি ও হাড়ে পরিণত হলেও আমাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হবে?' (আল্লাহ) বলবেন, 'তোমরা কি তাকে উঁকি মেরে দেখতে চাও?' অতঃপর সে উঁকি মেরে দেখবে এবং ওকে জাহান্নামের মধ্যস্থলে দেখতে পাবে ; বলবে, 'আল্লাহর কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করেছিলে, আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকলে আমাকেও (তোমাদের মাঝে) উপস্থিত করা হত। (সত্যই) কি আমাদের আর মৃত্যু হবে না, প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেওয়া হবে না?' নিশ্চয়ই এ মহাসাফল্য। এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের সাধনা করা উচিত। *(স্বা-ফ্ফাত ঃ ৫০-৬১)*

জান্নাতীরা চুনির দু'টি ডানাবিশিষ্ট ঘোড়ায় চড়ে যেথা খুশী উড়ে বেড়াতে পারবে। *(ত্বাবারানী, সিঃ সহীহাহ ৩০০ ১নং)*

জান্নাত ইচ্ছা-সুখের রাজ্য

{يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (٧١) سورة الزخرف

অর্থাৎ, স্বর্ণের থালা ও পান পাত্র নিয়ে ওদের মাঝে ফিরানো হবে, সেখানে রয়েছে এমন সমস্ত কিছু, যা মন চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। *(যুখরুফ ঃ ৭১)*

{وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ} (٣١) سورة فصلت

অর্থাৎ, সেখানে তোমাদের জন্য সমস্ত কিছু রয়েছে যা তোমাদের মন চায়, যা তোমরা আকাঙ্ক্ষা কর। *(হা-মীম সাজদাহ ঃ ৩১)*

{لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ} (٥٧) سورة يـــس

অর্থাৎ, সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফল-মূল এবং বাঞ্ছিত সমস্ত কিছু। *(ইয়াসীন ঃ ৫৭)*

জান্নাতে সকল ইচ্ছা পূরণ হবে বলেই এক এক জান্নাতী এক এক আজব ইচ্ছাও প্রকাশ করবে। তার কতিপয় নমুনা নিম্নরূপ ঃ-

একদা নবী ﷺ কথা বলছিলেন। তাঁর কাছে এক বেদুঈনও ছিল। তিনি বলতে লাগলেন, "জান্নাতে এক ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের নিকট চাষ করার অনুমতি চাইবে। আল্লাহ বলবেন, 'তুমি কি ইচ্ছাসুখে বাস করছ না? (ইচ্ছামত পানাহার করছ না?)' সে বলবে, 'অবশ্যই। তবে আমি চাষ করতে ভালবাসি।' সুতরাং সে বীজ বপন করবে। আর নিমেষের মধ্যে চারা অঙ্কুরিত হবে, ফসল পেকে যাবে এবং পাহাড়ের মত জমাও হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'নাও হে আদম সন্তান! তুমি কিছুতেই পরিতৃপ্ত হবে না।"

এ হাদীস শুনে বেদুঈন বলে উঠল, 'আল্লাহর কসম! ঐ লোক কুরাশী হবে, নচেৎ আনসারী। কারণ চাষী ওরাই। আমরা চাষী নই।'

এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ হেসে ফেললেন। *(বুখারী)*

মহানবী ﷺ বলেন, "জান্নাতে মু'মিন সন্তান কামনা করলে, কিছু সময়ের মধ্যে গর্ভধারণ, জন্মদান ও বয়ঃপ্রাপ্তি হবে---যেমন তার কামনা হবে।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! জান্নাতে কি উট আছে?' উত্তরে তিনি বললেন, "আল্লাহ যদি তোমাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করেন, তাহলে সেখানে তোমার মন যা চাইবে এবং তোমার চোখ যাতে তৃপ্ত হবে, তোমার জন্য তাই হবে।" *(তিরমিযী, সিঃ সহীহাহ ৩০০ ১নং)*

জান্নাতীদের দাম্পত্য

সেখানে জান্নাতীদের জন্য রয়েছে পবিত্র সঙ্গিনী। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَات سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّات تَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً } (٥٧)

অর্থাৎ, আর যারা বিশ্বাস করে ও ভাল কাজ করে, তাদেরকে বেহেশ্তে প্রবেশ করাব; যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী আছে এবং তাদেরকে চিরস্নিগ্ধ ঘন ছায়ায় স্থান দান করব। *(নিসা ঃ ৫৭, আরো দ্রঃ বাক্বারাহ ঃ ২৫, আলে ইমরান ঃ ১৫)*

বেহেশ্তী পত্নী, হুর বা অপ্সরা। তাঁদের সাথে জান্নাতীদের বিবাহ হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ } (٥٤) سورة الدخان

অর্থাৎ, এরূপই ঘটবে ওদের; আর আয়তলোচনা হুরদের সাথে তাদের বিবাহ দেব। *(দুখান ঃ ৫৪)*

{مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ } (٢٠) سورة الطور

অর্থাৎ, তারা বসবে সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে; আমি তাদের বিবাহ দেব আয়তলোচনা হুরদের সঙ্গে। *(তূর ঃ ২০)*

বলা বাহুল্য, তাদেরকে স্বর্গ-বেশ্যা বা স্বর্গীয় বারাঙ্গনা বলা বেজায় ভুল। তারা স্ত্রী। তারা একই স্বামীর জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। তারা দুশ্চরিত্রা, কুলটা বা ভ্রষ্টা নয়। তারা পর পুরুষের প্রতি নজর তুলেও দেখবে না।

প্রতি জান্নাতী স্বীয় আমল অনুযায়ী দুই বা ততোধিক বেহেশ্তী স্ত্রী পাবে। শহীদের হবে বাহাত্তরটি স্ত্রী।

নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট শহীদের জন্য রয়েছে সাতটি মর্যাদা; রক্তক্ষরণের শুরুতেই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, বেহেশ্তে সে তার নিজ স্থান দেখতে পায়, তাকে ঈমানের জুব্বা পরিধান করানো হয়, (বেহেশ্তে) ৭২টি সুনয়না হুরীর সাথে তার বিবাহ হবে, কবরের আযাব থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে, (কিয়ামতে দিন) মহাত্রাস থেকে নিরাপদে থাকবে, তার মস্তকে গৌরবের মুকুট পরানো হবে, যার একটি মাত্র মণি (চুনি) পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর নিজ পরিবারের ৭০ জন লোকের জন্য (আল্লাহর দরবারে) তার সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে।" *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৫১৮২ নং)*

সপত্নী (সতীন)দের মাঝে আপোষের কোন ঈর্ষা ও কলহ থাকবে না।

(আল-কুরআন ৭/৪৩, ১৫/৪৭)

দুনিয়ার স্ত্রী বেহেশ্তে গেলে, সেও স্বামীর সাথে বাস করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّات عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } (٨) سورة غافر

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ দান কর; যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদের দিয়েছ (এবং তাদের) পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান সন্ততিদের মধ্যে (যারা) সৎকাজ করেছে, তাদেরকেও (জান্নাত প্রবেশের অধিকার দাও)। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(মু'মিন ঃ ৮)*

{جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ } (٢٣) سورة الرعد

অর্থাৎ, স্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতিপত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও। আর ফিরিশ্তাগণ তাদের কাছে প্রবেশ করবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। *(রা'দ ঃ ২৩)*

{ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ } (٧٠) سورة الزخرف

অর্থাৎ, তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। *(যুখরুফ ঃ ৭০)*

{هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِؤُونَ } (٥٦) سورة يـــس

অর্থাৎ, তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়ায় থাকবে এবং হেলান দিয়ে বসবে সুসজ্জিত আসনে। *(ইয়াসীন ঃ ৫৬)*

পার্থিব স্ত্রীর রূপ-গুণ বেহেশ্তী স্ত্রীদের তুলনায় অধিক হবে। বেহেশ্তী হুরগণ তাদের পার্থিব সপত্নীর খিদমত করবে।

অবিবাহিত নারী এবং যার স্বামী দোযখবাসী হবে, তাদের ইচ্ছামত জান্নাতী কোন পুরুষের সাথে বিবাহ দেওয়া হবে। কয়েকটি দুর্বল হাদীসে এসেছে যে, মারয়্যাম, আসিয়া ও (মূসা নবীর বোন) কুলসুমের বিবাহ হবে শেষ নবী ﷺ-এর সাথে। *(সিঃ যয়ীফাহ ৫৮৮৫, সঃ জামে' ১২৩৫, ১৬১১নং)*

পৃথিবীতে যে নারীর একাধিক বার একাধিক পুরুষের সাথে বিবাহ হয়েছিল তারা সকলেই জান্নাতে গেলে তার পছন্দমত একজন স্বামীর সাথে বাস করবে। যেহেতু সেখানে মনমতো সবকিছু পাওয়া যাবে।

নচেৎ শেষ স্বামীর স্ত্রী হয়ে থাকবে। *(সঃ জামে' ৬৬৯১নং)* একদা হুযাইফা তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'তুমি যদি জান্নাতে আমার স্ত্রী থাকতে চাও, তাহলে

আমার পরে আর কাউকে বিয়ে করো না। কারণ, মহিলা তার পার্থিব শেষ স্বামীর অধিকারে থাকবে।' *(বাইহাক্বী, সিঃ সহীহাহ ১২৮১নং)*

আর সম্ভবতঃ এই জন্যই মহানবী ﷺ-এর ইন্তিকালের পর তাঁর স্ত্রীদের বিবাহ হারাম ছিল। কারণ, তাঁরা জান্নাতেও তাঁর বেহেশ্তী পত্নী।

সকল স্ত্রীগণই সদা পবিত্রা থাকবে। সেখানে তাদের কোন প্রকারের স্রাব, মল, কফ, থুথু, ঋতু ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। *(বুখারী ৩৩২৭, মুসলিম ২৮৩৫নং)* স্বামী সহবাসেও চিরকুমারী এবং অনন্ত যৌবনা থাকবে। বীর্যপাত বা কোন অপবিত্রতাও থাকবে না। কেউ কোনদিন গর্ভবতীও হবে না। অবশ্য কোন জান্নাতীর শখ হলে তার ইচ্ছামত ক্ষণেকে তার স্ত্রী গর্ভবতী হবে এবং সন্তান প্রসব করবে ও বয়ঃপ্রাপ্ত হবে। *(তিরমিযী ২৫৬৩, আহমাদ ৩/৮০ দারেমী)*

বেহেশ্তী হুর। হুর সেই মহিলাদেরকে বলা হয়, যাদের চোখের তারা খুব কালো এবং বাকী অংশ খুব সাদা। এদের চোখের অন্য এক সৌন্দর্য বর্ণনায় বলা হয়, ঈন। তার মানে ডাগর ডাগর চোখবিশিষ্ট মহিলা।

তারা লজ্জা-নম্র, আয়তলোচনা তন্বী---সুরক্ষিত ডিম্বের মত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ (٤٨) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ } (٤٩)الصافات

অর্থাৎ, যেন তারা গৌরবর্ণ সুরক্ষিত ডিম। *(স্বা-ফ্ফাত ঃ ৪৯)*

{وَحُورٌ عِينٌ (٢٢) كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ } (٢٣) سورة الواقعة

অর্থাৎ, আর (তাদের জন্য থাকবে) আয়তলোচনা হুর; সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ। *(ওয়াক্বিআহ ঃ ২২-২৩)*

সে সুনয়না তরুণীগণ---যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি। তারা তাদের স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষকে তাকিয়েও দেখবে না। প্রবাল ও পদ্মরাগ-সদৃশ এ সকল তরুণীদের স্বচ্ছ কাচ সদৃশ দেহকান্তি হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (٥٦) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٧) كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ } (٥٨) سورة الرحمن

অর্থাৎ, সে সবের মাঝে রয়েছে বহু আনত নয়না; যাদেরকে তাদের পূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? তারা (সৌন্দর্যে) যেন পদ্মরাগ ও প্রবালসদৃশ। *(রাহমান ঃ ৫৬-৫৮)*

বাহির হতে তাদের অস্থি-মধ্যস্থিত মজ্জা পরিদৃষ্ট হবে। *(মুসলিম ২৮৩৪)*

তারা হবে শতরূপে অপরূপা সুন্দরী বধূ। মহান আল্লাহ বলেন,

{فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ (٧٠) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧١) حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ (٧٢) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٣) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ } (٧٤) سورة الرحمن

অর্থাৎ, সে সকলের মাঝে রয়েছে উত্তম চরিত্রের সুন্দরীগণ। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? তারা তাঁবুতে সুরক্ষিত হুর। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? তাদেরকে তাদের পূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি। *(রাহমান ঃ ৭০-৭৪)*

সম্ভ্রান্ত শয্যাসঙ্গিনী, যাদেরকে আল্লাহপাক জান্নাতীদিগের জন্য বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছেন। তারা চিরকুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা এবং উদ্ভিন্ন-যৌবনা তরুণী।

মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً (٣٥) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (٣٦) عُرُبًا أَتْرَابًا (٣٧) لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ } (٣٨) سورة الواقعة

অর্থাৎ, তাদেরকে (হুরীগণকে) আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে। তাদেরকে করেছি কুমারী। প্রেমময়ী ও সমবয়স্কা। ডান হাত-ওয়ালাদের জন্য। (যাদেরকে ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে।) সেখানে আছে কাঁটাহীন কুলগাছ। কাঁদি ভরা কলাগাছ। *(ওয়াক্বিআহ ঃ ২৭-২৯)*

(ওয়াক্বিআহ ঃ ৩৫-৩৮)

{إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (٣١) حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا (٣٢) وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا (٣٣) النبأ

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহভীরুদের জন্যই রয়েছে সফলতা; উদ্যানসমূহ ও নানাবিধ আঙ্গুর এবং উদ্ভিন্ন-যৌবনা সমবয়স্কা তরুণীগণ। *(নাবা' ঃ ৩১-৩৩)*

দুনিয়ার বৃদ্ধাগণও সেদিন যুবতীতে পরিণত হবে।

একদা এক বৃদ্ধা এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি দুআ করে দিন, যাতে আল্লাহ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।' তিনি মস্করা করে বললেন, 'বৃদ্ধারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" তা শুনে বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান করল। তিনি সাহাবাদেরকে বললেন, "ওকে বলে দাও যে, বৃদ্ধাবস্থায় ও জান্নাতে যাবে না।" (বরং সে যুবতী হয়ে যাবে।) *(শামায়েলুত তিরমিযী, রাযীন, গায়াতুল মারাম, মিশকাত ৪৮৮৮নং)*

যৌবন-পরিপক্বতায় সকল স্ত্রীর বয়স হবে তেত্রিশ বছর। সকলের দেহ হবে ষোড়শীর মত, যাদের বুকের উঁচু উঁচু সুডৌল স্তনযুগল নতমুখী হয়ে

ঢলে যাবে না।

সেই বেহেশ্তবাসিনী, রূপের ডালি, ঝলমলে লাবণ্যময়ী, সুবাসিনী কোন যুবতী যদি পৃথিবীর তমসাচ্ছন্ন আকাশে উঁকি মারে, তাহলে তার রূপালোকে ও সৌরভে সারা জগৎ আলোকিত ও সুরভিত হয়ে উঠবে। অনন্ত যৌবনা---এমন সুরমার কেবলমাত্র শীর্ষস্থিত উত্তরীয় খানি পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সব কিছু হতে উত্তম ও মূল্যবান। *(বুখারী ৬৫৬৮নং)*

হুরীদের গান

বেহেশ্ত সীমাহীন আনন্দময় স্থান। মনের আনন্দে গান বের হয়। গান শুনতে ভাল লাগে। স্বামীর মনে আনন্দ পরিপূর্ণ করার জন্য মধুর কণ্ঠে তারা গান করবে জান্নাতে। সেই গানের নমুনা নিম্নরূপ ঃ-

نحن الخيرات الحسان

أزواج قوم كرام

ينظرن بقرة أعيان

অর্থাৎ, আমরা সচ্চরিত্র সুন্দরী দল, সম্মানিত সম্প্রদায়ের স্ত্রী। যে স্ত্রীরা শীতল নজরে দৃষ্টিপাত করবে।

অন্য শব্দে ঃ-

نحن الحور الحسان

خبئنا لأزواج كرام

نحن الحور الحسان

هدينا لأزواج كرام

অর্থাৎ, আমরা হুরী সুন্দরী, সম্মানিত স্বামীদের জন্য গুপ্ত আছি। আমরা হুরী (সুনয়না) সুন্দরী, সম্মানিত স্বামীদের জন্য উপহার।

نحن الخالدات فلا يمتنه

نحن الآمنات فلا يخفنه

نحن المقيمات فلا يظعنّه

অর্থাৎ, আমরা সেই চিরস্থায়ী রমণী, যারা কখনই মারা যাবে না, আমরা সেই নিরাপদ রমণী, যারা কখনই ভয় পাবে না, আমরা সেই স্থায়ী বসবাসকারিণী, যারা কখনই চলে যাবে না। *(সঃ জামে' ১৫৫৭, ১৫৯৮নং)*

জান্নাতের এই হুরীরা বড় প্রেমময়ী, পৃথিবীতে স্বামীর কষ্ট দেখে কষ্ট পায়। নবী ﷺ বলেন, যখনই কোন মহিলা দুনিয়াতে নিজ স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখনই তার সুনয়না হূর (বেহেশ্তী) স্ত্রী (অদৃশ্যভাবে) ঐ মহিলার উদ্দেশ্যে বলে, আল্লাহ তোকে ধ্বংস করুন। ওকে কষ্ট দিস্ না। ও তো তোর নিকট সাময়িক মেহমান মাত্র। অচিরেই সে তোকে ছেড়ে আমাদের কাছে এসে যাবে। *(তিরমিযী)*

অনন্তকাল ধরে তারা এই বয়স নিয়েই চিরসুন্দর যুবক-যুবতী হয়ে থাকবে। *(মুসলিম ২৮৩৬)* সেখানে যৌন-মিলনে অধিক তৃপ্তিলাভ করবে। প্রত্যেক জান্নাতীকে একশ জন পুরুষের সমান যৌন-শক্তি ও সঙ্গম ক্ষমতা প্রদান করা হবে। *(তিরমিযী ২৫৩৬)*

যেহেতু পান-ভোজন, বসনভূষণ, বাসভবন এবং নারী-সংসর্গ ও যৌন-সম্ভোগ ইত্যাদিতেই মানুষের প্রকৃতিগত সুখ ও পরম আনন্দ, তাই তাদেরকে তাদের প্রকৃতির উপযোগী অভীষ্ট প্রতিদান দেওয়া হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে যে, তোমাদের জন্য এখন অনন্ত জীবন; তোমরা আর কখনো মরবে না। তোমাদের জন্য এখন চির সুস্বাস্থ্য; তোমরা আর কখনো অসুস্থ হবে না। তোমাদের জন্য এখন চির যৌবন; তোমরা আর কখনো বৃদ্ধ হবে না। তোমাদের জন্য এখন চির সুখ ও পরমানন্দ; তোমরা আর কখনো দুঃখ-কষ্ট পাবে না। *(মুসলিম)*

তাদের পরস্পরের অভিবাদন হবে সালাম আর সালাম। শান্তিবাক্য ছাড়া তারা কোন অসন্তোষজনক, মিথ্যা বা অসার বাক্য শুনবে না।

{لَايَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلا كِذَّاباً} (٣٥)

অর্থাৎ, সেখানে তারা শুনবে না কোন অসার ও মিথ্যা কথা। *(নাবা' ঃ ৩৫)*

{فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (١٠) لَاتَسْمَعُ فِيهَا لاغِيَةً} (١١) سورة الغاشية

অর্থাৎ, সেখানে তারা কোন অসার বাক্য শুনবে না। *(গাশিয়াহ ঃ ১১)*

{لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلاَ تَأْثِيماً (٢٥) إِلاَّ قِيلاً سَلاماً سَلاماً} (٢٦) الواقعة

অর্থাৎ, তারা শুনবে না কোন অসার অথবা পাপবাক্য। সালাম-সালাম (শান্তি) বাণী ব্যতীত। *(ওয়াক্বিআহ ঃ ২৫-২৬)*

{لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا} (٦٢)

অর্থাৎ, সেখানে তারা 'শান্তি' ছাড়া কোন অসার বাক্য শুনবে না এবং সেথায় সকাল-সন্ধ্যায় তাদের জন্য থাকবে জীবনোপকরণ। *(মারয়্যাম ঃ ৬২)*

{وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (٣٤) الَّذِي

أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ } (٣٥)

অর্থাৎ, তারা বলবে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর; যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করেছেন; নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালক বড় ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী; যিনি নিজ অনুগ্রহে, আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দান করেছেন; যেখানে আমাদেরকে কোন প্রকার ক্লেশ স্পর্শ করে না এবং স্পর্শ করে না কোন প্রকার ক্লান্তি।' *(ফাত্বির ঃ ৩৪-৩৫)*

{دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } (١٠) سورة يونس

অর্থাৎ, সেখানে তাদের বাক্য হবে, 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' (হে আল্লাহ! তুমি মহান পবিত্র)! এবং পরস্পরের অভিবাদন হবে সালাম। আর তাদের শেষ বাক্য হবে, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' (সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য)। *(ইউনুস ঃ ১০)*

জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মাঝে কথোপকথন

বেহেশ্তীগণ দোযখীদেরকে সম্বোধন ক'রে বলবে,

{قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا } (٤٤)

'আমাদের প্রতিপালক আমাদের ঈমান ও সৎকার্যের উপর) যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তা সত্য পেয়েছি (জান্নাত পেয়েছি) তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের (কুফরী ও অধর্মের উপর) যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা সত্য পেয়েছ কি?' ওরা বলবে, 'হ্যাঁ।'

অতঃপর জনৈক ঘোষণাকারী তাদের নিকট ঘোষণা করবে, পাপিষ্ঠদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। যারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল এবং তাতে বক্রতা (ও দোষ-ত্রুটি) অন্বেষণ করেছিল এবং তারাই ছিল পরকালে অবিশ্বাসী। *(আল-কুরআন ৭/৪৪-৪৫)*

কতক জান্নাতবাসী কতক জাহান্নাম (সাক্বার)বাসীকে জিজ্ঞাসা করবে,

{مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ } (٤٢) سورة المدثر

'তোমাদেরকে কিসে সাক্বারে নিক্ষেপ করেছে?' ওরা উত্তরে বলবে, 'আমরা নামায পড়তাম না, অভাবগ্রস্তকে আহার্য দান করতাম না, যারা অন্যায় আলোচনা করত আমরা তাদের আলোচনায় যোগ দিতাম এবং আমরা (এই) কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করেছি। *(আল-কুরআন ৭৪/৪০-৪৭)*

জাহান্নামবাসীরা জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন ক'রে বলবে, 'আমাদের

উপর কিছু পানি ঢেলে দাও, অথবা আল্লাহ জীবিকারূপে তোমাদেরকে যা দান করেছেন, তা হতে আমাদেরকে কিছু দাও।' জান্নাতীরা উত্তরে বলবে,

{إِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ } (٥٠) سورة الأعراف

'আল্লাহ এ দু'টিকে অবিশ্বাসীদের (কাফেরদের) জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) করেছেন। যারা তাদের ধর্মকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছিল এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছিল। *(আল-কুরআন ৭/৫০-৫১)*

জাহান্নামীদেরকে নিয়ে জান্নাতীদের হাসি

পৃথিবীতে কত অসৎ মানুষ সৎ মানুষদেরকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে, তাদেরকে বেওকুফ ভাবে, তাদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করে, কত টিস্ মারে, কত কুমন্তব্য করে। কিন্তু পরকালে তারাই হবে হাসির পাত্র। আজ যাদেরকে পাগল ভাবা হয়, কাল তারাই হবে রাজা।

মহান আল্লাহ বলেন, যারা অপরাধী তারা মু'মিনদেরকে নিয়ে উপহাস করত এবং তারা যখন মুমিনদের নিকট দিয়ে যেত, তখন চোখ টিপে ইশারা করত এবং যখন তারা আপনজনের নিকট ফিরে আসত, তখন তারা ফিরত উৎফুল্ল হয়ে এবং যখন তাদেরকে দেখত, তখন বলত,

{إِنَّ هَؤُلَاء لَضَالُّونَ } (٣٢)

'এরাই তো পথভ্রষ্ট।' অথচ তাদেরকে তো এদের সংরক্ষকরূপে পাঠানো হয়নি! আজ তাই মুমিনগণ উপহাস করবে কাফেরদেরকে নিয়ে। সুসজ্জিত আসনে বসে তারা দেখতে থাকবে। কাফেররা যা করত, তার ফল তারা পেল তো? *(মুত্বাফ্ফিফীন ঃ ২৯-৩৬)*

জান্নাতীদের আমল বা কর্ম

জান্নাত আমলের জায়গা নয়, জান্নাত হল আমলের বিনিময় পাওয়ার জায়গা। তাই সেখানে কোন কর্মব্যস্ততা কিংবা কোন পালনীয় ইবাদত-বন্দেগী থাকবে না। শ্বাসক্রিয়ার ন্যায় সদা তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) ও তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ) তাদের মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত হবে। এতে তাদের কোন অসুবিধা হবে না। *(বুখারী)*

জান্নাতীদের একটি ব্যস্ততার কথা মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ } (٥٥) سورة يـــــس

অর্থাৎ, এ দিন বেহেশ্তিগণ আনন্দে মগ্ন থাকবে। *(ইয়াসীন ঃ ৫৫)*

সুতরাং সে মত্ততা, ব্যস্ততা ও মগ্নতা হল স্ত্রী নিয়ে আনন্দ করাতে।

শতরূপা চিরকুমারী স্ত্রীদের সাথে মিলনের আনন্দে মগ্ন থাকবে চিরকাল। এটাকে যদি 'কর্ম' বলা যায়, তাহলে বেহেশ্তে সেটাই তাদের কর্ম।

জান্নাতের শ্রেষ্ঠ পাওয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মহান প্রভু জান্নাতীদেরকে সম্বোধন ক'রে বলবেন, 'হে জান্নাতের অধিবাসিগণ!' তারা উত্তরে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা হাযির আছি, যাবতীয় সুখ ও কল্যাণ তোমার হাতে আছে।' তখন আল্লাহ পাক বললেন, 'তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ?' তারা বলবে, 'আমাদের কী হয়েছে যে, সন্তুষ্ট হব না? হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো আমাদেরকে সেই জিনিস দান করেছ, যা তোমার কোন সৃষ্টিকে দান করনি।' তখন তিনি বলবেন, 'এর চেয়েও উত্তম কিছু তোমাদেরকে দান করব না কি?' তারা বলবে, 'এর চেয়েও উত্তম বস্তু আর কি হতে পারে?' মহান প্রভু জবাবে বলবেন, 'তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি অনিবার্য করব। অতঃপর আমি তোমাদের প্রতি কখনো অসন্তুষ্ট হব না।" *(বুখারী-মুসলিম)*

জান্নাতের সবচেয়ে বড় নেয়ামত

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ ক'রে যাবে, তখন মহান বর্কতময় আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদের জন্য আরো কিছু বেশি দিই?' তারা বলবে, 'তুমি কি আমাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল করে দাওনি? আমাদেরকে তুমি জান্নাতে প্রবিষ্ট করনি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাওনি?' অতঃপর আল্লাহ (হঠাৎ গর্বের) পর্দা সরিয়ে দেবেন (এবং তারা তাঁর চেহারা দর্শন লাভ করবে)। সুতরাং জান্নাতের লব্ধ যাবতীয় সুখ-সামগ্রীর মধ্যে জান্নাতীদের নিকট তাদের প্রভুর দর্শন (দীদার)ই হবে সবচেয়ে বেশী প্রিয়। *(মুসলিম)*

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (٢٦) سورة يونس

অর্থাৎ, যারা কল্যাণকর কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ (জান্নাত) এবং আরো অধিক (আল্লাহর দীদার)। তাদের মুখমন্ডলকে মলিনতা আচ্ছন্ন করবে না এবং লাঞ্ছনাও না; তারাই হচ্ছে জান্নাতের অধিবাসী, তারা ওর মধ্যে অনন্তকাল বাস করবে। *(ইউনুসঃ ২৬)*

{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} (٢٣) سورة القيامة

অর্থাৎ, সেদিন বহু মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে। *(ক্বিয়ামাহঃ ২২-২৩)*

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ رضي الله عنه বলেন, এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ছিলাম। হঠাৎ তিনি পূর্ণিমার রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "শোন! নিশ্চয় তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে তেমনি স্পষ্ট দেখতে পাবে, যেমন স্পষ্ট ঐ চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ। তাঁকে দেখতে তোমরা কোন ভিড়ের সম্মুখীন হবে না।" *(বুখারী-মুসলিম)*

এ দীদার হবে জান্নাতে। জাহান্নামীরা সেই দীদার কোথায় পাবে? তারা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি বলেই তো তাঁর চেহারা দর্শনেও বঞ্চিত হবে। তিনি বলেছেন,

{كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ} (١٥) سورة المطففين

অর্থাৎ, কক্ষনো না, অবশ্যই তারা সেদিন তাদের প্রতিপালক (দর্শন) থেকে পর্দাবৃত থাকবে। *(মুত্বাফফিফীনঃ ১৫)*

আ'রাফবাসিগণ

আ'রাফ জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী এক জায়গার নাম। এমন কতক মানুষ যাদের নেকী-বদী সমান হলে ঐ স্থানে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করবে এবং পরে আল্লাহর রহমতে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেই জায়গা থেকে জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের অবস্থা অবলোকন করা যাবে।

মহান আল্লাহ বলেন, "(জান্নাতী ও জাহান্নামী অথবা জান্নাত ও জাহান্নাম) উভয়ের মধ্যে পর্দা থাকবে এবং আ'রাফে কিছু লোক থাকবে, যারা প্রত্যেককে তার লক্ষণ দ্বারা চিনবে এবং তারা বেহেশ্তবাসীদেরকে আহবান ক'রে বলবে, 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' তারা তখনও বেহেশ্তে প্রবেশ করেনি, কিন্তু প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা করে।

আর যখন তাদের দৃষ্টি দোযখবাসীদের প্রতি ফিরিয়ে দেওয়া হবে, তখন তারা বলবে, {رَبَّنَا لاَتَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} (٤٧)

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে অত্যাচারীদের সঙ্গী করো না।'

আ'রাফবাসিগণ কিছু লোককে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনতে পেরে তাদেরকে আহবান ক'রে বলবে, 'তোমাদের দল ও তোমাদের অহংকার কোন কাজে আসল না। (দেখ,) এদেরই সম্বন্ধে কি তোমরা শপথ ক'রে বলতে যে, আল্লাহ এদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন না। (এদেরকেই বলা

হবে,) তোমরা বেহেশ্তে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না।” *(আ’রাফ ঃ ৪৬-৪৯)*

জান্নাত ও জাহান্নামের কলহ

নবী ﷺ বললেন, একদা জান্নাত ও জাহান্নামের বিবাদ হল। জাহান্নাম বলল, ‘আমার মধ্যে উদ্ধত ও অহংকারী লোকেরা থাকবে।’ আর জান্নাত বলল, ‘দুর্বল ও দরিদ্র ব্যক্তিরা আমার ভিতরে বসবাস করবে।’ অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে ফায়সালা করলেন যে, ‘তুমি জান্নাত আমার রহমত, তোমার দ্বারা আমি যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করব। আর তুমি জাহান্নাম আমার শাস্তি, তোমার দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেব। আর তোমাদের উভয়কেই পরিপূর্ণ করা আমার দায়িত্ব।’ *(মুসলিম)*

জাহান্নাম বা দোযখ

জাহান্নাম সেই আগুনের বাসস্থানকে বলা হয়, যেখানে রেখে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাঁর অবাধ্যদেরকে শাস্তি দেবেন। ফারসীতে একে ‘দোযখ’ বলা হয়, বাংলাতে নরক।

এটিকে আগুনের কারাগার বা জেলখানাও বলা যেতে পারে, যেখানে আল্লাহদ্রোহীরা চিরবন্দী থাকবে। যারা আল্লাহকে অবিশ্বাস করে, জান্নাত-জাহান্নাম অবিশ্বাস করে, নবী-রসূলকে মিথ্যা মনে করে, যারা পাপ করে, অন্যায় ও অপরাধ করে, তাদের পারলৌকিক ঠিকানা হবে এই দোযখ।

এই জাহান্নাম হল মানুষের সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনা, সবচেয়ে বড় ক্ষতি। মহান আল্লাহই সে কথা বলেছেন,

{رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ } (١٩٢)

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যাকে দোযখে প্রবেশ করাবে, তাকে নিশ্চয় লাঞ্ছিত করবে। আর অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। *(আলে ইমরান ঃ ১৯২)*

{أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ } (٦٣) سورة التوبة

অর্থাৎ, তারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহলে সুনিশ্চিতভাবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন; সে তাতে অনন্তকাল থাকবে। এটা হচ্ছে চরম লাঞ্ছনা। *(তাওবাহ ঃ ৬৩)*

{قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ } (١٥) سورة الزمر

অর্থাৎ, বল, ‘আসল ক্ষতিগ্রস্ত তো তারাই; যারা কিয়ামতের দিন নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিজনবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। জেনে রাখ, এটিই সুস্পষ্ট ক্ষতি।’ *(যুমার ঃ ১৫)*

জাহান্নাম জাহান্নামীদের বড় নিকৃষ্ট ঠিকানা, দোযখ দোযখীদের বড় নিকৃষ্ট বিশ্রামাগার, নিকৃষ্ট শয়নাগার। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّهَا سَاءتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا } (٦٦) سورة الفرقان

অর্থাৎ, নিশ্চয় তা আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে অতীব নিকৃষ্ট! *(ফুরক্বান ঃ ৬৬)*

{هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (٥٥) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ } (٥٦)

অর্থাৎ, এ হল (সাবধানীদের জন্য) আর সীমালংঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট পরিণাম; জাহান্নাম, সেখানে ওরা প্রবেশ করবে, সুতরাং কত নিকৃষ্ট সে শয়নাগার। *(স্বাদ ঃ ৫৫-৫৬)*

{وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا } (٢٩) سورة الكهف

অর্থাৎ, বল, ‘সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সমাগত; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক।’ আমি সীমালংঘনকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি অগ্নি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেওয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়; যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে; কত নিকৃষ্ট সেই পানীয় এবং কত নিকৃষ্ট সেই (অগ্নির) আশ্রয়স্থল। *(কাহফ ঃ ২৯)*

জাহান্নাম প্রস্তুত আছে

পূর্ব হতেই জাহান্নাম সৃষ্টি ক’রে রেখেছেন মহান আল্লাহ; যেমন এ কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। তিনি বলেছেন,

{فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ } (٢٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, যদি তোমরা তা (আনয়ন) না কর, এবং কখনই তা করতে পারবে না, তাহলে সেই আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং

পাথর, অবিশ্বাসীদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে। *(বাক্বারাহ ঃ ২৪)*

{وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ } (١٣١) سورة آل عمران

অর্থাৎ, তোমরা সেই আগুনকে ভয় কর, যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। *(আলে ইমরান ঃ ১৩১)*

মহানবী ﷺ জাহান্নাম স্বচক্ষে দর্শন করেছেন। সৃষ্টি করার পর মহান আল্লাহ জিবরীলকে দেখিয়েছেন। *(জান্নাতের বিবরণ দেখুন)*

জাহান্নামের তত্ত্বাবধান

জাহান্নামের তত্ত্বাবধানে অসংখ্য ফিরিশ্‌তা মোতায়েন আছেন। সেই ফিরিশ্‌তাগণের প্রকৃতি সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } (٦)

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম-হৃদয়, কঠোর-স্বভাব ফিরিশ্তাগণ, যারা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয়, তাই করে। *(তাহরীম ঃ ৬)*

জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফিরিশ্‌তার সংখ্যা

জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফিরিশ্‌তার সংখ্যা উনিশ। মহান আল্লাহ বলেন,

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (٢٦) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ (٢٧) لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ (٢٨) لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ (٢٩) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (٣٠) وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلاَئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْبَشَرِ (٣١) سورة المدثر

অর্থাৎ, আমি তাকে নিক্ষেপ করব সাক্বার (জাহান্নামে)। কিসে তোমাকে জানাল, সাক্বার কী? ওটা তাদেরকে (জীবিত অবস্থায়) রাখবে না, আর (মৃত অবস্থায়ও) ছেড়ে দেবে না। ওটা দেহের চামড়া দগ্ধ ক'রে দেবে। ওর তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশ জন প্রহরী। আমি ফেরেশ্তাদেরকেই করেছি

জাহান্নামের প্রহরী। আর অবিশ্বাসীদের পরীক্ষা স্বরূপই আমি তাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করেছি; যাতে কিতাবধারীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বর্ধিত হয় এবং বিশ্বাসীরা ও কিতাবধারীগণ সন্দেহ পোষণ না করে। এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা ও অবিশ্বাসীরা বলবে, এ বর্ণনায় আল্লাহর উদ্দেশ্য কি? এইভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করেন। তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। (জাহান্নামের) এই বর্ণনা তো মানুষের জন্য উপদেশ বাণী। *(মুদ্দাস্সির ঃ ২৬-৩১)*

উক্ত আয়াতে কুরাইশ বংশের মুশরিকদের খন্ডন করা হয়েছে। যখন জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফিরিশ্‌তাদের কথা আল্লাহ উল্লেখ করলেন, তখন আবূ জাহল কুরাইশদেরকে সম্বোধন ক'রে বলল, 'তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক দশজনের একটি দল এক একজন ফিরিশ্তার জন্য যথেষ্ট নয় কি?' কেউ বলেন, কালাদাহ নামক এক ব্যক্তি---যার নিজ শক্তির ব্যাপারে বড়ই অহংকার ছিল---সে বলল, 'তোমরা কেবল দু'জন ফিরিশ্তাকে সামলে নিও, অবশিষ্ট ১৭ জন ফিরিশ্তার জন্য আমি একাই যথেষ্ট!' বলা বাহুল্য, (কুরআনে উল্লিখিত) এই সংখ্যাও তাদের উপহাস ও বিদ্রূপের বিষয়রূপে পরিণত হল। *(আহসানুল বায়ান)*

উক্ত ১৯ জন ফিরিশ্‌তা জাহান্নামের দারোগা বলে প্রসিদ্ধ। যাদের কথা মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ } (٤٩) سورة غافر

অর্থাৎ, জাহান্নামীরা জাহান্নামের প্রহরীদেরকে বলবে, 'তোমাদের প্রতিপালককে বল, তিনি যেন আমাদের নিকট থেকে একদিনের শাস্তি লাঘব করেন।' *(মু'মিন ঃ ৪৯)*

তাঁদের মধ্যে একজনের নাম হল মালেক। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ } (٧٧) الزخرف

অর্থাৎ, ওরা চিৎকার ক'রে বলবে, 'হে মালেক (দোযখের অধিকর্তা)! তোমার প্রতিপালক আমাদেরকে নিঃশেষ ক'রে দিন।' সে বলবে, 'তোমরা তো (চিরকাল) অবস্থান করবে।' *(যুখরুফ ঃ ৭৭)*

জাহান্নামের বিশালতা

এ বিশ্ব চরাচরে মহান আল্লাহর জায়গার অভাব নেই। যে সূর্যকে আমরা

দূর থেকে ভাতের থালার মত মনে করি, সেই সূর্য এই পৃথিবী থেকে প্রায় ১৩ লক্ষ গুণ বড়। আর তার সবটাই অগ্নিকুন্ড। এই রকম আরো কত এবং আরো বড় বড় সূর্য রয়েছে মহাশূন্যে। জান্নাত-জাহান্নামও কোথাও আছে। জান্নাত যেমন বিশাল, জাহান্নামও তেমনই।

জাহান্নাম যে অতি বিশাল, তা বুঝতে পারা যায় নিম্নভাবে ঃ-

১। জিন-ইনসান মিলে অগণিত কোটি সংখ্যক ব্যক্তি জাহান্নামে স্থান পাবে। আবার কোন কোন জাহান্নামীর দেহ এত বিরাট হবে যে, তার দাঁতটাই হবে উহুদ পাহাড়ের সমান! দুই কাঁধের ব্যবধান হবে তিন দিনের পথ!

প্রকাশ থাকে যে, উহুদ পাহাড়ের দৈর্ঘ্য প্রায় ৭ কিমি. প্রস্থ প্রায় ২-৩ কিমি. এবং উচ্চতা ৩৫০ মিটার।

জানি না, এই শ্রেণীর জাহান্নামীর সংখ্যাই বা কত। তা সত্ত্বেও জাহান্নাম পরিপূর্ণ হবে না।

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ} (٣٠) سورة ق

অর্থাৎ, সেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করব, 'তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ?' জাহান্নাম বলবে, 'আরো আছে কি?' *(সূরা ক্বাফ ৩০ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "জাহান্নাম 'আরো আছে কি' বলতেই থাকবে। পরিশেষে রব্বুল ইয্যত তাবারাকা অতাআলা তাতে নিজ পায়ের পাতা (পা) রেখে দেবেন। তখন সে বলবে, 'যথেষ্ট, যথেষ্ট, তোমার ইয্যতের কসম!' আর তার পরস্পর অংশগুলি সংকীর্ণ হয়ে যাবে।" *(বুখারী ৭৩৮৪, মুসলিম ২৮৪৮নং, আবূ আওয়ানাহ)*

২। জাহান্নামের গভীরতা সম্বন্ধে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবূ হুরাইরা ﵁ বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। অকস্মাৎ তিনি কোন জিনিস পড়ার আওয়াজ শুনলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "তোমরা জান এটা কী?" আমরা বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল বেশী জানেন।' তিনি বললেন, "এটা ঐ পাথর যেটিকে সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, এখনই তা জাহান্নামের গভীরতায় (তলায়) পৌঁছল। ফলে তারই পড়ার আওয়াজ তোমরা শুনতে পেলে।"

আবূ হুরাইরা ﵁ বলেন, 'সেই সত্তার কসম যার হাতে আবূ হুরাইরার প্রাণ আছে! নিশ্চয় জাহান্নামের গভীরতা সত্তর বছরের (দূরত্বের পথ)।' *(মুসলিম)*

৩। জাহান্নামকে টেনে আনবেন ৪৯০ কোটি ফিরিশ্‌তা! তাতেও তার বিশালতা অনুমান করা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন

জাহান্নামকে এ অবস্থায় নিয়ে আসা হবে যে, তার সত্তর হাজার লাগাম থাকবে। আর প্রত্যেক লাগামের সাথে সত্তর হাজার ফিরিশ্তা থাকবেন। তাঁরা তা টানতে থাকবেন।" *(মুসলিম)*

৪। জাহান্নাম এত বিশাল যে, চাঁদ-সূর্যকে একত্রিত ক'রে তার গর্ভে নিক্ষিপ্ত করা হবে! *(সিঃ সহীহাহ ১২৪নং)*

জাহান্নামের স্তরসমূহ

অবাধ্য মানুষের অবাধ্যতা ও অপরাধ যেমন বিভিন্ন প্রকার, তেমনি জাহান্নামের স্তরও আছে ভিন্ন ভিন্ন। আযাবের কঠিনতাও ভিন্ন ভিন্ন হবে। যত নিম্নস্তরের আগুন হবে, তার উত্তাপ তত বেশি হবে।

মুনাফিকরা যেহেতু ঘর শত্রু, তাদের দ্বারা ইসলামের ক্ষতি বেশি, তাই তাদের ঠাঁই হবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا} (١٤٥)

অর্থাৎ, মুনাফিক (কপট) ব্যক্তিরা অবশ্যই দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে এবং তাদের জন্য তুমি কখনও কোন সাহায্যকারী পাবে না। *(নিসা ঃ ১৪৫)*

জান্নাতের স্তরসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চই হল সর্বশ্রেষ্ঠ। আর জাহান্নামের স্তরসমূহের মধ্যে সর্বনিম্নই হল সর্বনিকৃষ্ট।

অনেকে বলেছেন, জাহান্নামের স্তর হল সাতটি। এর প্রথম স্তরে থাকবে গোনাহগার মুসলিমরা, দ্বিতীয় স্তরে ইয়াহুদীরা, তৃতীয় স্তরে খ্রিষ্টানরা, চতুর্থ স্তরে সাবায়ীরা, পঞ্চম স্তরে মজুসী (অগ্নিপূজক)রা, ষষ্ঠ স্তরে পৌত্তলিকরা এবং সর্বনিম্ন সপ্তম স্তরে থাকবে মুনাফিকরা।

অনেকে উক্ত সাতটি স্তরের নির্দিষ্ট নামও উল্লেখ করেছেন; জাহান্নাম, লাযা, হুত্বামাহ, সাঈর, সাক্বার, জাহীম ও হাবিয়াহ।

কিন্তু নির্দিষ্টভাবে কোন স্তরের নাম কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়নি। সুতরাং সঠিক কথা এই যে, উক্ত নামগুলি আমভাবে জাহান্নামেরই নাম। যেমন ঃ-

জাহান্নাম ঃ

এ শব্দটি আল-কুরআনের ৭৭ জায়গায় এসেছে। এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَادْخُلُواْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ} (٢٩)

অর্থাৎ, সুতরাং তোমরা জাহান্নামের দরজাগুলিতে প্রবেশ কর সেথায়

চিরস্থায়ী থাকার জন্য। দেখ অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট। *(নাহ্‌ল ঃ ২৯)*

লাযা ঃ

'লাযা' মানে লেলিহান আগুন। মহান আল্লাহ বলেন,

{كَلاَّ إِنَّهَا لَظَى (١٥) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى (١٦) تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (١٧) وَجَمَعَ فَأَوْعَى } (١٨) سورة المعارج

অর্থাৎ, না, কখনই নয়! এটা তো লেলিহান অগ্নি। যা দেহ হতে চামড়া খসিয়ে দেবে। জাহান্নাম ঐ ব্যক্তিকে ডাকবে, যে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। সে সম্পদ পুঞ্জীভূত এবং সংরক্ষিত ক'রে রেখেছিল। *(মাআরিজ ঃ ১৫-১৮)*

হুত্বামাহ ঃ

'হুত্বামাহ' মানে প্রজ্বলিত আগুন। মহান আল্লাহ বলেন,

{كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (٤) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (٥) نَارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ (٦) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الأَفْئِدَةِ (٧) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُوصَدَةٌ (٨) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ }(٩)

অর্থাৎ, কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুত্বামায়। কিসে তোমাকে জানাল, হুত্বামা কি? তা হল আল্লাহর প্রজ্বলিত অগ্নি। যা হৃদয়কে গ্রাস করবে। নিশ্চয়ই তা তাদেরকে পরিবেষ্টন ক'রে রাখবে। দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে। *(হুমাযাহ ঃ ৪-৯)*

সাঈর ঃ

'সাঈর' মানেও প্রজ্বলিত আগুন। এ নামটিও বহু জায়গায় এসেছে। তার মধ্যে এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ } (٦) سورة فاطر

অর্থাৎ, শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে এ জন্য আহবান করে যে, ওরা যেন (সাঈর) জাহান্নামবাসী হয়। *(ফাত্বির ঃ ৬)*

সাক্বার ঃ

'সাক্বার' মানে ঝলসিয়ে দেওয়া, গলিয়ে দেওয়া। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ } (٤٨) سورة القمر

অর্থাৎ, যেদিন তাদেরকে উপুড় ক'রে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে; (সেদিন বলা হবে) 'সাক্বার (জাহান্নামে)র যন্ত্রণা আস্বাদন কর।' *(ক্বামার ঃ ৪৮)*

{سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (٢٦) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ (٢٧) لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ (٢٨) لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ (٢٩) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ } (٣٠) سورة المدثر

অর্থাৎ, আমি তাকে নিক্ষেপ করব সাক্বার (জাহান্নামে)। কিসে তোমাকে জানাল, সাক্বার কী? ওটা তাদেরকে (জীবিত অবস্থায়) রাখবে না, আর (মৃত অবস্থায়ও) ছেড়ে দেবে না। ওটা দেহের চামড়া দগ্ধ ক'রে দেবে। ওর তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশ জন প্রহরী। *(মুদ্দাস্‌সির ঃ ২৬-৩০)*

{فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (٤٠) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (٤١) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (٤٤) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (٤٥) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (٤٦) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (٤٧) فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ } (٤٨) سورة المدثر

অর্থাৎ, তারা থাকবে জান্নাতে এবং তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে---অপরাধীদের সম্পর্কে, 'তোমাদেরকে কিসে সাক্বার (জাহান্নাম)এ নিক্ষেপ করেছে?' তারা বলবে, 'আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আমরা অভাবগ্রস্তদেরকে অন্নদান করতাম না এবং আমরা সমালোচনাকারীদের সাথে সমালোচনায় নিমগ্ন থাকতাম। আমরা কর্মফল দিবসকে মিথ্যা মনে করতাম। পরিশেষে আমাদের নিকট মৃত্যু আগমন করল।' ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবে না। *(ঐ ঃ ৪০-৪৮)*

জাহীম ঃ

'জাহীম' মানে কঠিন অগ্নিদাহ। এ নামটিও বহু জায়গায় এসেছে। তার মধ্যে দুই জায়গায় মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ }

অর্থাৎ, আর যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে, তারাই (জাহীম) জাহান্নামের অধিবাসী। *(মাইদাহ ঃ ১০, ৮৬)*

হাবিয়াহ ঃ

'হাবিয়াহ' মানে গভীর গর্ত, পাতাল। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (٨) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (٩) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (١٠) نَارٌ

حَامِيَةٌ (١١) سورة القارعة

অর্থাৎ, কিন্তু যার পাল্লা হাল্‌কা হবে, তার স্থান হবে হাবিয়াহ। কিসে তোমাকে জানাল, তা কি? তা অতি উত্তপ্ত অগ্নি। *(ক্বা-রিআহ ঃ ৮-১১)*

অনেকে 'অইল' বা 'ওয়াইল'কেও জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম গণ্য করেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ } (١١) سورة الطور

অর্থাৎ, (অইল) দুর্ভোগ সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীদের। *(তূর ঃ ১১)*

{وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ} (١) سورة المطففين

অর্থাৎ, (অইল) ধ্বংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। *(মুত্বাফফিফীন ঃ ১)*

যেমন 'গাই' জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا } (٥٩) سورة مريم

অর্থাৎ, তাদের পর এল অপদার্থ পরবর্তিগণ, তারা নামায নষ্ট করল ও প্রবৃত্তিপরায়ণ হল; সুতরাং তারা অচিরেই অমঙ্গল প্রত্যক্ষ করবে। *(মারয়্যাম ঃ ৫৯)*

প্রকাশ থাকে যে, 'গাই' অর্থ ধ্বংস, অমঙ্গল, অশুভ পরিণামও করা হয়েছে। যেমন 'অইল'-এর অর্থ দুর্ভোগ বা ধ্বংস করা হয়ে থাকে।

জাহান্নামের দরজাসমূহ

জান্নাতের যেমন আটটি দরজা আছে, তেমনি জাহান্নামের দরজা আছে সাতটি। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (٤٣) لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ } (٤٤) سورة الحجر

অর্থাৎ, অবশ্যই (শয়তানের অনুসারীদের) তাদের সবারই প্রতিশ্রুত স্থান হবে জাহান্নাম।' ওর সাতটি দরজা আছে; প্রত্যেক দরজার জন্য তাদের মধ্য থেকে পৃথক পৃথক দল আছে। *(হিজর ঃ ৪৩-৪৪)*

হিসাবের পর দলে দলে কাফেরদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। জাহান্নামের নিকটে পৌঁছনো মাত্র তার দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (٧١) قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ } (٧٢) سورة الزمر

অর্থাৎ, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন ওরা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে, তখন তার দরজা খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা ওদেরকে বলবে, 'তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রসূল আসেনি; যারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত আবৃত্তি করত এবং এ দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদেরকে সতর্ক করত?' ওরা বলবে, 'অবশ্যই এসেছিল। কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি শাস্তির বাক্য বাস্তবায়িত হয়েছে।' ওদেরকে বলা হবে, 'জাহান্নামে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য তোমরা ওতে প্রবেশ কর। কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল!' *(যুমার ঃ ৭১-৭২)*

জাহান্নামে প্রবিষ্ট হলে তার দরজাসমূহ বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে। সেখান থেকে বের হওয়ার কোন পথ থাকবে না কাফেরদের। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (١٩) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ }

অর্থাৎ, পক্ষান্তরে যারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছে, তারাই হল হতভাগ্য। তাদের উপরই রয়েছে অবরুদ্ধ অগ্নি। *(বালাদ ঃ ১৯-২০)*

{إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّوصَدَةٌ (٨) فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ } (٩) سورة الهمزة

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই তা তাদেরকে পরিবেষ্টন ক'রে রাখবে। দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে। *(হুমাযাহ ঃ ৮-৯)*

অবশ্য কিয়ামতের পূর্বে সে দরজাসমূহ খোলা ও বন্ধ করা হয়। যেমন নবী ﷺ বলেছেন, "মাহে রমযানের আগমন ঘটলে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয় এবং শয়তানদেরকে শৃঙ্খলিত করা হয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

জাহান্নামের ইন্ধন

জাহান্নামের ইন্ধন বা জ্বালানী হবে এক শ্রেণীর মানুষ ও এক শ্রেণীর পাথর। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} (٢٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, যদি তোমরা তা (আনয়ন) না কর, এবং কখনই তা করতে পারবে না, তাহলে সেই আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, অবিশ্বাসীদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে। *(বাক্বারাহ ঃ ২৪)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (٦)

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম-হৃদয়, কঠোর-স্বভাব ফিরিশ্তাগণ, যারা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয়, তাই করে। *(তাহরীম ঃ৬)*

এক শ্রেণীর জ্বিনও হবে জাহান্নামের ইন্ধন। মহান আল্লাহ জ্বিনদের কথা বলেন,

{وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا} (١٥) سورة الجن

অর্থাৎ, অপরপক্ষে সীমালংঘনকারীরা তো জাহান্নামেরই ইন্ধন। *(জ্বিন ঃ ১৫)*

পৃথিবীর বুকে উপাস্যরূপে যা পূজিত হয়, তাও জাহান্নামের জ্বালানী হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (٩٨) لَوْ كَانَ هَؤُلَاء آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ} (٩٩) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা কর, সেগুলি তো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে। যদি তারা উপাস্য হত, তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করত না; তাদের সবাই তাতে স্থায়ী হবে। *(আম্বিয়া ঃ ৯৮-৯৯)*

জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ

জাহান্নামের আগুন কত গরম ও জ্বালাময় হবে, সে কথা কুরআন বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছে। যেমন ঃ-

{وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (٨) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (٩) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (١٠) نَارٌ حَامِيَةٌ} (١١) سورة القارعة

অর্থাৎ, কিন্তু যার পাল্লা হাল্কা হবে, তার স্থান হবে হাবিয়াহ। কিসে তোমাকে জানাল, তা কি? তা অতি উত্তপ্ত অগ্নি। *(ক্বারিআহ ঃ ৮-১১)*

{وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ (٤١) فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (٤٢) وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ (٤٣) لَابَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ} (٤٤) سورة الواقعة

অর্থাৎ, আর বাম হাত-ওয়ালারা, কত হতভাগা বাম হাত-ওয়ালারা! (যাদেরকে বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে।) তারা থাকবে অতি গরম বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে। কালোবর্ণ ধোঁয়ার ছায়ায়। যা শীতলও নয়, আরামদায়কও নয়। *(ওয়াক্বিআহ ঃ ৪৪)*

বলা বাহুল্য, জাহান্নামের আগুন উত্তপ্ত। তার বাতাসও অতিশয় উষ্ণ। তার পানিও অতিরিক্ত গরম। আগুনকে ঠান্ডা করার জিনিসগুলিও গরম।

জাহান্নামে যে ছায়ার কথা বলা হয়েছে, সে ছায়ার বিবরণ এসেছে অন্য স্থানে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ (٢٨) انطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (٢٩) انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ (٣٠) لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ (٣١) إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (٣٢) كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ} (٣٣) سورة المرسلات

অর্থাৎ, সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যাজ্ঞানকারীদের জন্য। তোমরা যাকে মিথ্যাজ্ঞান করতে, চল তারই দিকে। চল তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে। যে ছায়া শীতল নয় এবং যা রক্ষা করে না অগ্নিশিখা হতে। এটা উৎক্ষেপ করবে বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ অট্টালিকা তুল্য। ওটা হলুদ বরণ উটদলের মত। *(মুরসালাত ঃ ২৮-৩৩)*

জাহান্নামের আগুন কতটা প্রভাবশালী হতে পারে, সে কথা রয়েছে আর এক স্থানে,

{سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (٢٦) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ (٢٧) لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ (٢٨) لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ} (٢٩) سورة المدثر

অর্থাৎ, আমি তাকে নিক্ষেপ করব সাক্বার (জাহান্নামে)। কিসে তোমাকে জানাল, সাক্বার কী? ওটা তাদেরকে (জীবিত অবস্থায়) রাখবে না, আর (মৃত অবস্থায়ও) ছেড়ে দেবে না। ওটা দেহের চামড়া দগ্ধ ক'রে দেবে। *(মুদ্দাস্সির ঃ ২৬-২৯)*

অন্যত্র বলা হয়েছে,

{نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى} (١٦) سورة المعارج

অর্থাৎ, যা দেহ হতে চামড়া খসিয়ে দেবে। (মাআরিজ ঃ ১৬)

দুনিয়ার আগুনই সহ্য করার মত নয়, তাহলে জাহান্নামের আগুন কত অসহ্যনীয় হতে পারে, তা অনুমেয়।

মহানবী ﷺ বলেন, "আমাদের এই আগুন জাহান্নামের সত্তর অংশের এক অংশ।" বলা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! (দুনিয়ার আগুনই) তো যথেষ্ট ছিল!' তিনি বললেন, "তাতে উনসত্তর অংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রত্যেক অংশের উত্তাপ এই আগুনের মতো।" *(বুখারী-মুসলিম)*

উপরন্তু সে আগুন স্তিমিত হওয়ার নয়, নির্বাপিত হওয়ার নয়। তা বৃদ্ধি বৈ হ্রাস পাবে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا} (٣٠) سورة النبأ

অর্থাৎ, সুতরাং তোমরা আস্বাদন কর, এখন তো আমি শুধু তোমাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করতে থাকব। *(নাবা ঃ ৩০)*

{وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لاَ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ} (٣٦) سورة فاطر

অর্থাৎ, পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাস করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। ওদের মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবে না যে ওরা মরবে এবং ওদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এভাবে আমি প্রত্যেক অবিশ্বাসীকে শাস্তি দিয়ে থাকি। *(ফাত্বির ঃ ৩৬)*

{وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا} (٩٧) سورة الإسراء

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়; অন্ধ, বোবা ও কালা ক'রে। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম; যখনই তা স্তিমিত হবে, তখনই আমি তাদের জন্য অগ্নি বৃদ্ধি ক'রে দেব। *(বানী ইসরাঈল ঃ ৯৭)*

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا} (٥٦) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করে, তাদেরকে আমি অচিরেই আগুনে প্রবিষ্ট করব। যখনই তাদের চর্ম দগ্ধ হবে, তখনই ওর স্থলে নূতন চর্ম সৃষ্টি করব, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করতে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(নিসা ঃ ৫৬)*

পৃথিবীর এই গ্রীষ্মতাপকে জাহান্নামেরই তাপ বলা হয়েছে।

নবী ﷺ বলেন, "গ্রীষ্মের এই প্রখর উত্তাপ দোযখের অংশ। অতএব

গরম কঠিন হলে নামায ঠান্ডা (দেরী) ক'রে পড়।" *(বুখারী ৫৩৯নং, মুসলিম ৬১৫)*

মহানবী ﷺ বলেন, "একদা জাহান্নাম তার প্রতিপালকের কাছে অভিযোগ জানিয়ে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার এক অংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলছে!' সুতরাং তিনি তাকে দু'টি শ্বাস নেওয়ার অনুমতি দিলেন; একটি শীতকালে ও অপরটি গ্রীষ্মকালে। তোমরা তারই কারণে প্রখর গ্রীষ্ম ও প্রচন্ড শীত অনুভব ক'রে থাক।" *(বুখারী-মুসলিম)*

জাহান্নামের অতিথিদের আগমনের সময় হলে তার পূর্বে তাকে দস্তুরমতো প্রজ্বলিত করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (١٢) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (١٣) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ} (١٤) سورة التكوير

অর্থাৎ, জাহান্নামের অগ্নিকে যখন প্রজ্বলিত করা হবে এবং জান্নাতকে যখন নিকটবর্তী করা হবে। তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে, সে কি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। *(তাকবীর ঃ ১২-১৪)*

জাহান্নামের দর্শন ও কথন

জাহান্নাম দেখবে ও কথা বলবে, রাগে গর্জন ছাড়বে। মহান আল্লাহ বলেন,

{بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً (١١) إِذَا رَأَتْهُم مِّنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيراً} (١٢) سورة الفرقان

অর্থাৎ, বরং ওরা কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করে। আর যারা কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করে, তাদের জন্য আমি জ্বলন্ত জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছি। দূর হতে (জাহান্নাম) যখন ওদেরকে দেখবে, তখন ওরা তার ক্রুদ্ধ গর্জন ও চিৎকার শুনতে পাবে। *(ফুরক্বান ঃ ১১-১২)*

{وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٦) إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقاً وَهِيَ تَفُورُ (٧) تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ} (٨) سورة الملك

অর্থাৎ, আর যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, আর তা বড় নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল! যখন তারা তাতে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন জাহান্নামের গর্জন শুনবে, আর তা উদ্বেলিত হবে। রোষে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে, যখনই তাতে কোন দলকে

নিক্ষেপ করা হবে, তখনই তাদেরকে তার রক্ষীরা জিজ্ঞাসা করবে, ‘তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি?’ *(মুলক ঃ ৬-৮)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনের এক মূর্তি বের হবে, যার থাকবে দু’টি চোখ; যার দ্বারা সে দর্শন করবে, দু’টি কান; যার দ্বারা সে শ্রবণ করবে এবং যার জিভও থাকবে; যার দ্বারা সে কথাও বলবে। সেদিন সে বলবে, ‘তিন প্রকার লোককে শায়েস্তা করার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে; প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকেও আহ্বান (শির্ক) করেছে এবং যারা ছবি বা মূর্তি প্রস্তুত করেছে।” *(আহমাদ, তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫১২নং)*

জাহান্নামের আগুনের রঙ কালো

জাহান্নাম ও তার অগ্নি কৃষ্ণাকার। *(সিঃ যয়ীফাহ ১৩০৫নং)* জাহান্নামবাসীরাও বীভৎস কৃষ্ণকায়। ওদের মুখমন্ডল যেন অন্ধকার নিশীথের আস্তরণে আচ্ছাদিত। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّئَاتِ جَزَاء سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ اللّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (٢٧) سورة يونس

অর্থাৎ, যারা মন্দ কাজ করে, তারা তাদের মন্দ কাজের শাস্তি পাবে ওর অনুরূপ মন্দ। আর লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছাদিত ক’রে নেবে। আল্লাহ (এর শাস্তি) হতে তাদের রক্ষাকর্তা কেউই থাকবে না। তাদের মুখমন্ডল যেন অন্ধকার রাত্রির আস্তরণে আচ্ছাদিত। এরা হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, তারা ওর মধ্যে অনন্তকাল থাকবে। *(ইউনুস ঃ ২৭)*

অত্যুষ্ণ বায়ু, পান করবে উত্তপ্ত পানি এবং অবস্থান করবে (জাহান্নামের) কৃষ্ণবর্ণ ধূম্রের ছায়ায়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ (٤١) فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (٤٢) وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ (٤٣) لَابَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ} (٤٤) سورة الواقعة

অর্থাৎ, আর বাম হাত-ওয়ালারা, কত হতভাগা বাম হাত-ওয়ালারা! (যাদেরকে বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে।) তারা থাকবে অতি গরম বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে। কালোবর্ণ ধোঁয়ার ছায়ায়। যা শীতলও নয়, আরামদায়কও নয়। *(ওয়াক্বিআহ ঃ ৪১-৪৪)*

জাহান্নামকে পরিপূর্ণ

জাহান্নামে অধিকাংশ মানব-দানব নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, ‘তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ?’ জাহান্নাম বলবে, ‘আরও আছে কি?’ *(ক্বাফ ঃ ৩০)* তখন আল্লাহ পাক নিজের কদম (পা) দোযখে রাখবেন। তখন সংকুচিত হয়ে সে বলবে, ‘ব্যস, ব্যস।’ *(বুখারী ৭৩৮৪, মুসলিম ২৮৪৮নং)*

জাহান্নামে কাফেরদের আযাব চিরস্থায়ী

জাহান্নামে জাহান্নামীরা চিরস্থায়ী বসবাস করবে। অবশ্য যদি কোন পাপের কারণে কোন মু’মিন জাহান্নামে যায়, তাহলে এক দিন না একদিন আল্লাহর দয়া ও ক্ষমায় অথবা কারো সুপারিশে অথবা পাপফল ভোগ করার শেষে সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে যাবে। হৃদয়ে তওহীদ থাকলে অর্থাৎ, শির্ক না ক’রে থাকলে পাপী মুসলিমকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “(পরকালে) আল্লাহ বলবেন, সেই ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের কর, যে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলেছে এবং তার হৃদয়ে যবের দানা পরিমাণ মঙ্গল (ঈমান) আছে। সেই ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে বের কর, যে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলেছে এবং তার হৃদয়ে গমের দানা পরিমাণ মঙ্গল (ঈমান) আছে। আর সেই ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে বের কর, যে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলেছে এবং তার হৃদয়ে অণু পরিমাণ মঙ্গল (ঈমান) আছে।” *(আহমাদ ৩/২৭৬, তিরমিযী ২৫৯৩নং, এ হাদীসের মূল রয়েছে সহীহায়নে)*

বাকী যাদের ঈমান নেই, সেই বেঈমানরা চিরদিন সেখানে আযাবের মধ্যে বসবাস করবে। তাদের শাস্তি ক্ষমা করা হবে না, লাঘব করা হবে না এবং তারা বা জাহান্নাম ধ্বংস হয়ে যাবে না।

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}

অর্থাৎ, যারা (কাফের) অবিশ্বাস করে ও আমার নিদর্শনকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তারাই অগ্নিবাসী সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। *(বাক্বারাহ ঃ ৩৯)*

{وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (٣٦) سورة الأعراف

অর্থাৎ, যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে এবং অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারাই দোযখবাসী; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। *(আ'রাফ ঃ ৩৬)*

{إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ}

অর্থাৎ, অবশ্যই যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে এবং অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা বেহেশ্তেও প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না সূচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ করে। এরূপে আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। *(ঐ ঃ ৪০)*

{إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (٧٤) لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ} (٧٥) سورة الزخرف

অর্থাৎ, নিশ্চয় অপরাধীরা স্থায়ীভাবে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। ওদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং ওরা তাতে (শাস্তি ভোগ করতে করতে) হতাশ হয়ে পড়বে। *(যুখরুফ ঃ ৭৪-৭৫)*

{وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ} (٣٦) سورة فاطر

অর্থাৎ, যারা অবিশ্বাস করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। ওদের মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবে না যে, ওরা মরবে এবং ওদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এভাবে আমি প্রত্যেক অবিশ্বাসীকে শাস্তি দিয়ে থাকি। *(ফাত্বির ঃ ৩৬)*

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} (١٦١) خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ (١٦٢) سورة البقرة

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করে (কাফের) এবং অবিশ্বাসী (কাফের) থাকা অবস্থায় মারা যায়, তাদের উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তাগণ এবং সকল মানুষের অভিসম্পাত। তারা চিরকাল তাতে (অভিসম্পাত ও দোযখে) অবস্থান করবে, তাদের শাস্তিকে লঘু করা হবে না এবং তারা কোন

অবকাশও পাবে না। *(বাক্বারাহ ঃ ১৬১-১৬২)*

{يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ}

অর্থাৎ, তারা আগুন থেকে বের হতে চাইবে, কিন্তু তারা তা থেকে বের হতেই পারবে না এবং তাদের জন্য স্থায়ী শাস্তি রয়েছে। *(মাইদাহ ঃ ৩৭)*

{ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ} (٥٢) سورة يونس

অর্থাৎ, অতঃপর যালেমদেরকে বলা হবে, 'চিরস্থায়ী শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে থাকো, তোমাদেরকে তো তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফলই দেওয়া হচ্ছে।' *(ইউনুস ঃ ৫২)*

মৃত্যুকে দুম্বার আকারে নিয়ে এসে যবেহ করা হবে এবং বলা হবে, 'হে জান্নাতীগণ! তোমরা চিরকাল বাস কর, আর কোন মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামীগণ! তোমরা চিরকাল বাস কর, আর কোন মৃত্যু নেই।' *(বুখারী-মুসলিম)*

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ}

অর্থাৎ, (হে রসূল!) তুমি তাদেরকে সতর্ক করে দাও পরিতাপের দিন সম্বন্ধে, যেদিন সকল সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে যাবে; অথচ (এখন) তারা উদাসীন আছে এবং তারা বিশ্বাস করে না। *(মারয়্যাম ঃ ৩৯)*

জাহান্নাম কাফের ও মুশরিকদের স্থায়ী বাসস্থান

জান্নাত যেমন মু'মিনদের স্থায়ী বাসঘর, তেমনি জাহান্নামও কাফেরদের স্থায়ী আবাসস্থল। সেটাই তাদের বিশ্রামাগার; যদিও কোন বিশ্রাম তাদের নেই। সেটাই তাদের শয়নাগার; যদিও শয়নে কোন আরাম তাদের নেই।

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ} (١٥١) سورة آل عمران

অর্থাৎ, জাহান্নাম হবে তাদের নিবাস। আর অনাচারীদের আবাসস্থল অতি নিকৃষ্ট! *(আলে ইমরান ঃ ১৫১)*

{أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمُ النُّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ} (٨) سورة يونس

অর্থাৎ, এই লোকদের নিজেদের কৃতকর্মের ফলে ঠিকানা হবে জাহান্নাম। *(ইউনুস ঃ ৮)*

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ } (٦٨) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর নিকট হতে আগত সত্যকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? অবিশ্বাসীদের আশ্রয়স্থল কি জাহান্নামে নয়? *(আনকাবূত ঃ ৬৮)*

{فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ } (١٥) سورة الحديد

অর্থাৎ, আজ তোমাদের নিকট হতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদের নিকট হতেও নয়। তোমাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, এটাই তোমাদের চিরসঙ্গী। আর কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম!' *(হাদীদ ঃ ১৫)*

{وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ }

অর্থাৎ, যখন তাকে বলা হয়, তুমি আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার আত্মাভিমান তাকে অধিকতর পাপাচারে লিপ্ত করে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট এবং নিশ্চয়ই তা অতি মন্দ শয়নাগার। *(বাক্বারাহ ঃ ২০৬)*

{هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (٥٥) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ } (٥٦)

অর্থাৎ, জাহান্নাম, সেখানে ওরা প্রবেশ করবে, সুতরাং কত নিকৃষ্ট সে শয়নাগার। *(স্বাদ ঃ ৫৬)*

{فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا } (٩٧) سورة النساء

অর্থাৎ, এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম। আর তা কত নিকৃষ্ট আবাস! *(নিসা ঃ ৯৭)*

{إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا } (٢٩) سورة الكهف

অর্থাৎ, আমি সীমালংঘনকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি অগ্নি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন ক'রে থাকবে। তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেওয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়; যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে; কত নিকৃষ্ট সেই পানীয় এবং কত নিকৃষ্ট সেই (অগ্নির) আশ্রয়স্থল। (কাহফ ঃ ২৯)

{إِنَّهَا سَاءتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا } (٦٦) سورة الفرقان

অর্থাৎ, নিশ্চয় তা আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে অতীব নিকৃষ্ট! *(ফুরক্বান ঃ ৬৬)*

চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার

প্রধান প্রধান কারণ

প্রত্যেক শাস্তির একটা সীমা আছে। কিন্তু সে কোন্ অপরাধ যার শাস্তি অসীম? কুরআন কারীম যাঁরা (অর্থসহ) পড়েন, তাঁরা অবশ্যই সেই সকল অপরাধ সম্বন্ধে অবহিত হবেন। এখানে কতিপয় অপরাধের কথা উল্লেখ করা হল ঃ-

১। কুফরী ও শির্ক ঃ

প্রত্যেক কাফের মুশরিক নাও হতে পারে। তবে প্রত্যেক মুশরিক অবশ্যই কাফের। সুতরাং আমভাবে কুফরী এমন এক অপরাধ, যার জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নাম ভোগ করতে হবে।

কুফরী মানে অস্বীকার, অবিশ্বাস; আল্লাহকে অবিশ্বাস অথবা আল্লাহর কিছুকে অবিশ্বাস। কপটতা বা মুনাফিকীর কুফরী, সন্দেহ পোষণের কুফরী, কিছুতে বিশ্বাস ও কিছুতে অবিশ্বাসের কুফরী, আদেশ-নিষেধ অমান্য করার কুফরী ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ বলেন,

{قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ (١١) ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ } (١٢) سورة غافر

অর্থাৎ, ওরা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের দু'বার মৃত্যু দিয়েছ এবং দু'বার আমাদেরকে জীবিত করেছ। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করলাম। এখন নিষ্কৃতির কোন পথ মিলবে কি?' ওদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের এ শাস্তি তো এ জন্যে যে, যখন এককভাবে আল্লাহকে আহবান করা হত, তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে। আর তাঁর শরীক স্থির করা হলে তোমরা বিশ্বাস করতে। সুতরাং সুউচ্চ, মহান আল্লাহরই সমস্ত কর্তৃত্ব।' *(মু'মিন ঃ ১১-১২)*

{قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ } (٥٠) سورة غافر

অর্থাৎ, তারা বলবে, 'তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনাবলী সহ তোমাদের রসূলগণ আসেনি?' (জাহান্নামীরা) বলবে, 'অবশ্যই এসেছিল।' (প্রহরীরা) বলবে, 'তবে তোমরা প্রার্থনা করতে থাক। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়।' *(ঐ ঃ ৫০)*

{الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٧٠) إِذْ

الأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ (٧١) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (٧٢) ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (٧٣) مِنْ دُونِ اللهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكَافِرِينَ (٧٤) ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (٧٥) ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ} (٧٦) سورة غافر

অর্থাৎ, ওরা গ্রন্থ ও আমার রসূলদেরকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছিলাম, তা মিথ্যাজ্ঞান করে। সুতরাং শীঘ্রই ওরা জানতে পারবে। যখন ওদের গলদেশে বেড়ি ও শিকল থাকবে, ওদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর ওদেরকে অগ্নিতে দগ্ধ করা হবে; পরে ওদেরকে বলা হবে, 'কোথায় তারা, যাদেরকে তোমরা শরীক করতে---আল্লাহকে ছেড়ে?' ওরা বলবে, 'ওরা তো আমাদের নিকট থেকে অদৃশ্য হয়েছে; বরং পূর্বে আমরা এমন কিছুকে আহবান করিনি, যার কোন সত্তা ছিল।' এভাবে আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে বিভ্রান্ত ক'রে থাকেন। এটা এ কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা আনন্দ করতে ও দম্ভ করতে। ওদেরকে বলা হবে, 'জাহান্নামে চিরকাল বসবাসের জন্য ওতে প্রবেশ কর, কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল।' *(ঐ ৪ ৭০-৭৬)*

{مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا (١٠٠) خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاء لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا} (١٠١) سورة طـه

অর্থাৎ, যে কেউ এ হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে, ফলতঃ সে কিয়ামতের দিন (মহাপাপের) বোঝা বহন করবে। ঐ (পাপের শাস্তি)তে ওরা স্থায়ী হবে এবং কিয়ামতের দিন এই বোঝা ওদের জন্য কত মন্দ হবে। *(ত্বাহাঃ ১০০-১০১)*

{وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (٩٢) مِنْ دُونِ اللهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ (٩٣) فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ (٩٤) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (٩٥) قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (٩٦) تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٩٧) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ} (٩٨) سورة الشعراء

অর্থাৎ, ওদের বলা হবে, 'তারা কোথায় যাদের তোমরা উপাসনা করতে; আল্লাহর পরিবর্তে? ওরা কি তোমাদের সাহায্য করতে আসবে? না ওরা আত্মরক্ষা করতে সক্ষম?' অতঃপর ওদের এবং পথভ্রষ্টদের অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং ইবলীসের বাহিনীর সকলকেও। ওরা সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে, 'আল্লাহর শপথ! আমরা তো স্পষ্ট

বিভ্রান্তিতেই ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করতাম।' *(শুআরা' ৪ ৯২-৯৮)*

{بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا} (١١)

অর্থাৎ, বরং ওরা কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করে। আর যারা কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করে, তাদের জন্য আমি জ্বলন্ত জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছি। *(ফুরক্বান ৪ ১১)*

{وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ الأَغْلاَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدونَ} (٥) سورة الرعد

অর্থাৎ, যদি তুমি বিস্মিত হও, তাহলে বিস্ময়ের বিষয় তাদের কথা, '(মৃত্যুর পর) মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নতুন জীবন লাভ করব?' ওরাই ওদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে এবং ওদেরই গলদেশে থাকবে বেড়ি। ওরাই হবে দোযখবাসী, সেখানে ওরা চিরস্থায়ীভাবে বাস করবে। *(রা'দ ৪ ৫)*

২। কিয়ামত মিথ্যা মনে করার সাথে শরীয়তের আহকাম পালন না করা ৪

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

{فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (٤٠) عَنْ الْمُجْرِمِينَ (٤١) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (٤٤) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (٤٥) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (٤٦) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (٤٧) فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ} (٤٨) سورة المدثر

অর্থাৎ, তারা থাকবে জান্নাতে এবং তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে--- অপরাধীদের সম্পর্কে, 'তোমাদেরকে কিসে সাক্বার (জাহান্নাম)এ নিক্ষেপ করেছে?' তারা বলবে, 'আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আমরা অভাবগ্রস্তদেরকে অন্নদান করতাম না এবং আমরা সমালোচনাকারীদের সাথে সমালোচনায় নিমগ্ন থাকতাম। আমরা কর্মফল দিবসকে মিথ্যা মনে করতাম। পরিশেষে আমাদের নিকট মৃত্যু আগমন করল।' ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবে না। *(মুদ্দাস্সির ৪ ৪০-৪৮)*

৩। ভ্রষ্ট নেতা-বুযুর্গদের অনুসরণ করা ৪

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

{فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ (٢٤) وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ} (٢٥) فصلت

অর্থাৎ, এখন ওরা ধৈর্যশীল হলেও জাহান্নামই হবে ওদের আবাস এবং ওরা ক্ষমাপ্রার্থী হলেও ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে না। আমি ওদের সঙ্গী দিয়েছিলাম, যারা ওদের অতীত ও ভবিষ্যৎকে ওদের দৃষ্টিতে সুশোভিত ক'রে দেখিয়েছিল। ওদের ব্যাপারে ওদের পূর্ববর্তী জ্বিন এবং মানুষদের ন্যায় শাস্তির কথা বাস্তব হয়েছে। নিশ্চয় ওরা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। *(হা-মীম সাজদাহ ঃ ২৪-২৫)*

{يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ (٦٦) وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ (٦٧) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً} (٦٨) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, যেদিন অগ্নিতে ওদের মুখমন্ডল উল্টেপাল্টে দগ্ধ করা হবে সেদিন ওরা বলবে, 'হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম ও রসূলকে মান্য করতাম!' তারা আরো বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড় বড় লোক (বুযুর্গ)দের আনুগত্য করেছিলাম, সুতরাং ওরা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের প্রতিপালক! ওদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং মহা অভিসম্পাত কর।' *(আহযাব ঃ ৬৬-৬৮)*

৪। মুনাফিকী, কপটতা ঃ

অপরাধের দিক থেকে কুফরীর চাইতে মুনাফিকী অধিকতর সাংঘাতিক। তাই তার শাস্তিও অধিক। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَعَدَ الله الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ} (٦٨) سورة التوبة

অর্থাৎ, আল্লাহ মুনাফিক্ব পুরুষ, মুনাফিক্ব নারী ও কাফেরদেরকে জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, এটা তাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ করেছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি। *(তাওবাহ ঃ ৬৮)*

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا} (١٤٥)

অর্থাৎ, মুনাফিক (কপট) ব্যক্তিরা অবশ্যই দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে এবং তাদের জন্য তুমি কখনও কোন সাহায্যকারী পাবে না।

(নিসা ঃ ১৪৫)

৫। অহংকার ঃ

স্বৈরাচারী অহংকারীদের জন্য জাহান্নাম। এই অহংকারের ফলে মানুষ সত্য প্রত্যাখ্যান করে। ঈমান আনতে নাক সিঁটকায়, মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করে।

অহংকারী জাহান্নামীদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (٣٦) سورة الأعراف

অর্থাৎ, আর যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে এবং অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারাই দোযখবাসী; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। *(আ'রাফ ঃ ৩৬)*

{وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ} (٦٠) سورة الزمر

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তুমি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কালো দেখবে। অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নাম নয় কি? *(যুমার ঃ ৬০)*

{وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ} (٢٠) سورة الأحقاف

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তুমি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কালো দেখবে। অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নাম নয় কি? *(আহক্বাফ ঃ ২০)*

মহানবী ﷺ বলেন, "জান্নাত ও জাহান্নামের বিবাদ হল। জাহান্নাম বলল, 'আমার মধ্যে উদ্ধত ও অহংকারী লোকেরা থাকবে।' আর জান্নাত বলল, 'দুর্বল ও দরিদ্র ব্যক্তিরা আমার ভিতরে বসবাস করবে।' অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে ফায়সালা করলেন যে, তুমি জান্নাত আমার রহমত, তোমার দ্বারা আমি যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করব। এবং তুমি জাহান্নাম আমার শাস্তি, তোমার দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেব। আর তোমাদের উভয়কেই পরিপূর্ণ করা আমার দায়িত্ব।" *(মুসলিম)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমি তোমাদেরকে দোযখবাসী কারা তা বলে দেব না কি? প্রত্যেক রূঢ়-স্বভাব, দাম্ভিক, অহংকারী ব্যক্তি।" *(বুখারী*

৪৯১৮, মুসলিম ২৮৫৩ নং)*

একদা নবী ﷺ বললেন, “যার হৃদয়ে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে যাবে না।” এক ব্যক্তি বলল, ‘লোকে তো পছন্দ করে যে, তার পোশাক ও জুতা সুন্দর হোক (তাহলে সে ব্যক্তির কি হবে?)’ নবী ﷺ বললেন, “অবশ্যই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। (সুতরাং সুন্দর জামা-পোষাক পরায় অহংকার নেই।) অহংকার হল, হক (সত্য) প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে ঘৃণা করার নাম।” *(মুসলিম ৯১নং, তিরমিযী, হাকেম ১/২৬)*

প্রকাশ থাকে যে, কুফরী ছাড়া কাবীরা গোনাহর জন্য কোন মু’মিন জাহান্নামে চিরস্থায়ী বাসিন্দা হবে না। যার বুকে সরিষার দানা পরিমান ঈমান থাকবে, সে একদিন না একদিন জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে। যদিও খুনীর ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (٩٣) سورة النساء

অর্থাৎ, যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত ক’রে রাখবেন। *(নিসা ঃ ৯৩)*

আর সূদখোরের ব্যাপারে বলেছেন,

{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (٢٧٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, যারা সূদ খায় তারা (কিয়ামতে) সেই ব্যক্তির মত দন্ডায়মান হবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল ক’রে দিয়েছে। তা এ জন্য যে তারা বলে, ‘ব্যবসা তো সূদের মতই।’ অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ ও সূদকে অবৈধ করেছেন। অতএব যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে, তারপর সে (সূদ খাওয়া থেকে) বিরত হয়েছে, সুতরাং (নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে) যা অতীত হয়েছে, তা তার (জন্য ক্ষমার্হ হবে), আর তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। কিন্তু যারা পুনরায় (সূদ খেতে) আরম্ভ করবে, তারাই দোযখবাসী; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। *(বাক্বারাহ ঃ ২৭৫)*

তবুও অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের ভিত্তিতে উক্ত শাস্তির ঘোষণাকে ধমক বলে মানতে হবে। অর্থাৎ, কোন মুসলিমের বুকে যদি তাওহীদ থাকে, তাহলে সে একদিন না একদিন মুক্তি পাবে; যদিও শাস্তি ভোগার পরে। যেহেতু ঃ-

একদা জিব্রাঈল ﷺ নবী ﷺ-কে বললেন, “আপনার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মরবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” (নবী ﷺ বলেন,) আমি বললাম, “যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে তবুও কি?” তিনি বললেন, “যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার উদ্দেশ্যে (কলেমা) ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে, আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম ক’রে দেন।” *(বুখারী + মুসলিম)*

উপর্যুক্ত আয়াত দু’টিতে শাস্তি হিসাবে চিরস্থায়ী জাহান্নামের কথা যে বর্ণিত হয়েছে, তার অর্থ হল, সে যদি তওবা না করে, তাহলে তার শাস্তি এটাই হবে, যা মহান আল্লাহ তার অপরাধের দরুন তাকে দিতে পারেন। অনুরূপ তওবা না করা অবস্থায় চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার অর্থ হল, তাতে সুদীর্ঘ কাল অবস্থান করতে হবে। কারণ, কাফের ও মুশরিকরাই কেবল জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে। তাছাড়া সূদ ও হত্যার সম্পর্ক যদিও বান্দার অধিকারের সাথে, যা থেকে তওবার মাধ্যমেও দায়িত্বমুক্ত হওয়া যায় না, তবুও আল্লাহ তাআলা স্বীয় কৃপা ও অনুগ্রহে তার এমনভাবে নিষ্পত্তি করতে পারেন যে, নিহিত ব্যক্তিও প্রতিদান পেয়ে যাবে এবং সূদখোর ও হত্যাকারীরও মাফ হয়ে যাবে। *(ইবনে কাসীর ও ফাতহুল ক্বাদীর)*

জাহান্নামীর কর্মাবলী

এমনিতে প্রত্যেক মহাপাপ ও অতি মহাপাপই জাহান্নামীর কাজ। তবে মহাপাপ আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন, নচেৎ শাস্তি ভোগাতে পারেন। তবে অতি মহাপাপ অমার্জনীয় অপরাধ। যে যে কাজের জন্য জাহান্নাম যেতে হবে, তার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

কুফরী করা, শির্ক করা, বিদআত করা, কপটতা করা, আল্লাহ বা তাঁর রসূলের নামে মিথ্যা বলা, মিথ্যা কথা বলা, হিংসা করা, আমানতে খিয়ানত করা, যুলুম করা, ব্যভিচার করা, ধোঁকা দেওয়া, ফাঁকি দেওয়া, আত্মীয়তার বন্ধন ছেদন করা, জিহাদ বর্জন করা, কার্পণ্য করা, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া, আল্লাহর শাস্তি থেকে নিজেকে নিরাপদ ভাবা, বিপদে অধৈর্য

হওয়া, গর্ব করা, অহংকার করা, আল্লাহর কোন ফরয ত্যাগ করা, কোন নিষিদ্ধ কর্ম করা, তাঁর সীমা লংঘন করা, আল্লাহর মত অন্য কাউকে ভালবাসা অথবা ভয় করা, আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপর ভরসা রাখা, লোকদেখানি কাজ করা, বাতিলের পক্ষপাতিত্ব করা, আল্লাহ, রসূল বা দ্বীনের কোন বিষয় নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা, সত্য প্রত্যাখ্যান করা, সত্য গোপন করা, সত্য সাক্ষ্য না দেওয়া, যাদু করা, মা-বাপের অবাধ্য হওয়া, স্বামীর অবাধ্য হওয়া, অবৈধ প্রাণ হত্যা করা, এতীমের মাল ভক্ষণ করা, সূদ খাওয়া, ঘুস খাওয়া, চুরি-ডাকাতি করা, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা, মিথ্যা কলঙ্ক রটানো, অপবাদ দেওয়া, ইত্যাদি।

মহানবী ﷺ বলেন, "জাহান্নামবাসী পাঁচ ব্যক্তি; (১) সেই দুর্বল শ্রেণীর ব্যক্তি, যার (পাপ ও অন্যায় থেকে দূরে থাকার মত) জ্ঞান নেই। যারা তোমাদের অনুগত, যারা পরিবার চায় না, ধন-সম্পদও চায় না। (২) খিয়ানতকারী ব্যক্তি, যে তুচ্ছ কোন জিনিসের লোভে পড়লেই তাতে খিয়ানত করে। (৩) এমন ব্যক্তি, যে সকাল-সন্ধ্যায় তোমার পরিবার ও সম্পদের ব্যাপারে ধোঁকা দেয়। (৪) কৃপণ ব্যক্তি এবং (৫) দুশ্চরিত্র চোয়াড়।" *(মুসলিম ৭৩৮৬নং)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, কোন্ আমল মানুষকে বেশি জান্নাতে নিয়ে যাবে? তিনি বললেন, "আল্লাহভীতি ও সচ্চরিত্র।" আর তাঁকে (এটাও) জিজ্ঞাসা করা হল যে, কোন্ আমল মানুষকে বেশি জাহান্নামে নিয়ে যাবে? তিনি বললেন, "মুখ ও যৌনাঙ্গ (অর্থাৎ, উভয় দ্বারা সংঘটিত পাপ)।" *(তিরমিযী হাসান সহীহ সূত্রে)*

নির্দিষ্ট কতিপয় জাহান্নামী ব্যক্তি

কেউ জান্নাতের কাজ করলেই তাকে জান্নাতী এবং জাহান্নামের কাজ করলেই তাকে জাহান্নামী মনে করা ঠিক নয়। কারণ হতে পারে, সে মরণের পূর্বে অথবা আল্লাহর কাছে তার বিপরীত হতে পারে। তবে শরীয়ত নির্দিষ্টভাবে যাকে জাহান্নামী বলে উল্লেখ করেছে, তাকে জাহান্নামী মনে করতে হবে। যেমন ঃ ফিরআউন। মহান আল্লাহ তার সম্বন্ধে বলেছেন,

{يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ } (٩٨) هود

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন সে নিজ সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে, অতঃপর তাদেরকে উপনীত করবে দোযখে। আর তা অতি নিকৃষ্ট স্থান যাতে তারা উপনীত হবে। *(হূদ ঃ ৯৮)*

নূহ ও লূত (আলাইহিমাস সালাম)-এর স্ত্রী ঃ মহান আল্লাহ তাদের

সম্বন্ধে বলেন,

{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ } (١٠) سورة التحريم

অর্থাৎ, আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্য নূহ ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন; তারা ছিল আমার দাসদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ দাসের অধীন। কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, ফলে তারা (নূহ ও লূত) তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারল না এবং তাদেরকে বলা হল, 'জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও তাতে প্রবেশ কর।' *(তাহরীম ঃ ১০)*

এখানে খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা বলতে দাম্পত্যের খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, কোন নবীর স্ত্রী ব্যভিচারিণী ছিলেন না। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* খিয়ানত বলতে বুঝানো হয়েছে, এরা তাদের স্বামীদের উপর ঈমান আনেনি। তারা মুনাফিক্বী ও কপটতায় লিপ্ত ছিল এবং নিজেদের কাফের জাতির প্রতি তারা সমবেদনা পোষণ করত। যেমন, নূহ ﷺ-এর স্ত্রী নূহ ﷺ-এর ব্যাপারে লোকদেরকে বলে বেড়াত যে, এ একজন পাগল। আর লূত ﷺ-এর স্ত্রী তার গোত্রের লোকদেরকে নিজ বাড়ীতে আগত অতিথির সংবাদ পৌঁছে দিত। কেউ কেউ বলেন, এরা উভয়েই তাদের জাতির লোকদের মাঝে নিজ নিজ স্বামীর চুগলি ক'রে বেড়াত।

নূহ ﷺ এবং লূত ﷺ তাঁরা উভয়েই ছিলেন আল্লাহর পয়গম্বর, আর পয়গম্বররা আল্লাহর অতি নিকটতম বান্দাদের মধ্যে গণ্য হন, তা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের স্ত্রীদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে পারবেন না।

আবূ লাহাব ও তার স্ত্রী ঃ তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

{تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ(١) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ(٢) سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ (٣) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ }(٥)

অর্থাৎ, ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন উপকারে আসবে না। অচিরেই সে শিখা বিশিষ্ট (জাহান্নামের) আগুনে প্রবেশ করবে এবং তার স্ত্রীও; যে ইন্ধন বহন করে। তার গলদেশে থাকবে খেজুর আঁশের পাকানো রশি। *(সূরা লাহাব)*

আম্র বিন আমের আল-খুযায়ী ঃ মহানবী ﷺ তাকে জাহান্নামে নিজের

নাড়িভুঁড়ি টেনে নিয়ে বেড়াতে দেখেছেন। (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ)

আম্মার ﷺ-এর ঘাতক ঃ তার ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেছেন, "সে জাহান্নামী।" *(সঃ জামে' ৪১৭০নং)*

কাফের জ্বিনরাও জাহান্নামী

মানুষের মতই জ্বিনদেরও ভাল-মন্দ উভয়ই আছে। ভাল জ্বিনরা যেমন জান্নাতে যাবে, তেমনি খারাপ জ্বিনরা যাবে জাহান্নামে।

মহান আল্লাহ উভয় জাতিকেই ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (٥٦) سورة الذاريات

অর্থাৎ, আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। *(যারিয়াত ঃ ৫৬)*

সুতরাং ইবাদত না করলে জাহান্নামে যেতে হবে।

জ্বিনকেও হাশরের ময়দানে জমায়েত করা হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَيَوْمَ يِحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ} (١٢٨) الأنعام

অর্থাৎ, যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্র করবেন (এবং বলবেন,) 'হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা অনেক মানুষকে তোমাদের অনুগত করেছিলে।' আর মানব-সমাজের মধ্যে তাদের বন্ধুগণ বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা পরস্পর পরস্পর দ্বারা লাভবান হয়েছি এবং তুমি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারিত করেছিলে এখন আমরা তাতে উপনীত হয়েছি।' আল্লাহ বলবেন, 'জাহান্নামই তোমাদের বাসস্থান, সেখানে তোমরা চিরদিন থাকবে; যদি না আল্লাহ অন্য রকম ইচ্ছা করেন।' নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত। *(আনআম ঃ ১২৮)*

{فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا (٦٨) ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا (٦٩) ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا} (٧٠) سورة مريم

অর্থাৎ, সুতরাং শপথ তোমার প্রতিপালকের! আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে সমবেত করব। অতঃপর আমি অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করব। অতঃপর প্রত্যেক

দলের মধ্যে যে পরম দয়াময়ের প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য আমি তাকে টেনে অবশ্যই বের করব। তারপর আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা জাহান্নাম প্রবেশের অধিকতর যোগ্য তাদের বিষয়ে অধিক অবগত। *(মারয়াম ঃ ৬৮-৭০)*

জাহান্নামে প্রবেশ করতে আদেশ দিয়ে বলা হবে,

{ادْخُلُواْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّن الْجِنِّ وَالإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلاء أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِن لاَّ تَعْلَمُونَ} (٣٨)

অর্থাৎ,'তোমাদের পূর্বে যে জ্বিন ও মানবদল গত হয়েছে তাদের সাথে তোমরা দোযখে প্রবেশ কর।' যখনই কোন দল তাতে প্রবেশ করবে, তখনই অপর দলকে তারা অভিসম্পাত করবে। পরিশেষে যখন সকলে ওতে একত্র হবে, তখন তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! ওরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, সুতরাং তুমি ওদেরকে দোযখের দ্বিগুণ শাস্তি দাও।' আল্লাহ বলবেন, 'প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রয়েছে; কিন্তু তোমরা জান না।' *(আ'রাফ ঃ ৩৮)*

সুতরাং জ্বিনরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ (٩٤) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (٩٥) الشعراء

অর্থাৎ, অতঃপর ওদের এবং পথভ্রষ্টদের অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং ইবলীসের বাহিনীর সকলকেও। *(শুআরা' ঃ ৯৪-৯৫)*

মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, তিনি জ্বিন-ইনসান দিয়ে জাহান্নাম পরিপূর্ণ করবেন। তিনি বলেছেন,

{وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} (١١٩)

অর্থাৎ, 'আমি জ্বিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই' তোমার প্রতিপালকের এই বাণী পূর্ণ হবেই। *(হূদ ঃ ১১৯)*

জাহান্নামীদের সংখ্যাধিক্য

পূর্বেই বলা হয়েছে, জাহান্নামীদের সংখ্যা জান্নাতীদের তুলনায় অনেক গুণ বেশি হবে। যেহেতু এ সংসারে অসৎ লোকের সংখ্যাই অধিক, আল্লাহর বাধ্য বান্দা কম, শয়তানের বাধ্য গোলামই বেশি। মানুষের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন,

{وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ} (١٠٣) سورة يوسف

অর্থাৎ, তুমি যতই আগ্রহী হও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস

করবার নয়। *(ইউসুফঃ ১০৩)*

{وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ} (٢٠) سبأ

অর্থাৎ, ওদের উপর ইবলীস তার অনুমান সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করল, ফলে ওদের মধ্যে একটি বিশ্বাসী দল ছাড়া সকলেই তার অনুসরণ করল। *(সাবা' ঃ ২০)*

তিনি শয়তানকে বিতাড়িত করার সময় বলেছিলেন,

{لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ} (٨٥) سورة ص

অর্থাৎ, তোমার দ্বারা ও ওদের মধ্যে তোমার সকল অনুসারীদের দ্বারা আমি অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব।' *(স্বাদ ঃ ৮৫)*

বলা বাহুল্য, অধিকাংশ জ্বিন-ইনসানই জাহান্নামের অধিবাসী।

মহান আল্লাহ আদম ﷺ-কে আদেশ করবেন যে, যেন তিনি নিজ সন্তানদের মধ্য হতে হাজারে ৯৯৯ জনকে জাহান্নামের জন্য বের ক'রে দেন। এই কথা শুনে গর্ভবতীরা তাদের গর্ভপাত ক'রে ফেলবে, বালকরা বৃদ্ধ হয়ে পড়বে, আর মানুষকে দেখে মাতাল মনে হবে, অথচ তারা আসলে মাতাল হবে না; বরং আল্লাহর আযাবের ভয়াবহতার জন্য এ রকম (কিংকর্তব্যবিমূঢ়) হবে। সাহাবাদের কাছে এ কথা অত্যন্ত ভারী মনে হল, তাদের চেহারার রং পাল্টে গেল। নবী ﷺ তা দেখে বললেন ভয়ের কিছু নেই। ৯৯৯ জনের সংখ্যা য়্যা'জূজ-মা'জূজের মধ্য হতে হবে আর তোমাদের মাত্র একজন। তোমাদের সংখ্যা অন্য মানুষদের তুলনায় এমন হবে, যেমন সাদা গরুর গায়ে একটি কালো লোম অথবা কালো গরুর গায়ে একটি সাদা লোম। আর আমি আশা করি যে, তোমরাই হবে জান্নাতের এক চতুর্থাংশ বা এক তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক। তা শুনে সাহাবারা আনন্দে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারিত করলেন। *(বুখারী)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, প্রত্যেক একশ'র মধ্যে ৯৯ জন জাহান্নামে যাবে। *(বুখারী)* হয়তো বা এ সংখ্যাতে য়্যা'জূজ-মা'জূজকে গণনায় বাদ দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

জাহান্নামবাসী অধিক হওয়ার কারণ

জাহান্নামবাসী অধিক হওয়ার কারণ এই নয় যে, অধিকাংশ মানুষের কাছে ইসলাম পৌঁছেনি। বরং অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেনি। যেহেতু যে মানুষের কাছে ইসলামের কথা পৌঁছেনি, মহান আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন না। তিনি বলেছেন,

{وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} (١٥) سورة الإسراء

অর্থাৎ, আর আমি রসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দিই না। *(বানী ইস্রাঈল ঃ ১৫)*

আর তিনি প্রত্যেক জাতির ভিতরে রসূল বা সতর্ককারী পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন,

{إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ} (٢٤)

অর্থাৎ, আমি তো তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি। *(ফাত্বির ঃ ২৪)*

{وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ} (٣٦)

অর্থাৎ, অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও তাগূত থেকে দূরে থাক। *(নাহল ঃ ৩৬)*

{وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ} (٤٧) سورة يونس

অর্থাৎ, প্রত্যেক উম্মতের জন্য এক একজন রসূল ছিল। *(ইউনুস ঃ ৪৭)*

কিন্তু আম্বিয়ার দাওয়াত গ্রহণ না ক'রে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ জাহান্নামের উপযুক্ত হয়েছে।

এ গেল প্রত্যেক নবীর অনুসারীর কথা। পক্ষান্তরে শেষ নবীকে অধিকাংশ মানুষ অস্বীকার করল। আবার অনুসারীদের মধ্যেও নানা মতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ৭৩টির মধ্যে ৭২টি জাহান্নামের উপযুক্ত হল। যার কারণ বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, প্রবৃত্তি ও সন্দেহের বশবর্তী হয়েই অধিকাংশ মানুষ ভ্রষ্ট হয়েছে। যেহেতু মানুষের সৃষ্টিকর্তাই বলেছেন,

{زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ} (١٤) سورة آل عمران

অর্থাৎ, নারী, সন্তান-সন্ততি, জমাকৃত সোনা-রূপার ভান্ডার, পছন্দসই (চিহ্নিত) ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু ও ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় করা হয়েছে। এ সব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহর নিকটেই উত্তম আশ্রয়স্থল রয়েছে। *(আলে ইমরান ঃ ১৪)*

আর সেই কারণেই জিবরীলের আশংকা সঠিক ছিল। মহান আল্লাহ যখন তাঁকে জাহান্নামের দিকে পাঠিয়ে বললেন, 'যাও, জাহান্নাম এবং তার

অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রী দর্শন কর।’ তখন তিনি গেলেন এবং দেখলেন, তার আগুনের এক অংশ অপর অংশের উপর চেপে রয়েছে। অতঃপর তিনি ফিরে এসে বললেন, ‘আপনার সম্মানের কসম! যে কেউ এর কথা শুনবে, সে এতে প্রবেশ করতে চাইবে না।’ তারপর জাহান্নামকে মনোলোভা জিনিসসমূহ দিয়ে ঘিরে দিতে আদেশ করলেন এবং পুনরায় তাঁকে বললেন, ‘যাও, জাহান্নাম এবং তার অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রী দর্শন কর।’ সুতরাং তিনি গেলেন এবং দর্শন ক’রে ফিরে এসে বললেন, ‘আপনার সম্মানের কসম! আমার আশঙ্কা হয় যে, কেউ পরিত্রাণ পাবে না, সবাই তাতে প্রবেশ করবে।’ *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সঃ তারগীব ৩৬৬৯নং)*

অবশ্য সেই সাথে আরো একটি কারণ যুক্ত করা যায়, আর তা হল দাদুপন্থীদের অন্ধানুকরণ। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ} (٢٣) سورة الزخرف

অর্থাৎ, এভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই ওদের মধ্যে যারা বিত্তশালী ছিল তারা বলত, ‘আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এক মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।’ *(যুখরুফ ঃ ২৩)*

আর আসলে এ সবে রয়েছে মূলতঃ শয়তানের তাবেদারি। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ} (٢١) سورة لقمان

অর্থাৎ, যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা তার অনুসরণ কর’, তখন তারা বলে, ‘আমাদের বাপ-দাদাকে যাতে পেয়েছি, আমরা তো তাই মেনে চলব।’ যদিও শয়তান তাদেরকে দোযখ-যন্ত্রণার দিকে আহবান করে (তবুও কি তারা বাপ-দাদারই অনুসরণ করবে)? *(লুক্বমান ঃ ২১)*

জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী মহিলা

যেমন পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, জাহান্নামীদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা বেশি।

নবী ﷺ বলেছেন, “আমি বেহেশ্তের মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীই গরীবদের দল। আর দোযখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীই মহিলা।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

কুফরী ও শির্ক ছাড়াও এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার আরো অন্য কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে হাদীসে।

একদা নবী ﷺ (মহিলাদেরকে সম্বোধন করে) বললেন, “হে মহিলা সকল! তোমরা সাদকাহ-খয়রাত করতে থাক ও অধিকমাত্রায় ইস্তিগফার কর। কারণ আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীরূপে দেখলাম।” একজন মহিলা নিবেদন করল, ‘আমাদের অধিকাংশ জাহান্নামী হওয়ার কারণ কী? হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “তোমরা অভিশাপ বেশি কর এবং নিজ স্বামীর অকৃতজ্ঞতা কর। বুদ্ধি ও ধর্মে অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিচক্ষণ ব্যক্তির উপর তোমাদের চাইতে আর কাউকে বেশি প্রভাব খাটাতে দেখিনি।” মহিলাটি আবার নিবেদন করল, ‘বুদ্ধি ও ধর্মের ক্ষেত্রে অপূর্ণতা কী?’ তিনি বললেন, “দু’জন নারীর সাক্ষ্য একটি পুরুষের সাক্ষ্য সমতুল্য। আর (প্রসবোত্তর খুন ও মাসিক আসার) দিনগুলিতে মহিলা নামায পড়া বন্ধ রাখে।” *(মুসলিম)*

মহানবী ﷺ বলেন, “আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী হল মহিলা।” সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তা কী জন্য হে আল্লাহর রসূল?’ তিনি বললেন, “তাদের কুফরীর জন্য।” তাঁরা বললেন, ‘আল্লাহর সাথে কুফরী?’ তিনি বললেন, “(না, তারা স্বামীর কুফরী (অকৃতজ্ঞতা) ও নিমকহারামি করে। তাদের কারো প্রতি যদি সারা জীবন এহসানী কর, অতঃপর সে যদি তোমার নিকট সামান্য ত্রুটি লক্ষ্য করে, তাহলে ব’লে বসে, তোমার নিকট কোন মঙ্গল দেখলাম না আমি!” *(বুখারী, মুসলিম)*

জাহান্নামীদের দেহাকৃতির বিশালতা

পাপের শাস্তি অধিকরূপে ভোগাবার জন্য জাহান্নামীদের দেহাকৃতি খুব বিশাল করা হবে। অনুমান করার জন্য হাদীসে সেই বিশালত্ব কয়েকভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ-

মহানবী ﷺ বলেন, “কাফেরের দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান হবে দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের পথ!” *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, “কাফেরের চোয়ালের দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের সমান। আর তার চামড়ার স্থূলতা হবে তিন দিনের পথ!” *(ঐ)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “কাফেরের চামড়ার স্থূলতা হবে বিয়াল্লিশ হাত,

তার চোয়ালের দাঁত হবে উহুদের মত (প্রায় ৭ কিমি. লম্বা ৩ কিমি. চওড়া ও ৩৫০ মি. উঁচু) এবং জাহান্নামে তার বসার জায়গা হবে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী জায়গা পরিমাণ। (অর্থাৎ ৪২৫ কিমি.।) ” *(তিরমিযী)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “কাফেরের চামড়ার স্থূলতা হবে সত্তর হাত, তার বাহু হবে বাইযা পাহাড়ের মত, তার জাং হবে অরেক্বান পাহাড়ের মত এবং জাহান্নামে তার বসার জায়গা হবে আমার ও রাবাযার মধ্যবর্তী জায়গা পরিমাণ।” *(আহমাদ, হাকেম)*

জাহান্নামীদের খাদ্য

জাহান্নামীদেরকে খেতে না দিয়েও শাস্তি দেওয়া যেত। তবুও অধিক শাস্তি দেওয়ার জন্য তাদের খাদ্য হবে কয়েক প্রকার।

১। যন্ত্রণাদায়ক যাক্কুম বৃক্ষ ঃ

এ বৃক্ষ ও তার পরিচিতি সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

{أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (٦٢) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (٦٣) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (٦٤) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (٦٥) فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (٦٦) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ (٦٧) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ} (٦٨) الصافات

অর্থাৎ, আপ্যায়নের জন্য কি এটিই উত্তম, না যাক্কুম বৃক্ষ? সীমালংঘনকারীদের জন্য আমি এ সৃষ্টি করেছি পরীক্ষাস্বরূপ; এ বৃক্ষ জাহান্নামের তলদেশ হতে উদ্‌গত হয়, এর মোচা শয়তানের মাথার মত। সীমালংঘনকারীরা তা ভক্ষণ করবে এবং তা দিয়ে উদর পূর্ণ করবে। তার উপর অবশ্যই ওদের জন্য ফুটন্ত পানির মিশ্রণ থাকবে, অতঃপর অবশ্যই ওদের প্রত্যাবর্তন হবে জাহান্নামের দিকে। *(স্বা-ফ্ফাত ঃ ৬২-৬৮)*

{إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ (٤٣) طَعَامُ الْأَثِيمِ (٤٤) كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ (٤٥) كَغَلْيِ الْحَمِيمِ (٤٦) خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ (٤٧) ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ (٤٨) ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (٤٩) إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ} (٥٠) سورة الدخان

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই যাক্কুম গাছ হবে পাপিষ্ঠের খাদ্য; গলিত তামার মত তা পেটের ভিতর ফুটতে থাকবে, গরম পানি ফুটার মত। (আমি বলব,) ওকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে। অতঃপর ওর মাথায় ফুটন্ত

পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও (এবং বল,) আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত। এটা তো সেই (শাস্তি) যার সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করতে। *(দুখান ঃ ৪৩-৫০)*

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (٥١) لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (٥٢) فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (٥٣) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (٥٤) فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (٥٥) هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ (٥٦) سورة الواقعة

অর্থাৎ, অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যাজ্ঞানকারীরা! তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কুম বৃক্ষ হতে এবং ওটা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে। তারপর তোমরা পান করবে ফুটন্ত পানি। পান করবে পিপাসার্ত উটের ন্যায়। কিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আতিথ্য। *(ওয়াক্বিআহ ঃ ৫১-৫৬)*

{وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي القُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَانًا كَبِيرًا} (٦٠) سورة الإسراء

অর্থাৎ, আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি তা এবং কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ শুধু মানুষের পরীক্ষার জন্যই। আমি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করি, কিন্তু এটা তাদের তীব্র অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে। *(বানী ইস্রাঈল ঃ ৬০)*

সাহাবা ও তাবেঈনগণ এই দৃশ্যের ব্যাখ্যা করেছেন, চাক্ষুষ দর্শন। এ থেকে মি’রাজের ঘটনাকে বুঝানো হয়েছে। এ ঘটনা অনেক দুর্বল ঈমানের লোকদের জন্য ফিতনার কারণ হয়েছে এবং তারা মুর্তাদ্দ হয়ে গেছে। আর ‘বৃক্ষ’ বলতে যাক্কুম গাছ, যা মি’রাজের রাতে রসূল ﷺ জাহান্নামে দেখেছেন। الْمَلْعُوْنَةَ (অভিশপ্ত) বলতে, ভক্ষণকারী। অর্থাৎ, সেই গাছ যা অভিশপ্ত জাহান্নামীরা ভক্ষণ করবে।

زَقُّوْمٌ , تَـزَقُّمٌ থেকে উৎপত্তি যার অর্থ ঃ দুর্গন্ধময় ও ঘৃণিত বস্তু গিলে খাওয়া। ‘যাক্কুম’ বৃক্ষের ফল খাওয়াও জাহান্নামীদের জন্য বড় কঠিন হবে। কারণ তা বড় দুর্গন্ধময়, তেঁতো এবং অতি ঘৃণ্য হবে। অনেকে বলেন যে, এটা পৃথিবীর একটি গাছ এবং তা আরবে পরিচিত। কুত্বরব বলেন, এটি এক প্রকার তেঁতো গাছ, যা তিহামা নামক এলাকায় পাওয়া যায়। আর অনেকে বলেন যে, এটা পৃথিবীর কোন গাছ নয়, পৃথিবীর মানুষের নিকট তা অপরিচিত। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* আরবী-উর্দু অভিধানে ‘যাক্কুম’-এর অর্থ থুহার (কাঁটাদার বিষাক্ত গাছ) করা হয়েছে। *(আহসানুল বায়ান)*

মহানবী ﷺ বলেন, “ঐ যাক্কুমের সামান্য পরিমাণ যদি জাহান্নাম হতে পৃথিবীতে আসে তবে পৃথিবীর খাদ্য ও পানীয় তার বিষাক্ততায় বিনষ্ট হয়ে

যাবে।” *(তিরমিযী ২৫৮৫)*

২। যারী’ ঃ

এক প্রকার কন্টকময় বিষাক্ত গুল্ম। যা জাহান্নামীরা ভক্ষণ করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ ضَرِيعٍ (٦) لَا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ } (٧)

অর্থাৎ, তাদের জন্য বিষাক্ত কন্টক ব্যতীত খাদ্য নেই। যা পুষ্ট করে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করে না। *(গাশিয়াহ ঃ ৬-৭)*

৩। গলায় আটকে যায় এমন খাদ্য ঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالاً وَجَحِيماً (١٢) وَطَعَاماً ذَا غُصَّةٍ وَعَذَاباً أَلِيماً } (١٣) المزمل

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমার নিকট আছে শৃংখল, প্রজ্বলিত অগ্নি। আর আছে এমন খাদ্য, যা গলায় আটকে যায় এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। *(মুযযাম্মিল ঃ ১২-১৩)*

৪। গিসলীন ঃ

জাহান্নামীদের ক্ষতনিঃসৃত স্রাব। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ (٣٥) وَلا طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِينٍ (٣٦) لَايَأْكُلُهُ إِلاَّ الْخَاطِئُونَ } (٣٧) سورة الحاقة

অর্থাৎ, অতএব এই দিন সেখানে তার কোন সুহৃদ থাকবে না এবং কোন খাদ্য থাকবে না ক্ষতনিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত; যা অপরাধীরা ব্যতীত কেউ খাবে না। *(হা-ক্কাহ ঃ ৩৫-৩৭)*

৫। আগুনের অঙ্গার ঃ

যারা আল্লাহর কালাম বেচে খায়, তারা জাহান্নামের আঙ্গার খাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (١٧٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যারা তা গোপন করে ও তার বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা কেবল আগুন দিয়ে আপন পেট পূর্ণ করে। শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে (পাপ-পঙ্কিলতা থেকে) পবিত্রও করবেন না; আর তাদের জন্য

রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। *(বাক্বারাহ ঃ ১৭৪)*

যারা এতীমের মাল খায়, তারা জাহান্নামের আঙ্গার খাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا } (١٠) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা পিতৃহীনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা আসলে নিজেদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে। আর অচিরেই তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। *(নিসা ঃ ১০)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, “যে ব্যক্তি অভাব না থাকা সত্ত্বেও যাচনা করে (খেল), সে ব্যক্তি যেন জাহান্নামের অঙ্গার খেল।” *(ত্বাবারানীর কাবীর, ইবনে খুযাইমা, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৭৯৩নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি চাঁদির পাত্রে পান করে, আসলে সে ব্যক্তি নিজ উদরে জাহান্নামের আগুন ঢক্ঢক্ করে পান করে।” *(বুখারী ৫৬৩৪, মুসলিম ২০৬৫নং)*

জাহান্নামীদের পানীয়

পিপাসায় পানি না দিয়ে জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। আর অধিক আযাব দেওয়ার জন্য তাদেরকে কয়েক প্রকার পানি পান করতে দেওয়া হবে ঃ-

১। হামীম ঃ

অত্যুষ্ণ ফুটন্ত পানি। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْحَمِيمِ (٥٤) فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ } (٥٥) الواقعة

অর্থাৎ, তারপর তোমরা পান করবে ফুটন্ত পানি। পান করবে পিপাসার্ত উটের ন্যায়। *(ওয়াক্বিআহ ঃ ৫৪-৫৫)*

যা পান করলে জাহান্নামীদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ } (١٥) سورة محمد

অর্থাৎ, (পরহেযগাররা কি তাদের মতো,) যাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি; যা তাদের নাড়ীভুঁড়ি ছিন্ন-ভিন্ন ক’রে দেবে? *(মুহাম্মাদ ঃ ১৫)*

২। গাস্সাক্ব ঃ

অতিশয় দুর্গন্ধময় তিক্ত অথবা নিরতিশয় শীতল পানীয়। মহান আল্লাহ

বলেন,

{هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (٥٥) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ (٥٦) هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ} (٥٧) سورة ص

অর্থাৎ,এ হল (সাবধানীদের জন্য) আর সীমালংঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট পরিণাম; জাহান্নাম, সেখানে ওরা প্রবেশ করবে, সুতরাং কত নিকৃষ্ট সে শয়নাগার। এ হল ফুটন্ত পানি ও (গাস্‌সাক্ব) পুঁজ। সুতরাং ওরা তা আস্বাদন করুক। *(স্বা-দঃ ৫৫-৫৭)*

{إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً (٢١) لِلْطَّاغِينَ مَآباً (٢٢) لابِثِينَ فِيهَا أَحْقَاباً (٢٣) لَايَذُوقُونَ فِيهَا بَرْداً وَلا شَرَاباً (٢٤) إِلاَّ حَمِيماً وَغَسَّاقاً (٢٥) جَزَاءً وِفَاقاً} (٢٦) سورة النبأ

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই জাহান্নাম ওঁৎ পেতে রয়েছে---সীমালংঘনকারীদের প্রত্যাবর্তনস্থল রূপে। সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে। সেখানে তারা কোন ঠান্ডা (বস্তুর) স্বাদ গ্রহণ করতে পাবে না, আর কোন পানীয়ও (পাবে না); ফুটন্ত পানি ও (প্রবাহিত) পূঁজ ব্যতীত। এটাই (তাদের) উপযুক্ত প্রতিফল। *(নাবা’ঃ ২১-২৬)*

৩। স্বাদীদ ঃ

জাহান্নামীদের পচনশীল ক্ষত-নির্গত পুঁজ-রক্ত বা ঘাম; যা তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে। তারা অতি কষ্টে গলধঃকরণ করবে এবং তা গলধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। (তখন) সব দিক থেকে তাদের নিকট মৃত্যুযন্ত্রণা আসবে, কিন্তু মৃত্যু তাদের ঘটবে না। আর তারা কঠোর শাস্তি ভোগ করতেই থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (١٥) مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ (١٦) يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ} (١٧) سورة إبراهيم

অর্থাৎ, প্রত্যেক উদ্ধত হঠকারী ব্যর্থকাম হল। তাদের প্রত্যেকের সম্মুখে রয়েছে জাহান্নাম এবং প্রত্যেককে পান করানো হবে পূঁজমিশ্রিত পানি। যা সে অতি কষ্টে এক ঢোক এক ঢোক করে গিলতে থাকবে এবং তা গিলা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে; সর্বদিক হতে তার নিকট আসবে মৃত্যু-যন্ত্রণা, কিন্তু

তার মৃত্যু ঘটবে না এবং তার পরে থাকবে কঠোর শাস্তি। *(ইব্রাহীমঃ ১৫-১৭)*

৪। গলিত ধাতু অথবা তৈলকিট্টের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, গাঢ় ও দুর্গন্ধময় পানীয় ঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا} (٢٩) سورة الكهف

অর্থাৎ, আমি সীমালংঘনকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি অগ্নি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেওয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়; যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে; কত নিকৃষ্ট সেই পানীয় এবং কত নিকৃষ্ট সেই (অগ্নির) আশ্রয়স্থল। *(কাহফঃ ২৯)*

৫। খাবাল নদীর পানি ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি মদ পান করবে সে ব্যক্তির ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। কিন্তু এরপর যদি সে তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ ক’রে নেবেন। অন্যথা যদি সে পুনরায় পান করে, তাহলে অনুরূপ তার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। যদি এর পরেও সে তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল ক’রে নেবেন। অন্যথা যদি সে তৃতীয়বার পান করে, তাহলে অনুরূপ তার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। কিন্তু এর পরেও যদি সে তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ ক’রে নেবেন। অন্যথা যদি সে চতুর্থবার তা পান করে, তাহলে অনুরূপ তার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। কিন্তু এরপরে সে যদি তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন না, তিনি তার প্রতি ক্রোধান্বিত হন এবং (পরকালে) তাকে ‘খাবাল নদী’ থেকে পানীয় পান করাবেন।”

ইবনে উমার ﵁ কে জিজ্ঞাসা করা হল, ‘হে আবূ আব্দুর রহমান! ‘খাবাল-নদী’ কি?’ উত্তরে তিনি বললেন, ‘তা হল জাহান্নামবাসীদের পুঁজ দ্বারা প্রবাহিত (জাহান্নামের) এক নদী।’ *(তিরমিযী, হাকেম ৪/১৪৬, নাসাঈ, সহীহুল জামে’ ৬৩১২-৬৩১৩নং)*

জাহান্নামীদের পোষাক

জাহান্নামীদের পোষাক হবে আলকাতরার অথবা গলিত পিতলের এবং আগুনের। মহান আল্লাহ বলেন,

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ (٤٩) سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ

وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ (٥٠) سورة إبراهيم

অর্থাৎ, সেদিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে শিকল দ্বারা বাঁধা অবস্থায়। তাদের জামা হবে আলকাতরার (বা গলিত পিতলের) এবং অগ্নি আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমন্ডল। *(ইব্রাহীম ঃ ৪৯-৫০)*

তিনি আরো বলেন,

فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ (١٩) يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ (٢٠) وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (٢١) كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (٢٢)

অর্থাৎ, সুতরাং যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক; তাদের মাথার উপর ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি। যার ফলে তাদের উদরে যা আছে তা এবং তাদের চর্ম বিগলিত করা হবে। আর তাদের জন্যে থাকবে লৌহনির্মিত হাতুড়িসমূহ। যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে; আর (তাদেরকে বলা হবে,) 'আস্বাদ কর দহন-যন্ত্রণা।' *(হাজ্জ ঃ ১৯-২২)*

জাহান্নামের কতিপয় আযাবের নমুনা

জাহান্নামে নানা ধরনের আযাব হবে। কতক প্রকার আযাবের কথা কুরআন-হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, তার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তির দুনিয়াতে কোন (প্রাণীর) চিত্র বানিয়েছে তাকে কিয়ামতের দিনে তাতে রূহ ফুঁকার জন্য বাধ্য করা হবে আর সে রূহ ফুঁকতে পারবে না।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে, যা সে দেখেনি---সে ব্যক্তিকে (কিয়ামতের দিন) দু'টি যবের মাঝে জোড়া লাগাতে বাধ্য করা হবে। অথচ সে কখনই তা পারবে না। (যার ফলে তাকে আযাব ভোগ করতে হবে।)

যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কথা কান পেতে শুনবে অথচ তারা তা অপছন্দ করে সে ব্যক্তির উভয় কানে কিয়ামতের দিন গলিত সীসা ঢালা হবে।

আর যে ব্যক্তি কোন ছবি (বা মূর্তি) তৈরী করবে (কিয়ামতে) তাকে আযাব দেওয়া হবে অথবা ঐ ছবি (বা মূর্তি)তে রূহ ফুঁকতে বাধ্য করা হবে অথচ সে তাতে কখনই সক্ষম হবে না।" *(বুখারী ৭০৪২নং)*

রসূল ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনের এক মূর্তি বের হবে, যার থাকবে দু'টি চোখ; যার দ্বারা সে দর্শন করবে, দু'টি কান; যার

দ্বারা সে শ্রবণ করবে এবং যার জিভও থাকবে; যার দ্বারা সে কথাও বলবে। সেদিন সে বলবে, 'তিন প্রকার লোককে শায়েস্তা করার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে; প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকেও আহ্বান (শির্ক) করেছে এবং যারা ছবি বা মূর্তি প্রস্তুত করেছে।" *(আহমাদ, তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫১২নং)*

যারা যাকাত দেয় না তাদের শাস্তি সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ } (٣٥) التوبة

অর্থাৎ, যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে ঐগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে। অতঃপর তা দিয়ে তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশ দাগা হবে, (আর বলা হবে,) 'এ হচ্ছে তাই যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে। সুতরাং এখন নিজেদের সঞ্চিত জিনিসের স্বাদ গ্রহণ কর।' *(তাওবাহ ঃ ৩৪-৩৫)*

নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন-মাল দান করেছেন; কিন্তু সে ব্যক্তি তার সেই ধন-মালের যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন (আযাবের) জন্য তার সমস্ত ধন-মালকে একটি মাথায় টাক পড়া (অতি বিষাক্ত) সাপের আকৃতি দান করা হবে; যার চোখের উপর দু'টি কালো দাগ থাকবে। সেই সাপকে বেড়ির মত তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর সে তার উভয় কশে ধারণ (দংশন) ক'রে বলবে, 'আমি তোমার মাল, আমি তোমার সেই সঞ্চিত ধনভান্ডার।' এরপর নবী ﷺ এই আয়াত পাঠ করলেন,

﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহর দানকৃত অনুগ্রহে (ধন-মালে) যারা কৃপণতা করে, সে কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে বেড়ি বানিয়ে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় পরানো হবে। *(আ-লে ইমরান ঃ ১৮০ বুখারী ১৪০৩নং, নাসাঈ)*

রসূল ﷺ বলেন, "কোন (গরীব) নিকটাত্মীয় যখন তার (ধনী) নিকটাত্মীয়র নিকট এসে আল্লাহর দানকৃত অনুগ্রহ তার কাছে প্রার্থনা করে

তখন সে (ধনী) ব্যক্তি তা দিতে কার্পণ্য করলে (পরকালে) আল্লাহ তার জন্য দোযখ থেকে একটি 'শুজা' নামক সাপ বের করবেন; যে সাপ তার জিব বের করে মুখ হিলাতে থাকবে। এই সাপকে বেড়িস্বরূপ তার গলায় পরানো হবে।" *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব ও কাবীর, সহীহ তারগীব ৮৮৩নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, "একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম; এমন সময় (স্বপ্নে) আমার নিকট দুই ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। তাঁরা আমার উভয় বাহুর ঊর্ধ্বাংশে ধরে আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ের নিকট উপস্থিত করলেন এবং বললেন, 'আপনি এই পাহাড়ে চড়ুন।' আমি বললাম, 'এ পাহাড়ে চড়তে আমি অক্ষম।' তাঁরা বললেন, 'আমরা আপনার জন্য চড়া সহজ করে দেব।' সুতরাং আমি চড়ে গেলাম। অবশেষে যখন পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছলাম তখন বেশ কিছু চিৎকার-ধ্বনি শুনতে পেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'এ চিৎকার-ধ্বনি কাদের?' তাঁরা বললেন, 'এ হল জাহান্নামবাসীদের চীৎকার-ধ্বনি।' পুনরায় তাঁরা আমাকে নিয়ে চলতে লাগলেন। হঠাৎ দেখলাম একদল লোক তাদের পায়ের গোড়ালির উপর মোটা শিরায় (বাঁধা অবস্থায়) লটকানো আছে, তাদের কশগুলো কেটে ও ছিঁড়ে আছে এবং কশবেয়ে রক্তও ঝরছে। নবী ﷺ বলেন, আমি বললাম, 'ওরা কারা?' তাঁরা বললেন, 'ওরা হল তারা; যারা সময় হওয়ার পূর্বে-পূর্বেই ইফতার করে নিত---।" *(ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব ৯৯১নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাতে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে এবং সে তার চারিপাশে সেইরূপ ঘুরতে থাকবে, যেমন গাধা তার চাকির (ঘানির) চারিপাশে ঘুরতে থাকে। এ দেখে দোযখবাসীরা তার আশে-পাশে সমবেত হয়ে বলবে, 'ওহে অমুক! কি ব্যাপার তোমার? তুমি কি আমাদেরকে সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দিতে না?' সে বলবে, '(হ্যাঁ!) আমি তোমাদেরকে সৎকাজের আদেশ দিতাম; কিন্তু আমি নিজে তা করতাম না, আর মন্দ কাজে বাধা দিতাম; কিন্তু আমি তা নিজে করতাম।" *(বুখারী ৩২৬৭, মুসলিম ২৯৮৯নং)*

নবী ﷺ বলেন, "আমি মি'রাজের রাতে এমন একদল লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি যারা আগুনের কাঁইচি দ্বারা নিজেদের ঠোঁট কাটছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে জিবরীল! ওরা কারা?' তিনি বললেন, 'ওরা আপনার উম্মতের বক্তাদল; যারা নিজেরা যা করত না তা (অপরকে করতে) বলে বেড়াত।" *(আহমদ ৩/১২০ প্রভৃতি, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ১২০নং)*

নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মাদকদ্রব্য সেবন করবে তার জন্য আল্লাহর

প্রতিশ্রুতি আছে যে, তাকে তিনি জাহান্নামীদের ঘাম অথবা পুঁজ পান করাবেন।" *(মুসলিম ২০০২নং, নাসাঈ)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, মি'রাজের রাত্রে যখন আমাকে আকাশ ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হল, তখন এমন একদল লোকের পাশ বেয়ে আমি অতিক্রম করলাম যাদের ছিল তামার নখ; যার দ্বারা তারা তাদের মুখমন্ডল ও বক্ষস্থল চিরে ফেলছিল। আমি বললাম, 'ওরা কারা হে জিব্রাইল?!' জিব্রাইল বললেন, 'ওরা হল সেই লোক; যারা লোকেদের মাংস খায় (গীবত করে) এবং তাদের ইজ্জত লুটে বেড়ায়।" *(আহমদ ৩/২২৪, সহীহ আবূ দাউদ ৪০৮২ নং)*

সামুরাহ ইবনে জুনদুব ؓ বলেন, নবী ﷺ প্রায়ই তাঁর সাহাবীদেরকে বলতেন, "তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি?" রাবী বলেন, যার ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা সে তাঁর কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করত। তিনি একদিন সকালে বললেন, "গতরাত্রে আমার কাছে দুজন আগন্তুক এল। তারা আমাকে উঠাল, আর বলল, 'চলুন।' আমি তাদের সাথে চলতে লাগলাম। অতঃপর আমরা কাত হয়ে শোয়া এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছলাম। দেখলাম, অপর এক ব্যক্তি তার নিকট পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার মাথায় পাথর নিক্ষেপ করছে। ফলে তার মাথা ফাটিয়ে ফেলছে। আর পাথর গড়িয়ে সরে পড়ছে। তারপর আবার সে পাথরটির অনুসরণ ক'রে তা পুনরায় নিয়ে আসছে। ফিরে আসতে না আসতেই লোকটির মাথা আগের মত পুনরায় ভাল হয়ে যাচ্ছে। ফিরে এসে আবার একই আচরণ করছে; যা প্রথমবার করেছিল। (তিনি বলেন,) আমি সাথীদ্বয়কে বললাম, 'সুবহানাল্লাহ! এটা কী?' তারা আমাকে বলল, 'চলুন, চলুন।'

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম, তারপর চিৎ হয়ে শোয়া এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছলাম। এখানেও দেখলাম, তার নিকট এক ব্যক্তি লোহার আঁকড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর সে তার চেহারার একদিকে এসে এর দ্বারা তার কশ থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং একইভাবে নাকের ছিদ্র থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং অনুরূপভাবে চোখ থেকে মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলছে। তারপর ঐ লোকটি শোয়া ব্যক্তির অপরদিকে যাচ্ছে এবং প্রথম দিকের সাথে যেরূপ আচরণ করেছে অনুরূপ আচরণই অপর দিকের সাথেও করছে। ঐ দিক হতে অবসর হতে না হতেই প্রথম দিকটি আগের মত ভাল হয়ে যাচ্ছে। তারপর আবার প্রথম বারের মত আচরণ করছে। (তিনি বলেন,) আমি বললাম, 'সুবহানাল্লাহ! এরা কারা?' তারা আমাকে বলল, 'চলুন, চলুন।'

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং (তন্দুর) চুলার মত একটি গর্তের

কাছে পৌঁছলাম। (বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়, যেন তিনি বললেন,) আর সেখানে শোরগোল ও নানা শব্দ ছিল। আমরা তাতে উঁকি মেরে দেখলাম, তাতে বেশ কিছু উলঙ্গ নারী-পুরুষ রয়েছে। আর নীচ থেকে নির্গত আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছে। যখনই লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছে, তখনই তারা উচ্চরবে চিৎকার ক'রে উঠছে। আমি বললাম, 'এরা কারা?' তারা আমাকে বলল, 'চলুন, চলুন।'

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং একটি নদীর কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। (বর্ণনাকারী বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি বললেন,) নদীটি ছিল রক্তের মত লাল। আর দেখলাম, সেই নদীতে এক ব্যক্তি সাঁতার কাটছে। আর নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি রয়েছে এবং সে তার কাছে অনেকগুলো পাথর একত্রিত ক'রে রেখেছে। আর ঐ সাঁতার-রত ব্যক্তি বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর সেই ব্যক্তির কাছে ফিরে আসছে, যে তার নিকট পাথর একত্রিত ক'রে রেখেছে। সেখানে এসে সে তার সামনে মুখ খুলে দিচ্ছে এবং ঐ ব্যক্তি তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তারপর সে চলে গিয়ে আবার সাঁতার কাটছে এবং আবার তার কাছে ফিরে আসছে। আর যখনই ফিরে আসছে তখনই ঐ ব্যক্তি তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা কারা?' তারা বলল, 'চলুন, চলুন।'

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং এমন একজন কুৎসিত ব্যক্তির কাছে এসে পৌঁছলাম, যা তোমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক কুৎসিত বলে মনে হয়। আর দেখলাম, তার নিকট রয়েছে আগুন, যা সে জ্বালাচ্ছে ও তার চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ঐ লোকটি কে?' তারা বলল, 'চলুন, চলুন।'

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং একটা সবুজ-শ্যামল বাগানে এসে উপস্থিত হলাম। সেখানে বসন্তের সব রকমের ফুল রয়েছে আর বাগানের মাঝে এত বেশী দীর্ঘকায় একজন পুরুষ রয়েছে, আকাশে যার মাথা যেন আমি দেখতেই পাচ্ছিলাম না। আবার দেখলাম, তার চারদিকে এত বেশী পরিমাণ বালক-বালিকা রয়েছে, যত বেশী পরিমাণ আর কখনোও আমি দেখিনি। আমি তাদেরকে বললাম, 'উনি কে? এরা কারা?' তারা আমাকে বলল, 'চলুন, চলুন।'

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং একটা বিশাল (বাগান বা) গাছের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলাম। এমন বড় এবং সুন্দর (বাগান বা) গাছ আমি আর কখনো দেখিনি। তারা আমাকে বলল, 'এর উপরে চড়ুন।' আমরা উপরে চড়লাম। শেষ পর্যন্ত সোনা-রূপার ইঁটের তৈরী একটি শহরে গিয়ে

আমরা উপস্থিত হলাম। আমরা শহরের দরজায় পৌঁছলাম এবং দরজা খুলতে বললাম। আমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হল। আমরা তাতে প্রবেশ করলাম। তখন সেখানে কতক লোক আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করল, যাদের অর্ধেক শরীর এত সুন্দর ছিল, যত সুন্দর তুমি দেখেছ, তার থেকেও অধিক। আর অর্ধেক শরীর এত কুৎসিত ছিল যত কুৎসিত তুমি দেখেছ, তার থেকেও অধিক। সাথীদ্বয় ওদেরকে বলল, 'যাও ঐ নদীতে গিয়ে নেমে পড়।' আর সেটা ছিল সুপ্রশস্ত প্রবহমান নদী। তার পানি যেন ধপধপে সাদা। ওরা তাতে গিয়ে নেমে পড়ল। অতঃপর ওরা আমাদের কাছে ফিরে এল। দেখা গেল, তাদের ঐ কুশ্রী রূপ দূর হয়ে গেছে এবং তারা খুবই সুন্দর আকৃতির হয়ে গেছে। (তিনি বলেন,) তারা আমাকে বলল, 'এটা জান্নাতে আদ্ন এবং ওটা আপনার বাসস্থান।' (তিনি বলেন,) উপরের দিকে আমার দৃষ্টি গেলে, দেখলাম ধপধপে সাদা মেঘের মত একটি প্রাসাদ রয়েছে। তারা আমাকে বলল, 'ঐটা আপনার বাসগৃহ।' (তিনি বললেন,) আমি তাদেরকে বললাম, 'আল্লাহ তোমাদের মাঝে বরকত দিন, আমাকে ছেড়ে দাও; আমি এতে প্রবেশ করি।' তারা বলল, 'আপনি অবশ্যই এতে প্রবেশ করবেন। তবে এখন নয়।'

আমি বললাম, 'আমি রাতে অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার দেখতে পেলাম, এগুলোর তাৎপর্য কী?' তারা আমাকে বলল, 'আচ্ছা আমরা আপনাকে বলে দিচ্ছি। ঐ যে প্রথম ব্যক্তিকে যার কাছে আপনি পৌঁছলেন, যার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছিল, সে হল ঐ ব্যক্তি যে কুরআন গ্রহণ ক'রে---তা বর্জন করে। আর ফরয নামায ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকে।

আর ঐ ব্যক্তি যার কাছে গিয়ে দেখলেন যে, তার কশ থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং একইভাবে নাকের ছিদ্র থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং অনুরূপভাবে চোখ থেকে মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলা হচ্ছিল। সে হল ঐ ব্যক্তি যে সকালে আপন ঘর থেকে বের হয়ে এমন মিথ্যা বলে, যা চতুর্দিক ছড়িয়ে পড়ে।

আর যে সকল উলঙ্গ নারী-পুরুষ যারা (তন্দুর) চুলা সদৃশ গর্তের অভ্যন্তরে রয়েছে, তারা হল ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর দল।

আর ঐ ব্যক্তি যার কাছে পৌঁছে দেখলেন যে, সে নদীতে সাঁতার কাটছে ও তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে সে হল সূদখোর।

আর ঐ কুৎসিত ব্যক্তি যে আগুনের কাছে ছিল এবং আগুন জ্বালাচ্ছিল আর তার চারপাশে ছুটে বেড়াচ্ছিল। সে হল মালেক (ফিরিশ্তা); জাহান্নামের দারোগা।

আর ঐ দীর্ঘকায় ব্যক্তি যিনি বাগানে ছিলেন। তিনি হলেন ইব্রাহীম ﷺ। আর তাঁর চারপাশে যে বালক-বালিকারা ছিল, ওরা হল তারা, যারা (ইসলামী) প্রকৃতি নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।”

বারক্বানীর বর্ণনায় আছে, “ওরা তারা, যারা (ইসলামী) প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ ক'রে (মৃত্যুবরণ করেছে)।” তখন কিছু সংখ্যক মুসলিম জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! মুশরিকদের শিশু-সন্তানরাও কি (সেখানে আছে)?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “মুশরিকদের শিশু-সন্তানরাও (সেখানে আছে)।

আর ঐ সব লোক যাদের অর্ধেকাংশ অতি সুন্দর ও অর্ধেকাংশ অতি কুৎসিত ছিল, তারা হল ঐ সম্প্রদায় যারা সৎ-অসৎ উভয় প্রকারের কাজ মিশ্রিতভাবে করেছে। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ক'রে দিয়েছেন।” *(বুখারী)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “আজ রাতে আমি দেখলাম, দু'টি লোক এসে আমাকে পবিত্র ভূমির দিকে বের করে নিয়ে গেল।” অতঃপর ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, “সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং (তন্দুর) চুলার মত একটি গর্তের কাছে পৌঁছলাম; যার উপর দিকটা সংকীর্ণ ছিল এবং নিচের দিকটা প্রশস্ত। তার নিচে আগুন জ্বলছিল। তার মধ্যে উলঙ্গ বহু নারী-পুরুষ ছিল। আগুন যখন উপর দিকে উঠছিল, তখন তারাও (আগুনের সাথে) উপরে উঠছিল। এমনকি প্রায় তারা (চুলা) থেকে বের হওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। আর যখন আগুন স্তিমিত হয়ে নেমে যাচ্ছিল, তখন (তার সাথে) তারাও নিচে ফিরে যাচ্ছিল।”

এই বর্ণনায় আছে, “একটি রক্তের নদীর কাছে এলাম।” বর্ণনাকারী এতে সন্দেহ করেননি। “সেই নদীর মাঝখানে একটি লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর নদীর তীরে একটি লোক রয়েছে, যার সামনে পাথর রয়েছে। অতঃপর নদীর মাঝের লোকটি যখন উঠে আসতে চাচ্ছে, তখন তীরের লোকটি তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে সেই দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে, যেখানে সে ছিল। এইভাবে যখনই সে নদী থেকে বের হয়ে আসতে চাচ্ছে, তখনই ঐ লোকটি তার মুখে পাথর ছুঁড়ে মারছে। ফলে সে যেখানে ছিল, সেখানে ফিরে যাচ্ছে।”

এই বর্ণনায় আরো আছে, “তারা উভয়ে আমাকে নিয়ে ঐ (বাগান বা) গাছে উঠে গেল। অতঃপর সেখানে এমন একটি গৃহে আমাকে প্রবেশ করাল, যার চেয়ে অধিক সুন্দর গৃহ আমি কখনো দেখিনি। সেখানে বহু বৃদ্ধ ও যুবক লোক ছিল।”

এই বর্ণনায় আরো আছে, “আর যাকে আপনি তার নিজ কশ চিরতে দেখলেন, সে হল বড় মিথ্যুক; যে মিথ্যা কথা বলত, অতঃপর তা তার

নিকট থেকে বর্ণনা করা হত। ফলে তা দিকচক্রবালে পৌঁছে যেত। অতএব এই আচরণ তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত করা হবে।”

এই বর্ণনায় আরো আছে, “যার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে দেখলেন, সে ছিল এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ কুরআন শিখিয়েছিলেন। কিন্তু সে (তা ভুলে) রাতে ঘুমিয়ে থাকত এবং দিনে তার উপর আমল করত না। অতএব এই আচরণ তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত করা হবে। আর প্রথম যে গৃহটি আপনি দেখলেন, তা হল সাধারণ মু'মিনদের। পক্ষান্তরে এই গৃহটি হল শহীদদের। আমি জিবরীল, আর ইনি মীকাঈল। অতএব আপনি মাথা তুলুন। সুতরাং আমি মাথা তুললাম। তখন দেখলাম, আমার উপর দিকে মেঘের মত কিছু রয়েছে। তাঁরা বললেন, 'ওটি হল আপনার গৃহ।' আমি বললাম, 'আপনারা আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আমার গৃহে প্রবেশ করি।' তাঁরা বললেন, '(দুনিয়াতে) আপনার আয়ু অবশিষ্ট আছে; যা আপনি পূর্ণ করেননি। যখন আপনি তা পূর্ণ করবেন, তখন আপনি আপনার গৃহে চলে আসবেন।” *(বুখারী)*

উক্ত আযাবগুলি মধ্যজগতের বলে উল্লিখিত হয়েছে। হতে পারে তা জাহান্নামেও হবে।

আযাবের জন্য আছে শিকল। তা দিয়ে তাদেরকে বেঁধে রাখা হবে। *(আল-কুরআন ৭৬/৪)* যার দৈর্ঘ্য সত্তর হাত। *(আল-কুরআন ৬৯/৩২)* এবং ওদের গলদেশে বেড়ি পরানো হবে। *(আল-কুরআন ৩৪/৩৩)* আর ওদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে পদবেড়িও। *(আল-কুরআন ৭৩/১২)*

কোন কোন কাফেরকে হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে। তখন তারা সেখানে নিজেদের ধ্বংস কামনা করবে। তখন ওদের বলা হবে, 'আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করো না, বরং বহুবার ধ্বংস হওয়ার কামনা করতে থাক।' *(আল-কুরআন ২৫/১৩-১৪)*

অধিক ও চিরস্থায়ী শাস্তি আস্বাদন করাবার জন্য যখনই অগ্নিদাহে তাদের চর্ম দগ্ধ হবে, তখনই ওর স্থলে নূতন চর্ম সৃষ্টি করা হবে। *(আল-কুরআন ৪/৫৬)*

তেমনি তাদের দেহের স্থূলতা অত্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে। একজন কাফেরের দুই স্কন্ধের মধ্যবর্তী অংশ দ্রুতগামী আরোহীর তিন দিনের পথ-সম দীর্ঘ হবে! একটি দাঁত উহুদ পর্বতসম এবং তার চর্মের স্থূলতা হবে তিনদিনের পথ! *(মুসলিম ২৮৫১, ২৮৫২)* অথবা বিয়াল্লিশ হাত। আর জাহান্নামে তার অবস্থান ক্ষেত্র হবে মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী স্থান বরাবর। (অর্থাৎ ৪২৫ কিমি.।) *(তিরমিযী ২৫৭৭, আহমাদ ২/২৬)* এসব বিচিত্র হলেও আল্লাহর কাছে অবাস্তবতার কিছু নেই।

অগ্নির বেষ্টনী জাহান্নামীদেরকে পরিবেষ্টন ক'রে রাখবে। *(আল-কুরআন ১৮/২৯)* অগ্নিদগ্ধে ওদের মুখমন্ডল বীভৎস হয়ে যাবে। *(আল-কুরআন ২৩/১০৪)*

জাহান্নামে উটের মত বৃহদাকার এমন সর্প আছে, যদি তা একবার কাউকে দংশন করে, তবে চল্লিশ বছর তার বিষাক্ত যন্ত্রণা বিদ্যমান থাকবে। খচ্চরের মত এমন বড় বড় বিছা আছে যার দংশন জ্বালা চল্লিশ বছর বর্তমান থাকবে। *(আহমাদ ৪/১৯১)*

দোযখে কাফেরদেরকে উল্টা ক'রে মুখের উপর ভর দিয়ে টানা হবে। *(আল-কুরআন ৫৪/৪৮)*

অনেক শাস্তি হবে অপরাধের অনুরূপ। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন পাহাড় হতে নিজেকে ফেলে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামেও সর্বদা ও চিরকালের জন্য নিজেকে ফেলে অনুরূপ শাস্তিভোগ করবে। যে ব্যক্তি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামেও সর্বদা চিরকালের জন্য বিষ পান ক'রে যাতনা ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি কোন লৌহখন্ড (ছুরি ইত্যাদি) দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামেও ঐ লৌহখন্ড দ্বারা সর্বদা ও চিরকালের জন্য নিজেকে আঘাত ক'রে যাতনা ভোগ করতে থাকবে।" *(বুখারী ৫৭৭৮, মুসলিম ১০৯নং প্রমুখ)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ফাঁসি নিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি দোযখেও অনুরূপ ফাঁসি নিয়ে আযাব ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি বর্শা বা ছুরিকাঘাত দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি দোযখেও অনুরূপ বর্শা বা ছুরিকাঘাত দ্বারা (নিজে নিজে) আযাব ভোগ করবে।" *(বুখারী ১৩৬৫নং)*

জাহান্নামে অনেকের তার পায়ের গাঁট পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো গলা পর্যন্ত অগ্নিদগ্ধ হবে। *(মুসলিম ২৮৪৫)*

জাহান্নামের সবচেয়ে ছোট আযাব

জাহান্নামীকে আগুনের তৈরী একজোড়া জুতা পরানো হবে, যার তাপে মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে। এই আযাব নবী ﷺ-এর পিতৃব্য আবু তালেবকে দেওয়া হবে। *(মুসলিম ২১২, মিশকাত ৫৬৬৭)*

জাহান্নামের আযাবের ভয়াবহতা

জাহান্নামের আযাব এত কঠিন ও ভয়ানক হবে যে, তার মুক্তিপণ হিসাবে দুনিয়ার সবকিছু দিতে পারলে তা দিয়ে জাহান্নামী মুক্তি কামনা করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٣٦) سورة المائدة

অর্থাৎ, যারা অবিশ্বাস করেছে পৃথিবীতে যা কিছু আছে, যদি তাদের তার সমস্ত থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরো থাকে এবং কিয়ামতের দিন শাস্তি হতে মুক্তির জন্য পণস্বরূপ তা দিতে চায়, তবুও তাদের নিকট হতে তা গৃহীত হবে না এবং তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি বর্তমান। *(মাইদাহঃ ৩৬)*

{يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (١١) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (١٢) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (١٣) وَمَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنجِيهِ} (١٤) المعارج

অর্থাৎ, অপরাধী সেই দিনে শাস্তির বদলে দিতে চাইবে নিজ সন্তান-সন্ততিকে। তার স্ত্রী ও ভাইকে। তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত। এবং পৃথিবীর সকলকে, যাতে এই মুক্তিপণ তাকে মুক্তি দেয়। *(মাআরিজঃ ১১-১৪)*

মহানবী ﷺ বলেন, "জাহান্নামের সবচেয়ে কম আযাবের একটি লোককে আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা জিজ্ঞাসা করবেন, 'তোমার যদি দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থিত সব কিছু হতো, তাহলে মুক্তিপণ হিসাবে তা দিয়ে কি মুক্তি নিতে?' সে বলবে, 'হ্যাঁ।' আল্লাহ বলবেন, 'তুমি যখন আদমের পিঠে ছিলে, তখন আমি তোমার নিকট থেকে এর চাইতে সহজ জিনিস চেয়েছিলাম যে, তুমি শির্ক করো না, তোমাকে জাহান্নামে দেব না। কিন্তু তুমি শির্কই করেছ।' *(বুখারী, মুসলিম)*

জান্নাতের অবর্ণনীয় সুখ দেখে জান্নাতী যেমন দুনিয়ার সকল দুঃখ-ব্যথা ভুলে যাবে, তেমনি জাহান্নামের কঠিন আযাব দেখে জাহান্নামী দুনিয়ার সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিস্মৃত হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য হতে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী ও বিলাসী ছিল। অতঃপর তাকে জাহান্নামে একবার (মাত্র) চুবানো হবে, তারপর তাকে বলা হবে, 'হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো ভাল জিনিস দেখেছ? তোমার নিকটে কি কখনো সুখ-সামগ্রী এসেছে?' সে বলবে, 'না। আল্লাহর কসম! হে প্রভু!' আর জান্নাতীদের মধ্য হতে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে দুনিয়ার সবচেয়ে দুঃখী ও অভাবী ছিল। তাকে জান্নাতে (মাত্র একবার) চুবানোর পর বলা হবে, 'হে আদম সন্তান! তুমি কি (দুনিয়াতে) কখনো কষ্ট দেখেছ? তোমার উপরে কি কখনো বিপদ গেছে?' সে বলবে, 'না। আল্লাহর কসম! আমার উপর কোনদিন কষ্ট আসেনি এবং আমি কখনো কোন বিপদও দেখিনি।" *(মুসলিম)*

জাহান্নামীদের আর্তি ও আর্জি

আযাবের কঠিনতায় জাহান্নামীরা ভীষণ চীৎকার ও আর্তনাদ করতে থাকবে। *(আল-কুরআন ১১/১০৬)* কিন্তু ওরা তো স্থায়ীভাবে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে। ওদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং ওরা শাস্তি ভোগ করতে করতে হতাশ হয়ে পড়বে। *(আল-কুরআন ৪৩/৭৪-৭৫)*

ওদের মৃত্যুরও আদেশ দেওয়া হবে না, যে ওরা মরবে। ওরা আর্তনাদ করে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে নিষ্কৃতি দাও, আমরা সৎকাজ করব। পূর্বে যা করতাম, তা আর করব না।' আল্লাহ বলবেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারত? তোমাদের নিকটে তো সতর্ককারীও এসেছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।" *(আল-কুরআন ৩৫/৩৬-৩৭)*

ওরা আরো বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে ঘিরে ছিল এবং আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! এ অগ্নি হতে আমাদেরকে উদ্ধার কর, অতঃপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী (অবিশ্বাস) করি, তবে তো আমরা অবশ্যই সীমা লংঘনকারী (যালেম) হব।' আল্লাহ বলবেন, 'তোরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সঙ্গে কোন কথা বলিস না। আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ঈমান এনেছি (বিশ্বাস স্থাপন করেছি) তুমি আমাদের ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। কিন্তু তাদেরকে (মুমিন দলকে) নিয়ে তোমরা উপহাস (ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ) করতে এত বিভোর ছিলে যে, তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। তোমরা তো তাদের (ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের)কে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতে। আমি আজ তাদের ধৈর্যের কারণে তাদেরকে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হল সফলকাম।" *(আল-কুরআন ২৩/১০৬-১১০)*

"যখন হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় ওদেরকে তার কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন ওরা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে। (ওদেরকে বলা হবে,) 'আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করো না; বরং বহুবার ধ্বংস কামনা করতে থাক।" *(সূরা ফুরক্বান ১৩-১৪ আয়াত)*

"যখন ওরা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে, তখন দুর্বলেরা প্রবলদেরকে বলবে, 'আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদের থেকে জাহান্নামের আগুনের কিয়দংশ নিবারণ করবে?'

প্রবলেরা বলবে, 'আমরা সকলেই তো জাহান্নামে আছি, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর দাসদের মাঝে ফায়সালা ক'রে দিয়েছেন।' জাহান্নামীরা জাহান্নামের প্রহরীদেরকে বলবে, 'তোমাদের প্রতিপালককে বল, তিনি যেন আমাদের নিকট থেকে একদিনের শাস্তি লাঘব করেন।' তারা বলবে, 'তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনাবলী সহ তোমাদের রসূলগণ আসেনি?' (জাহান্নামীরা) বলবে, 'অবশ্যই এসেছিল।' (প্রহরীরা) বলবে, 'তবে তোমরা প্রার্থনা করতে থাক। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়।' *(সূরা মু'মিন ৪৭-৫০ আয়াত)*

"সবাই আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে; যারা অহংকার করত দুর্বলেরা তাদেরকে বলবে, 'আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম; এখন তোমরা কি আল্লাহর শাস্তি হতে আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে?' তারা বলবে, 'আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করলে আমরাও তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করতাম; এখন আমাদের ধৈর্যচ্যুত হওয়া অথবা ধৈর্যশীল হওয়া একই কথা; আমাদের কোন নিষ্কৃতি নেই।' যখন সব কিছুর ফায়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, 'আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি। আর আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম; কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি; আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিল না, আমি শুধু তোমাদেরকে আহবান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহবানে সাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করো না, তোমরা তোমাদের নিজেদের প্রতিই দোষারোপ কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও; তোমরা যে পূর্বে আমাকে (আল্লাহর) শরীক করেছিলে সে কথা তো আমি মানিই না।' অত্যাচারীদের জন্য তো বেদনাদায়ক শাস্তি আছে।" *(সূরা ইব্রাহীম ২১-২২ আয়াত)*

"ওরা অসহ্য যন্ত্রণায় মৃত্যু কামনা করবে এবং চীৎকার ক'রে বলবে, 'হে মালেক (দোযখের অধিকর্তা)! তোমার প্রতিপালক আমাদেরকে নিঃশেষ করে দিন।' সে বলবে, 'তোমরা তো এভাবেই অবস্থান করবে।' আল্লাহ বলবেন, 'আমি তো তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছায়ে ছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই তো সত্য-বিমুখ ছিল।" *(আল-কুরআন ৪৩/৭৭-৭৮)*

জাহান্নামীরা কেঁদে এত অশ্রু ঝরাবে যে, তাতে নদী প্রবাহিত হবে এবং তার উপর নৌকা চলাও সম্ভব হবে। তারা রক্তের অশ্রুও ঝরাবে। *(সঃ জামে' ২০৩২নং)*

জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায়

জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায় ইসলাম গ্রহণের সাথে ঈমান ও নেক আমল। ফরয পালন, পাপ বর্জন, তাক্বওয়া অর্জন ও দুআ। মহান আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন সে দুআ ঃ-

{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (٢٠١)

অর্থাৎ, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর। আর আমাদেরকে দোযখ-যন্ত্রণা থেকে রক্ষা কর।' *(বাক্বারাহ ঃ ২০১)*

{رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (٦٥) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا} (٦٦) سورة الفرقان

অর্থাৎ,'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি নিবৃত্ত কর; জাহান্নামের শাস্তি তো নিশ্চিতভাবে ধ্বংসাত্মক; নিশ্চয় তা আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে অতীব নিকৃষ্ট!' *(ফুরক্বান ঃ ৬৫-৬৬)*

এ ছাড়া জাহান্নাম থেকে বাঁচার বহু উপায় হাদীসে বলা হয়েছে, যার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে এমন আমল বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।' নবী ﷺ বললেন, "তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সাথে কাউকে অংশীদার করবে না, নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দেবে এবং রক্ত সম্পর্ক বজায় রাখবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

"যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রসূল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম ক'রে দেবেন।" *(মুসলিম)*

"আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে জাহান্নামের জন্য হারাম ক'রে দেবেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কামনায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

"যে ব্যক্তি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে (অর্থাৎ ফজরের ও আসরের নামায) আদায় করবে, সে কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।" *(মুসলিম)*

"যে ব্যক্তি যোহরের ফরয নামাযের পূর্বে চার রাকআত ও পরে চার রাকআত সুন্নত পড়তে যত্নবান হবে, আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম ক'রে দেবেন।" *(আবূ দাউদ, তিরিমিযী)*

"রোযা (জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য) ঢালস্বরূপ।" *(বুখারী-মুসলিম)*

"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (অর্থাৎ, জিহাদকালীন বা প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনকল্পে) একদিন রোযা রাখবে, আল্লাহ ঐ একদিন রোযার বিনিময়ে তার চেহারাকে জাহান্নাম হতে সত্তর বছর (পরিমাণ পথ) দূরে রাখবেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

"সেই ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে; যতক্ষণ না দুধ স্তনে ফিরে না গেছে। (অর্থাৎ, দুধ স্তনে ফিরে যাওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি তার জাহান্নামে প্রবেশ করাও অসম্ভব।) আর একই বান্দার উপর আল্লাহর পথের ধূলা ও জাহান্নামের ধুঁয়া একত্র জমা হবে না।" *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*

"দুই প্রকার চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। আল্লাহর ভয়ে যে চক্ষু ক্রন্দন করে। আর যে চক্ষু আল্লাহর পথে প্রহরায় রত থাকে।" *(তিরমিযী হাসান)*

"জাহান্নামের (আগুন) প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য হারাম হবে, যে মানুষের নিকটবর্তী, নম্র, সহজ ও সরল।" *(তিরমিযী, হাসান সূত্রে)*

"তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো; যদিও খেজুরের এক টুকরো সাদকাহ ক'রে হয়। আর যে ব্যক্তি এরও সামর্থ্য রাখে না, সে যেন ভাল কথা বলে বাঁচে। যাকে এই কন্যা সন্তান দিয়ে কোন পরীক্ষায় ফেলা হয়, তারপর যদি সে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, তাহলে এ কন্যারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে অন্তরাল হবে।" *(বুখারী, মুসলিম) (বুখারী-মুসলিম)*

"যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভায়ের সম্ভ্রম রক্ষা করবে, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের আগুন থেকে তার চেহারাকে রক্ষা করবেন।" *(তিরমিযী- হাসান)*

"যে পছন্দ করে যে, তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হোক এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হোক, তার মরণ যেন এমন অবস্থায় হয় যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে এবং অন্যের প্রতি এমন ব্যবহার দেখায়, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" *(মুসলিম)*

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

সমাপ্ত